পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 142 Thursday, 23 April, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ১৪২ সংখ্যা ❋ ৯ বৈশাখ ১৪৩৩, বৃহস্পতিবার, ২৩ এপ্রিল ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

‘১০ হাজার কোটির দুর্নীতি হয়েছে, ক্ষমতায় এলে সব টাকা উসুল করব’

নিজস্ব প্রতিনিধি, দমদম ও সপ্তগ্রাম, ২২ এপ্রিলঃ রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটের ঠিক ২৪ ঘণ্টা আগে মহানগরের উপকণ্ঠে দাঁড়িয়ে কলকাতার হাল নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বুধবার দমদম উত্তরের হেভিওয়েট জনসভা থেকে তিনি অভিযোগ করেন, দীর্ঘ বাম শাসন

এবং বর্তমানে তৃণমূলের রাজত্বে কলকাতা ‘বস্তির শহর’-এ পরিণত হয়েছে। শাহের দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের ভোটব্যাঙ্ক সুরক্ষিত রাখতে এই বস্তিগুলিতেই অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয় দিচ্ছেন। এদিনের জনসভার শুরুতেই শহরবাসীর আবেগকে উস্কে দিয়ে অমিত শাহ বলেন, ‘‘এই ভোট শুধু বিধায়ক বানানোর ভোট নয়, এটি কলকাতার হারানো গৌরবকে পুনরুদ্ধারের লড়াই।’’ এক অভিনব ভঙ্গিতে ভোটারদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘‘বিজেপি প্রার্থীদের জেতাতে বা বিজেপি সরকার গড়তে আপনাদের ভোট দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আপনারা ভোট দিন পশ্চিমবঙ্গকে অনুপ্রবেশকারীদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য। ভোট দিন কলকাতাকে আবার শ্রেষ্ঠ শহর হিসেবে গড়ে তোলার জন্য।’’ কলকাতার পরিকাঠামো নিয়ে শাসক দলকে তুলোধনা করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘‘দিদির (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) রাজত্বে আর তার আগে কমিউনিস্টদের আমলে গোটা শহরটা বস্তির শহর হয়ে রয়ে গিয়েছে। দেশের অন্যান্য রাজ্যে এমন অনেক শহর আছে যেগুলি আজ বস্তিমুক্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু দিদি তার প্রয়োজন মনে করেন না।’’ শাহের সরাসরি তোপ, ‘‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বস্তিগুলিতে অনুপ্রবেশকারীদের জায়গা দিয়ে নিজের ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করতে চান। তিনি চান না সাধারণ মানুষ উন্নত জীবনযাপন করুক।’’ দমদমের পর এদিন সপ্তগ্রামের জনসভা থেকে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে দুর্নীতির প্রশ্নে কার্যত তুলোধনা করলেন তিনি। শাহের সাফ হুঁশিয়ারি, বিগত ১৫ বছরে তৃণমূল সরকার যে ‘কাটমানি’ ও দুর্নীতির পাহাড় গড়েছে, আগামী ৪ মে-র পর বিজেপি ক্ষমতায় এলে সেই সব টাকা সাধারণ মানুষের কাছে ফেরত আনা হবে। সপ্তগ্রামের সভা থেকে শাহ অভিযোগ করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে রাজ্যে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। তিনি বলেন, ‘‘মমতাদি ভাবেন কিছুই হবে না। কিন্তু ৫ তারিখ এখানে বিজেপির সরকার আসবে। আমাদের যুবকদের এবং মহিলাদের থেকে লুঠ করা এক এক পয়সা আপনাকে ফেরত দিতে হবে।’’ সিন্ডিকেট রাজ ও তোলাবাজি রুখতে ‘দিদির গুন্ডাদের’ রাজ্যের বাইরে পাঠানোর ডাক দেন তিনি। ভোটের মুখে মাস্টারস্ট্রোক দিতে ইতিমধ্যেই মহিলাদের জন্য বড় ঘোষণা করেছে বিজেপি। সেই ঘোষণার কথা মনে করিয়েই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দেন, ‘‘বিজেপি সরকার গড়লে রাজ্যের প্রত্যেক দিদির অ্যাকাউন্টে প্রতি মাসে ৩০০০ টাকা করে পাঠানো হবে।’’ শুধু তাই নয়, রাজ্যের পরিবহণ ব্যবস্থায় বড় ছাড়ের ঘোষণা করে তিনি বলেন, ‘‘গঙ্গাসাগর থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত সরকারি বাসে মহিলাদের আর কোনও ভাড়া দিতে হবে না।’’ পাশাপাশি বেকারত্ব দূরীকরণে প্রতি বছর ১ লক্ষ সরকারি চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি। দমদমের সভার মতো সপ্তগ্রামেও মমতার শাসনের ‘উল্টি গিনতি’র সময়সীমা বেঁধে দেন শাহ। ৪ মে গণনার দিনের রূপরেখা টেনে তিনি বলেন, ‘‘সকাল ৮টায় ব্যালট বাক্স খুলবে, ৯টায় প্রথম রাউন্ড আর ১০টায় দ্বিতীয় রাউন্ডের ফল আসবে। দুপুর ১টার মধ্যেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। তারপরই হবে - দিদি টাটা, গুড বাই!’’ প্রথম দফার ভোটের আগে শাহের এই আক্রমণাত্মক মেজাজ এবং ৩০০০ টাকার প্রতিশ্রুতি তৃণমূলের ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’-এর পাল্টা চাল হিসেবেই দেখছে রাজনৈতিক মহল। ১০ হাজার কোটির দুর্নীতির অভিযোগ তুলে শাহ আসলে ভোটারদের মধ্যে শাসক দলের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে চেয়েছেন। অন্যদিকে, ১ লক্ষ সরকারি চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে তরুণ প্রজন্মের ভোট টানার কৌশল নিয়েছেন তিনি। তৃণমূল অবশ্য শাহের এই বক্তব্যকে ‘ভোটের গিমিক’ বলে উড়িয়ে দিয়েছে। তবে ভোটের মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে শাহের এই ‘পয়সা ফেরত’ নেওয়ার হুঁশিয়ারি সর্বত্রই উত্তাপ বাড়িয়ে দিল। এখন ৪ মে শাহের ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হয় কি না, সেদিকেই তাকিয়ে গোটা রাজ্য।

‘এই ভোট আগামীতে বাঙালির অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই’

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ২২ এপ্রিলঃ হরিপালের সাহাপুর ময়দানে বুধবার এক জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে সুর চড়ালেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলীয় প্রার্থী ডাঃ করবী মান্নার সমর্থনে আয়োজিত এই জনসভায় মুখ্যমন্ত্রীর নিশানায় ছিল মূলত বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকার। তীব্র দাবদাহ উপেক্ষা করে সকাল থেকেই ময়দানে ভিড় জমিয়েছিলেন হাজার হাজার কর্মী-সমর্থক। বিশেষ করে মহিলা ও যুব সম্প্রদায়ের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনিতে জনসভাস্থল কার্যত উৎসবের চেহারা নেয়। এদিন মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি কৃষকদের মন জয়ের চেষ্টা করেন। আলু চাষিদের নিয়ে বিজেপির ‘মিথ্যা অপপ্রচার’-এর কড়া সমালোচনা করে তিনি বলেন, বিজেপি চাষিদের নিয়ে খেলা করছে, অথচ রাজ্য সরকার চাষিদের সুবিধার জন্য সংরক্ষণ কেন্দ্র তৈরি করেছে যাতে বাইরে থেকে বীজ কিনতে না হয়। উত্তরপ্রদেশের চাষিরা ফসলের দাম পায় না বলে দাবি করে তিনি সাফ জানান, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সরাসরি কৃষকদের থেকে আলু কেনে। রেলে করে বাইরে থেকে লোক আনা হলেও আলুর জন্য ট্রেন দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ তুলে তিনি চাষিদের পরামর্শ দেন লড়িতে করে

আলু পাঠাতে। সেই সঙ্গে মনে করিয়ে দেন, আলু চাষিদের জন্য রাজ্য সরকারের বিমা পরিষেবা চালু রয়েছে। রাজনৈতিক আক্রমণ শানিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘এই ভোট আগামী দিনে বাঙালির অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। মাছ-মাংস খাওয়া থেকে শুরু করে নিজের ভাষায় কথা বলা যাবে কি না, তা এই নির্বাচনের ফলের ওপর নির্ভর করছে।’’ ভিন রাজ্য থেকে পুলিশ ও সাঁজোয়া গাড়ি আনার প্রসঙ্গ তুলে তিনি প্রশ্ন করেন, মণিপুরে যখন অশান্তি হয় তখন এই বাহিনী কোথায় থাকে? কামারপুকুর-বিষ্ণুপুর রেললাইন থেকে শুরু করে তারকেশ্বর ও ফুরফুরা শরীফ উন্নয়ন পর্ষদ গঠন-হুগলি জেলার উন্নয়নে নিজের ভূমিকার কথা এদিন বিস্তারিত তুলে ধরেন তিনি। ইসকনের জন্য ৭০০ একর জমি বরাদ্দ এবং দিঘায় জগন্নাথ মন্দির তৈরির কাজও যে তাঁর হাত ধরেই হচ্ছে, সে কথাও মনে করিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ তুলে মমতা বলেন, ‘‘১০০ দিনের কাজের টাকা, আবাসের টাকা ও কৃষকদের পাওনা আটকে রেখেছে দিল্লি।’’ এমনকি আধার কার্ড সংক্রান্ত জটিলতা নিয়ে সাধারণ মানুষের হেনস্থার কথাও তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে। নাম না করে প্রধানমন্ত্রীর ঝালমুড়ি খাওয়ার প্রসঙ্গ তুলে তিনি কটাক্ষ করেন যে, দোকানের মাইক থেকে শুরু করে পকেটের ১০ টাকার নোট-সবই আগে থেকে তৈরি করা ‘নাটক’। আগামী দিনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আজীবন চালু থাকবে এবং যুবসাথী প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের দায়িত্ব নেবে সরকার। ২০২৫ সালের মধ্যে সমস্ত কাঁচা বাড়ি পাকা করে দেওয়া এবং ঘরে ঘরে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার করেন তিনি। এমনকি ‘দুয়ারে স্বাস্থ্য’ প্রকল্পের মাধ্যমে ডাক্তার ও নার্সরা সরাসরি সাধারণ মানুষের বাড়িতে গিয়ে চিকিৎসা করবেন বলে তিনি ঘোষণা করেন। বক্তব্যের শেষে ২০১১ সালের বিখ্যাত স্লোগান ‘বদলা নয়, বদল চাই’-এর সুর বদলে তিনি ঘোষণা করেন, দিল্লির বিজেপি সরকারকে হঠাতে এবার ব্যালট বক্সেই নিতে হবে প্রকৃত ‘বদলা’।

বাংলায় ভোটের আগের দিন মমতাকে ফোন কেজরির ‘গণতন্ত্র রক্ষার লড়াই...!’

মুখ্যমন্ত্রীকে সমর্থনের বার্তা

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২২ এপ্রিলঃ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোট ২৩ এপ্রিল। এদিকে বুধবার প্রচারে ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরমধ্যেই তৃণমূল নেত্রীকে ফোন করলেন আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। দু’জনের এই ফোনালাপের কথা জানিয়ে দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই একটি পোস্ট করেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। তৃণমূলের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে কেজরিওয়াল লিখেছেন, তিনি মমতাকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, ‘এই লড়াই শুধু মমতার নয়- এটি ভারতের গণতন্ত্রের রক্ষার লড়াই।’ অভিযোগের সুরে আরও বলেন, জাতীয় নির্বাচন কমিশন-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাজনৈতিক সুবিধা নিতে চাইছেন, কিন্তু তাতেও বিজেপির লাভ হবে না বলেই দাবি তাঁর। ভোটের আগে এমন সমর্থন স্বাভাবিকভাবেই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। মঙ্গলবার তামিলনাড়ু সফরে গিয়ে অরবিন্দ কেজরিওয়াল প্রচার করেছিলেন ডিএমকে, কংগ্রেস এবং বাম দলগুলোর হয়ে। সেখানে বিজেপির বিরুদ্ধে বিভাজনের রাজনীতি করার অভিযোগ আনেন তিনি। কেন্দ্রীয় সরকার প্রশাসনিক সংস্থাগুলোকে বিরোধীদের চাপে রাখতে ব্যবহার করছে, এই অভিযোগও তোলেন তিনি। বুধবার মমতাকে ফোন করেও বিজেপির বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ আনলেন তিনি। সাম্প্রতিক সময়ে মহিলা সংরক্ষণ নিয়ে কেন্দ্রের উদ্যোগ বিরোধী দলগুলোর কৌশলের জেরে থমকে যায়। এর মাঝেই কেজরিওয়ালের এই উদ্যোগ বিরোধী শিবিরে নতুন জোটবদ্ধতার ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে মনে করছেন অনেকেই। যদিও সামনে লোকসভা ভোট নয়, তবুও পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দলের অভ্যন্তরীণ সমীকরণ নতুন করে গড়ে উঠছে। তৃণমূলের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় এজেন্সি ও নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে বিজেপি রাজনৈতিক চাপ তৈরি করছে সেই সুরেই কেজরিওয়ালের মন্তব্য। দক্ষিণ ভারতে বিরোধী প্রচারে সক্রিয় থাকার পর বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতার সঙ্গে যোগাযোগ, এটি বিরোধী জোটের সম্ভাব্য পুনর্গঠনের দিকেও ইঙ্গিত করে। সব মিলিয়ে, ভোটের ঠিক আগের দিনে কেজরী-মমতার এই রাজনৈতিক উষ্ণতা পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী লড়াইকে আরও তীব্র করে তুলল।

ইডি-র কাজে মুখ্যমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে বাধা দিয়েছেন, ভর্ৎসনা সুপ্রিম কোর্টের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিলঃ বৃহস্পতিবার বাংলায় প্রথম দফার ভোট গ্রহণ। তার চব্বিশ ঘণ্টা আগে সুপ্রিম কোর্টের কড়া ভর্ৎসনার মুখে পড়লেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্য সরকার। আই-প্যাক দফতরে ইডি-র অভিযানের সময়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘হস্তক্ষেপ’ নিয়ে গত মাসাবধি মামলা চলছিল সুপ্রিম কোর্টে। বুধবার শীর্ষ আদালতে সেই মামলার শুনানির সময়ে বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্র ও বিচারপতি এন. ভি. আঞ্জারিয়ার বেঞ্চ পষ্টাপষ্টি বলে, কোনও মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রী যদি ব্যক্তিগতভাবে কোনও কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তে গিয়ে হাজির হন বা সেখানে বাধা সৃষ্টি করেন, তবে সেটিকে সাংবিধানিক অর্থে কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাত বলা যায় না। গত ৮ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে কলকাতায় আই-প্যাক-এর দফতরে এবং তার কো-ফাউন্ডার প্রতীক জৈনের বাসভবনে তল্লাশি চালায় ইডি। অভিযোগ ওঠে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্য পুলিশের শীর্ষ কর্তারা সেই সময়ে সেখানে পৌঁছে ইডি-র কাজে বাধা দেন এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ও ইলেকট্রনিক ডিভাইস সরিয়ে ফেলেন। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে সিবিআই তদন্তের আবেদন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় ইডি। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল, এটি কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে একটি আইনি লড়াই। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট পাল্টা জানিয়ে দেয়, মোটেও তা নয়, এটিকে সংবিধানের ১৩১ অনুচ্ছেদের আওতায় এনে ‘ফেডারেল বিরোধ’ বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সংঘাত হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্র বলেন, ‘‘কোনও মন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী যদি তদন্ত চলাকালীন হঠাৎ ঢুকে পড়েন, তাতে গণতন্ত্রই বিপদের মুখে পড়ে, তারপরও যদি বলা হয় এটি মূলত কেন্দ্র-রাজ্যের বিরোধ-তা কীভাবে সম্ভব?’’-প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি কুমার। এই সময়ে সলিসিটর

জেনারেল তুষার মেহতা করে বলেন, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে নথিপত্রও মুখ্যমন্ত্রী নিয়ে গেছেন। তা শুনে বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্র বলেন, ‘‘এটি মোটেই কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে বিরোধ নয়। এটি আসলে একজন ব্যক্তির কীর্তি, যিনি ঘটনাচক্রে একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। এতে পুরো ব্যবস্থা এবং গণতন্ত্রই প্রশ্নের মুখে পড়ছে। আপনারা বলছেন, যদি এটি গ্রহণযোগ্য হয়, তবে তা ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে নয়, শুধুমাত্র ১৩২ অনুচ্ছেদের অধীনেই হওয়া উচিত। আপনারা কেশবানন্দ ভারতীর মতো নজির তুলে ধরেছেন। কিন্তু তাঁদের কেউই হয়তো কখনও কল্পনাও করেননি যে, এই দেশে এমন এক দিন আসবে, যখন কোনও বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী অন্য একটি সংস্থার দফতরে তদন্ত চলাকালীন ঢুকে পড়বেন...।’’ আদালত মন্তব্য করে যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এমন পরিস্থিতি নজিরবিহীন এবং উদ্বেগজনক। তদন্তকারী অফিসারদের ঘিরে ধরা বা নথিপত্র সরিয়ে নেওয়ার মতো ঘটনা আইনের শাসনকে বিপন্ন করতে পারে। এর আগেই আদালত ইডি অফিসারদের বিরুদ্ধে রাজ্য পুলিশের দায়ের করা এফআইআর-এর উপর স্থগিতাদেশ দিয়েছিল। ইডি-র দাবি ছিল, তাঁরা যখন ২,৭৪২ কোটি টাকার কয়লা পাচার মামলার তদন্ত করতে গিয়েছেন, তখন রাজ্য প্রশাসন তাঁদের ‘সন্ত্রস্ত’ করার চেষ্টা করেছে। সুপ্রিম কোর্টের এই মন্তব্যের পর রাজনৈতিক মহল সরগরম। ইডি-র অভিযোগ ছিল, তৃণমূলের পরামর্শদাতা সংস্থা আই-প্যাক-এর কাছে গোপন নির্বাচনী তথ্য ছিল বলেই রাজ্য সরকার এত মরিয়া হয়ে বাধা দিয়েছে। অন্যদিকে, শাসকদলের আইনজীবী কপিল সিব্বল ও অভিষেক মনু সিংভিদের যুক্তি ছিল, ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে তৃণমূলের উপর মানসিক চাপ তৈরি করতেই এই ইডি হানা। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, কেন্দ্রীয় সংস্থার ক্ষমতা ও সীমা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই সেই কাজে বাধা দেওয়া কোনওভাবেই সাংবিধানিক অধিকারের রক্ষাকবচ হতে পারে না। এই মামলার পরবর্তী গতিপ্রকৃতি এখন বাংলার নির্বাচনের আবহে এক বড় ফ্যাক্টর হতে চলেছে।

এ বার ৫০ পার হবে না, অমিত শাহকে বার্তা অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২২ এপ্রিলঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের ‘এই দিদি’ বলে সম্বোধন করার তীব্র সমালোচনা করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরের সভা থেকে অভিষেক বলেন, ‘‘স্বরষ্ট্রমন্ত্রী রাজ্যের মহিলা মুখ্যমন্ত্রীকে বলছে এ দিদি। শুনেছেন? নারীদের প্রতি এই সম্মান? রাজ্যের একজন নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী তাঁর থেকে বয়সে কম করে দশ বছরের বড়। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন না, ও দিদি, ও দিদি। কী হয়েছিল? ৭৭-এ গাড়ি আটকে গিয়েছিল, এ বার ৫০ পার হবে না অমিত শাহ।’’ এ বারের নির্বাচনে প্রচারে এসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ একাধিক জনসভায় বলেছেন, ‘‘ভোটে জিতে ক্ষমতায় আসার পরে তৃণমূলের গুন্ডাদের উল্টো করে ঝুলিয়ে সিধে করা হবে।’’ এ দিনের মঞ্চ থেকে শাহের সেই বক্তব্যের সমালোচনা করেন অভিষেক। তাঁর বক্তব্য, ‘‘কে কাকে উল্টো করে টাঙায়, বাংলার মানুষ দেখিয়ে দেবে ৪ তারিখ। আমি বলছি, আপনি ৪ তারিখ, কলকাতায় থাকুন, দেখা হবে। এ বার দক্ষিণ ২৪ পরগনা ৩১-০ করতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে।’’ রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা তৃণমূল কংগ্রেসের শক্তঘাঁটি। গত বিধানসভা নির্বাচনেও এই জেলার ভাঙড় আসন বাদ দিয়ে বাকি সব আসনেই জিতেছিলেন তৃণমূলের প্রার্থীরা। সেই প্রসঙ্গ তুলে এ দিন অভিষেক বলেন, ‘‘২০০৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে এই জেলার মানুষ যে ভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমর্থন করেছেন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সমর্থন না করলে সিপিএমের পতন হতো না। সিপিএমের সন্ত্রাস বন্ধ হতো না। প্রত্যেক বারের ভোটেই দু’হাত তুলে তৃণমূলকে সমর্থন করেছেন।’’

‘টেনে হিঁচড়ে আদালতে তুলব!’

গ্রেফতার প্রসঙ্গে পুলিশ ও পর্যবেক্ষকদের হুঁশিয়ারি তৃণমূল সাংসদ রাজীবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ এপ্রিলঃ প্রথম দফার ভোটের নির্ঘণ্ট বাজার আগেই উত্তপ্ত বঙ্গ রাজনীতি। এবার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকদের সরাসরি নিশানা করলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ এবং প্রাক্তন পুলিশ কর্তা রাজীব কুমার। পুলিশের পর্যবেক্ষকদের ‘মৌখিক নির্দেশে’ গণহারে ধরপাকড় করা হচ্ছে বলে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন তিনি। শুধু অভিযোগ জানানোই নয়, সংশ্লিষ্ট পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে রীতিমতো আইনি যুদ্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এই তৃণমূল নেতা। ভোটের আগে ৫০০-র বেশি গ্রেফতারের ঘটনায় তৃণমূল কাঠগড়ায় তুলেছে পুলিশ পর্যবেক্ষকদের। সাংসদ রাজীব কুমারের দাবি, পুলিশ পর্যবেক্ষকদের মৌখিক নির্দেশে ইতিমধ্যেই ৫০০-র বেশি মানুষকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁর মতে, এটি ফৌজদারি দণ্ডবিধি এবং প্রচলিত নির্বাচনী আইনকে স্পষ্টভাবে লঙ্ঘন করছে। রাজীব কুমার সাফ জানিয়েছেন, ‘‘এই ধরনের বেআইনি কাজ আমরা মুখ বুজে সহ্য করব না। আমাদের পাল্টা জবাব হবে সুশৃঙ্খল, তথ্যপ্রমাণ ভিত্তিক এবং আপসহীন।’’ এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে রাজীব কুমারের সুর ছিল যথেষ্ট চড়া। সরাসরি আধিকারিকদের হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, ‘‘পদমর্যাদা যাই হোক না কেন, বা যে রাজ্যেরই অফিসার হোন- যারা এই বেআইনি গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছেন বা তাতে মদত দিয়েছেন, তাদের প্রত্যেকের নাম নথিভুক্ত করা হবে। প্রত্যেকের বিরুদ্ধে চার্জশিট গঠন করে তাদের টেনে হিঁচড়ে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে।’’ ‘সীমান্ত বা রাজনৈতিক রক্ষাকবচেও কাজ হবে না’ বলেই মত রাজীব কুমারের। অনেক সময় ভিন রাজ্যের আধিকারিকরা কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক হিসেবে বাংলায় আসেন। তাঁদের উদ্দেশে তৃণমূল সাংসদের হুঁশিয়ারি, রাজ্যের সীমানা পার করে পালালেই বা কোনও রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থাকলেই নিস্তার মিলবে না। তাঁর কথায়, ‘‘রাজ্যের সীমান্ত আপনাদের সুরক্ষা দেবে না, রাজনৈতিক রক্ষাকবচও কাজে আসবে না। আইনের পুরো শক্তি প্রয়োগ করে প্রত্যেককে জবাবদিহি করতে বাধ্য করা হবে।’’ ভোটের ঠিক আগে ‘ট্রাবল মেকার’ বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের তালিকা তৈরি করে নির্বাচন কমিশনের প্রিভেন্টিভ অ্যাকশনের নির্দেশ ঘিরে মঙ্গলবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কলকাতা হাইকোর্ট। আদালতে তৃণমূলের হয়ে সওয়াল করতে গিয়ে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন দাবি করেন, রাজ্যজুড়ে তৃণমূল কর্মীদের তালিকা তৈরি করে তাঁদের ভয় দেখানো হচ্ছে। কল্যাণ বলেন, ‘‘কোচবিহার থেকে শুরু করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় ৮০০ জনের বেশি তৃণমূল কর্মীর নাম এই তালিকায় রয়েছে। এর মধ্যে সাংসদ, প্রাক্তন বিধায়ক ও কাউন্সিলরদের মতো জনপ্রতিনিধিরাও রয়েছেন। ব্লাঙ্কেট ম্যানারে বা ঢালাও ভাবে কাউকে ‘অপরাধী’ বা ‘ট্রাবল মেকার’ বলা যায় না।’’ কল্যাণের অভিযোগ, কমিশনের নির্দেশে পুলিশ অফিসারদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, ফৌজদারি মামলা ছাড়া অন্য কোনও ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট বা যথাযথ নিয়ম না মেনে কীভাবে কমিশন গ্রেফতারের নির্দেশ দিতে পারে? ভোটের ঠিক আগে তৃণমূল সাংসদের এই বয়ান যে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ, তা মানছে রাজনৈতিক মহল। বিশেষ করে পুলিশি সক্রিয়তা নিয়ে রাজ্যের শাসক দল যে কড়া আইনি পথে হাঁটার প্রস্তুতি নিচ্ছে, রাজীব কুমারের কথাতেই তা স্পষ্ট।

গুলিকাণ্ডের পর এবার গুজরাতগামী জাহাজ আটকে দিল ইরান, দিল্লি-তেহরান সম্পর্কে সংঘাতের আভাস

নিজস্ব প্রতিদেন

তিন দিন আগে হরমুজে একটি ভারতীয় জাহাজের ইঞ্জিন অচল করে সেটি আটক করেছিল ইরানের ইসলামিক রেভ্যুলুশনারি গার্ড কোড (আইআরজিসি)। বুধবার তারা আর একটি ভারতীয় জাহাজ আটক করেছে। সেটি লাইবেরিয়া থেকে খনিজ তেল নিয়ে হরমুজ পেরোচ্ছিল। আইআরজিসি’কে উদ্ধৃত করে ইরানের সরকারি সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, গুজরাতগামী জাহাজটি হরমুজ প্রেরণের সময় ইরান সরকারের আরোপিত চলাচল বিধি উপেক্ষা করেছিল। সেই কারণে জাহাজটিকে আটক করা হয়। জানা গেছে হরমুজ থেকে জাহাজটিকে ইরানের একটি বন্দরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তিন দিন আগে ভারতগামী একটি জাহাজের উপর হামলা চালায় ইসলামিক গার্ড কোর। তখন বলা হয়েছিল জাহাজটিকে থামতে বলা হলেও সেটি গতি বাড়িয়ে হরমুজ প্রণালী

পেরনোর চেষ্টা করছিল। বারবার সতর্কবার্তা উপেক্ষা করার পর সেটির ইঞ্জিন লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। ওই ঘটনায় কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছিল ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রি দিল্লিতে কর্তব্যরত ইরানের রাষ্ট্রদূতকে ডেকে ভারতের তীব্র ক্ষোভের কথা জানিয়ে দেন। তাকে জানানো হয় এইভাবে গুলি করে ভারতীয় জাহাজ আটকানোকে নয়া দিল্লি মোটেই সহজ ভাবে নিচ্ছে না। ভারতের বিস্ময়ের কারণ ইরানের সঙ্গে আমেরিকা ও ইজরায়েলের যুদ্ধ শুরুর পর তেহরানের তরফে বলা হয়েছিল, ভারতকে তারা মিত্র দেশ মনে করে। হরমুজ প্রণালী তাই ইরানের বিধিনিষেধের আওতায় পড়বে না ভারতীয় জাহাজগুলি। কিন্তু পরপর দুটি ভারতীয় জাহাজের উপর হামলার পর কূটনৈতিক মহলে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে তাহলে কি কোনও কারণে ইরান ও ভারতের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হচ্ছে? চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ভারত মোটের উপর নিষ্ক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। পাকিস্তান যুদ্ধ থামাতে অতি সক্রিয় হলেও ভারত এখনও পর্যন্ত শান্তির আহ্বান জানানো ছাড়া কার্যকর কোন পদক্ষেপ করেনি। যুদ্ধ শুরুর পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দু দফায় টেলিফোনে কথা হয়। অন্যদিকে মোদি ইরানের প্রেসিডেন্টকে সঙ্গে এক দফা কথা বলেছেন। কূটনৈতিক মহলের একাংশের বক্তব্য, গোড়ায় ইরানের তরফে ভারতের ভূমিকার প্রশংসা করা হলেও ট্রাম্পের আচরণের নিন্দা না করায় তেহরান নয়াদিল্লির সঙ্গে দূরত্ব তৈরির বার্তা দিতে চাইছে বলে মনে করা হচ্ছে।

তামিলনাড়ুতে এক দফায় ভোট বৃহস্পতিতে, মোট আসন ২৩৪টি

চেন্নাই(সংবাদ সংস্থা), ২২ এপ্রিল ঃ তামিলনাড়ুতে বৃহস্পতিবার বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যে এক দফাতেই হবে ভোট। মোট বিধানসভা আসনের সংখ্যা ২৩৪টি। মোট ৫ কোটি ৭৩ লক্ষ ৪৩ হাজার ২৯১ জন ভোটার ২৩৪টি আসনের জন্য নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন। রাজ্যে মোট ৭৫,০৬৪টি ভোটকেন্দ্র রয়েছে।ভোটগ্রহণকে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনের জন্য সাত হাজার ১৪ জন মাইক্রো-অবজার্ভার মোতায়েন থাকছে। রাজ্যজুড়ে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর ৩০০ কোম্পানি মোতায়েন করা হয়েছে। বুধবারই ইভিএম-সহ ভোটের সরঞ্জাম নিয়ে পোলিং বুথের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন ভোটকর্মীরা খবর সূত্র থেকে জানি।

ভারতের প্রতিক্রিয়া এখন দৃঢ়, সিদ্ধান্তমূলক ও অবিচলঃরাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২২ এপ্রিল ঃ পহেলগাঁও-এ সন্ত্রাসী হামলার বার্ষিকীতে সন্ত্রাসবাদীদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি স্পষ্টভাবে জানালেন, ভারত কয়েক দশক ধরে আন্ত ঃসীমান্ত সন্ত্রাস সহ্য করেছে, কিন্তু এখন আমাদের প্রতিক্রিয়া দৃঢ়, সিদ্ধান্তমূলক এবং অবিচল।প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বুধবার এক্স মাধ্যমে জানান, ২০২৫ সালের ২২ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁও-এ কাপুরুষোচিত সন্ত্রাসী হামলায় যে নিরীহ মানুষরা প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের স্মরণ করছি এবং তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আমরা তাঁদের প্রিয়জন ও পরিবারের চিরস্থায়ী যন্ত্রণার অংশীদার। আমাদের দেশের উপর যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে, তা আমরা কখনও ভুলব না। ভারত কয়েক দশক ধরে আন্ত ঃসীমান্ত সন্ত্রাস সহ্য করেছে, কিন্তু এখন আমাদের প্রতিক্রিয়া দৃঢ়, সিদ্ধান্তমূলক এবং অবিচল। দৃঢ় পদক্ষেপের মাধ্যমে আমরা দেখিয়ে দিয়েছি, আমাদের জনগণের ক্ষতি করার বা আমাদের ঐক্য নষ্ট করার যে কোনও প্রচেষ্টাকে শক্তি ও স্পষ্টতার সঙ্গে মোকাবিলা করা হবে।

শনিবার কলকাতায় আসছেন রাহুল গান্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ এপ্রিলঃ অবশেষে কাটল প্রশাসনিক জট। দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে বাংলায় আসছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। মালদহ-মুর্শিদাবাদ দিয়ে প্রচার শুরু করলেও, এবার রাহুলের লক্ষ্য কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকা। আগামী ২৫ এপ্রিল, শনিবার রাজ্যে তিনটি মেগা জনসভা করবেন তিনি। যার মধ্যে সবচেয়ে হাইভোল্টেজ সভাটি হতে চলেছে কলকাতার শহিদ মিনার ময়দানে। যদিও, এই সভার অনুমতি নিয়ে টানাপড়েন ছিল বিস্তর। রাহুলের এই সফর ঘিরে গত কয়েকদিন ধরেই কংগ্রেস ও প্রশাসনের মধ্যে দড়ি টানাটানি চলছিল। প্রদেশ কংগ্রেস সূত্রে খবর, প্রথমে সূচি ছিল বৃহস্পতিবার অর্থাৎ প্রথম দফার ভোটের দিনই রাহুল সভা করবেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে 'প্রশাসনিক অনুমতি' না মেলায় সেই কর্মসূচি বাতিল করতে হয়। যা নিয়ে হাত শিবিরের অন্দরে ক্ষোভের আগুন জ্বলছিল। অবশেষে বুধবার সেই জট কাটে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশে অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

পহেলগাঁও হামলার এক বছরঃবদলা হলেও এখনও ক্ষোভ মেটেনি

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২২ এপ্রিলঃধর্ম জিজ্ঞেস করে, বেছে বেছে নিরীহ পর্যটকদের পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে পহেলগাঁও-এর উপত্যকা রক্তে ভাসিয়ে দিয়েছিল সন্ত্রাসবাদীরা। পহেলগাঁও-এর সেই সন্ত্রাসী হামলার বুধবার এক বছর পূর্ণ হল। দু'ধাপে বর্বরোচিত সেই হামলার বদলা নিয়েছিল ভারত। প্রথমে 'অপারেশন সিঁদুর' ও পরে 'অপারেশন মহাদেব'। বদলা হলেও ক্ষোভ এখনও মেটেনি।পহেলগাঁও-এ সন্ত্রাসী হামলার বার্ষিকীতে উপ-রাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন এক্স মাধ্যমে জানান, সেই নৃশংস ও কাপুরুষোচিত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে নিহত নিরীহ প্রাণগুলো আমাদের সম্মিলিত স্মৃতিতে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। আমরা যাদের হারিয়েছি, তাঁদের প্রতি আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে দাঁড়াই। তাঁরা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এই ধরনের নৃশংসতা শান্তি, ঐক্য এবং মানবতার চিরন্তন মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখার আমাদের সংকল্পকে কখনও টলাতে পারবে না। আমরা সন্ত্রাসবাদের সকল রূপ ও প্রকাশকে মোকাবিলা করার সংকল্পে অটল থাকব। বিদেশ মন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর এক্স মাধ্যমে জানান, ভারত সন্ত্রাসবাদের সকল রূপ ও প্রকাশকে প্রতিহত করার সংকল্পে অটল।জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কার্যালয় থেকে টুইট করা হয়েছে, ২০২৫ সালের এই দিনে পহেলগাঁও-এ ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। তাঁদের স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমার সমবেদনা ও প্রার্থনা তাঁদের পরিবারের পাশে রয়েছে। আমরা ভুলব না। আমরা ক্ষমা করব না। এটাই আমাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। ভারত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। আমরা জম্মু কাশ্মীরের মাটি থেকে সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করার জন্য অবিচল প্রতিশ্রুতি এবং দৃঢ় সংকল্পের অঙ্গীকার করছি।জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ এক্স মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করে জানান, এক বছর পরেও, আমরা সন্ত্রাস ও হিংসার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আছি। জম্মু ও কাশ্মীরকে দুর্ভোগ ও নিরীহ মানুষের মৃত্যু থেকে মুক্ত করার আকাঙ্ক্ষায় আমরা অটল। এমন ঘটনা যেন আর না ঘটে, তা নিশ্চিত করতে আমরা সবকিছু করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এক বছর আগে সেই কাপুরুষোচিত হামলায় যারা তাদের প্রিয়জনকে হারিয়েছেন, সেই পরিবারগুলির প্রতিও আমরা চিরন্তন সংহতিতে আছি। সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের আত্মা শান্তিতে থাকুক।পহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলার প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের (সিআরপিএফ) ৮৪ ব্যাটালিয়ন এদিন রামবান জেলার জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কের পীরা হোটেলসে একটি ব্যাপক মহড়া পরিচালনা করেছে। এই কৌশলগত সড়ক বরাবর সম্ভাব্য নিরাপত্তা মোকাবেলায় অভিযানিক প্রস্তুতি এবং প্রতিক্রিয়া জানানোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করাই ছিল এই অনুশীলনের উদ্দেশ্য।

রাষ্ট্রপতি ভবনে চেঞ্জ অফ গার্ড অনুষ্ঠানের সময় পরিবর্তন

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল ঃ রাষ্ট্রপতি ভবন প্রাঙ্গণে চেঞ্জ অফ গার্ড অনুষ্ঠানের সময় পরিবর্তিত হয়েছে। ২৫ এপ্রিল অর্থা আগামী শনিবার থেকে সকাল ৭টা ৩০ মিনিটের পরিবর্তে সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে।রাষ্ট্রপতির সচিবালয় সূত্রে জানা গেছে, এই পরিবর্তনটি ২৫ এপ্রিল থেকে কার্যকর হবে। এই অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতির দেহরক্ষী বাহিনীর (পিবিজি) একটি নতুন দল পুরনো দলের কাছ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই অনুষ্ঠানটি প্রতি শনিবার রাষ্ট্রপতি ভবন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। এই সপ্তাহ থেকে এর সময় সকাল ৭ঃ৩০ মিনিটের পরিবর্তে করে সকাল ৮ঃ৩০ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই অনুষ্ঠানটি পর্যটকদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়।

বিশ্ব বাজারে অস্থিরতা, সেনসেক্স ও নিফটিতে বড় ধস

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল ঃ পশ্চিম এশিয়ায় ঘনীভূত হওয়া উত্তেজনার কালো মেঘ এবং দুর্বল বিশ্ব সংকেতের জেরে বুধবার টালমাটাল ঘরোয়া শেয়ার বাজার। ইরানের পক্ষ থেকে শান্তি আলোচনার দ্বিতীয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের খবর আসতেই বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়, যার সরাসরি প্রভাব প।ছে ভারতীয় বাজার সূচকে। দিনের শুরু থেকেই সেনসেক্স ও নিফটি-উভয় সূচকই নিম্নমুখী। প্রথম এক ঘণ্টার কারবার শেষে সেনসেক্স প্রায় ০.৯৭ শতাংশ এবং নিফটি ০.৮২ শতাংশ পতনের মুখ দেখেছে।এদিন বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সেনসেক্স ২৫৩.৯৯ পয়েন্ট কমে ৭৯,০১৯.৩৪ স্তরে খোলে। লেনদেনের সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিক্রির চাপ আরও তীব্র হয়। সকাল ১০টা ১৫ মিনিট নাগাদ সেনসেক্স ৭৬৭.১১ পয়েন্ট হারিয়ে ৭৮,৫০৬.২২ স্তরে নেমে আসে। একইভাবে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের নিফটি ১০৫.৭৫ পয়েন্ট পতনে ২৪,৪৭০.৮৫ স্তরে দিন শুরু করে। সকাল সোয়া ১০টা নাগাদ নিফটি ২০০.৫৫ পয়েন্ট কমে থিতু হয় ২৪,৩৭৬.০৫ স্তরে।বাজারের এই টালমাটাল পরিস্থিতিতেও কিছু শেয়ারে লাভের মুখ দেখেছেন বিনিয়োগকারীরা। নেসলে, টাটা কনজিউমার প্রোডাক্টস, হিন্দুস্তান ইউনিলিভার এবং হিন্ডালকো ইন্ডাস্ট্রিজের মতো শেয়ারগুলি ০.৯৬ শতাংশ থেকে ২.২৬ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধির মুখ দেখেছে। অন্যদিকে, আইটি সেক্টরের শেয়ারগুলোতে বড়সড় ধস নেমেছে। এইচসিএল টেকনোলজি, টেক মাহিন্দ্রা, ইনফোসিস এবং টিসিএস-এর মতো ব। সংস্থাগুলোর শেয়ার ১.২৮ শতাংশ থেকে ৮.৬৯ শতাংশ পর্যন্ত পড়েছে। এছাড়া আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের শেয়ারেও পতনের ধারা লক্ষ্য করা গিয়েছে।এখনও পর্যন্ত স্টক মার্কেটে ২,৭০৮টি শেয়ারে সক্রিয় লেনদেন হচ্ছে, যার মধ্যে ১,৩৬৬টি শেয়ার লাভের ঘরে এবং ১,৩৪২টি শেয়ার লোকসানের মুখে রয়েছে। সেনসেক্সের অন্তর্ভুক্ত ৩০টি বড় শেয়ারের মধ্যে মাত্র ৪টি সবুজ সংকেতে থাকলেও ২৬টি শেয়ারই লাল সংকেতে লেনদেন করছে। নিফটির ৫০টি শেয়ারের মধ্যে মাত্র ১২টি শেয়ার ঊর্ধ্বমুখী এবং ৩৮টি শেয়ার নিম্নমুখী।

অনুচ্ছেদ ৩৭০-এর মতো পশ্চিমবঙ্গকে তৃণমূলকে নির্মূল করতে হবে ঃ যোগী আদিত্যনাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি,হাওড়া, ২২ এপ্রিল ঃ হাওড়ার উদয়নারায়ণপুরে নির্বাচনী জনসভা থেকে তৃণমূলকে নির্মূল করার ডাক দিলেন বিজেপি নেতা তথা উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। বুধবার তিনি বলেন, কাশ্মীরে যেমন ৩৭০ ধারা স্থায়ীভাবে বাতিল করা হয়েছে, ঠিক তেমনই আমাদেরও তৃণমূল, কংগ্রেস এবং কমিউনিস্টদের নির্মূল করতে হবে, যারা বাংলার পরিচয় নিয়ে ছিনিমিনি খেলে এবং রাজ্যকে তোলাবাজি ও গুণ্ডামির আখড়ায় পরিণত করে। এখানে তাদের কোনও জায়গা নেই।এদিনের জনসভায় যোগী আদিত্যনাথ বলেন, বাংলার মাটি ভারতের গৌরবের মাটি। সমগ্র ভারত এই অঞ্চলের বীরদের শৌর্য ও পরাক্রমের কাহিনী গেয়ে থাকে। এখন এই বাংলাই নিজের পরিচয় ফিরে পাওয়ার জন্য সংগ্রাম করছে। এই সমাবেশের আয়োজন, বিশেষ করে তাঁবু ও ছাউনিগুলির বিষয়ে, তৃণমূলের গুন্ডারা আমাদের দলের কর্মীদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছিল, যারা এগুলির আয়োজন করছিলেন। তবুও, প্রখর রোদ ও তাপকে উপেক্ষা করে এবং মা দক্ষিণেশ্বর কালীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে, বাংলার সাহসী শহীদদের ঐতিহ্যের প্রতি যথাযথ সম্মান রেখে আপনারা আজ এখানে এসেছেন, নিজেদের প্রস্তুত করে এবং একটি পবিত্র প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, বিজেপি প্রার্থী প্রভাকর পণ্ডিত এবার এখানে জয়ী হতে চলেছেন। এবার হাওড়া জেলার সমস্ত বিধানসভা কেন্দ্র জুড়ে 'পদ্ম' ফুটতে চলেছে। এটি একটি নতুন যুগের সূচনা।

ভারত কোনও ধরনের সন্ত্রাসের কাছে মাথা নত করবে নাঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২২ এপ্রিল ঃ ভারত কোনও ধরনের সন্ত্রাসের কাছে মাথা নত করবে না, জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁও-এ সন্ত্রাসী হামলার বার্ষিকীতে এই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার সকালে এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, গত বছর এই দিনে ভয়াবহ পহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলায় নিহত নিরীহদের স্মরণ করছি। তাঁদের কখনও ভোলা যাবে না। এই শোক কাটিয়ে ওঠার সময়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোর প্রতিও আমার সমবেদনা রইল। দেশ হিসেবে আমরা শোক ও সংকল্পে ঐক্যবদ্ধ। ভারত কোনও ধরনের সন্ত্রাসের কাছে মাথা নত করবে না। সন্ত্রাসীদের জঘন্য পরিকল্পনা কখনও সফল হবে না।জম্মু কাশ্মীরে পহেলগাঁও-এ সন্ত্রাসবাদী হামলার বুধবার প্রথম বার্ষিকী। গতবছর এই দিনেই পহেলগাঁও-এ এক স্থানীয় বাসিন্দা এবং ২৫ জন পর্যটককে হত্যা করে সন্ত্রাসবাদীরা। নারকীয় এই ঘটনা, সমগ্র দেশকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। ভারতীয় সেনা সমাজ মাধ্যমে ঘটনার ষড়যন্ত্রকারীদের কড়া বার্তা দিয়ে জানিয়েছে, মানবিকতার সীমা লঙ্ঘিত হলে তার জবাবও হবে অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট।

আমডাঙার জনসভা থেকে বিজেপিকে নিশানা মমতার

উত্তর ২৪ পরগনা, ২২ এপ্রিল ঃ বুধবার উত্তর ২৪ পরগনার আমডাঙার সাধনপুর মাঠে দলের প্রার্থী কাশেম সিদ্দিকীর সমর্থনে জনসভা করেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, বিজেপি আমাদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়ে মাঠে নেমেছে। আর কিছু বিজেপির গদ্দার আছে, সব কমিউনিটি থেকে, তারাও বিজেপির টাকায় আমাদের প্রার্থীর বিরুদ্ধে আপনাদের নানা রকম সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিচ্ছে। আমি কোনও সাম্প্রদায়িক উস্কানিতে বিশ্বাস করি না। নির্বাচনে এ রাজ্যের পুলিশের কাজের সমালোচনা করে তাদের কার্যত হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বলেন, দু'লক্ষ পুলিশ (কেন্দ্রীয়) নিয়ে আসছে, আর আমাদের পুলিশরা ওদের সাথী হয়েছে। কারণ আমাকে ওরা এখন চেনে না, ওরা বিজেপিকে চেনে। তাঁর সংযোজন, গত মঙ্গলবার শুনলাম, কোলাঘাট থেকে রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। সংবাদমাধ্যমও যেতে পারছে না। বাইক, রেল, রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। তা হলে ভোটার যাবেন কী ভাবে, যারা বাইরে কাজ করেন? কারা এ সব করছে? তারা কি ভুলে গিয়েছে, আগামী দিনে এই বাংলার মাটিতেই কাজটা করতে হবে! আপনাদের আমি ভালোবাসি, সম্মান করি। আপনারা কারও মুখের কথায় নাচবেন না।পশ্চিমবঙ্গে ভোটে নিরাপত্তার বহর নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, মিলিটারি, পুলিশ যাতে ছাপ্পা দিতে না পারে, আপনাদের দায়িত্ব নিতে হবে। শুধু রাফাল বিমান ছাড়া সব নামিয়েছে। বিজেপিকে জেতানোর জন্য বিজেপির ভ্যানিশ ওয়াশিং মেশিন তুমি যুদ্ধের সাজোযা. গা।নামিয়েছো। তুমি মিলিটারিদের নিয়ে মিটিং করেছো। বিএসএফ, সিআরপিএফ নামিয়েছো। কাকে নামাওনি? সাজোয়া গাড়ি নিয়ে এসেছো কেন? গুলি চালাবে? মানুষকে হত্যা করবে? ভোট গণতন্ত্রের উৎসব, হত্যার জায়গা নয়।মমতা বলেন, হজে যাওয়ার আগে নিজের ভোটটা দিয়ে যাবেন। ভোট না দিয়ে কেউ যাবেন না। গেলে আপনাকে এনআরসি করে দেশ থেকে বিতাড়িত করবে। তখন কিন্তু আমায় দোষ দেবেন না। মমতার কথায়, হজের অনেক সময় আছে। প্রতিবার ভোটের সময় ফেলে, যাতে এখানকার লোক ভোট না দিতে পারেন। পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রসঙ্গে মমতা বলেন, যাঁরা অন্য রাজ্য থেকে আসেন, তাদের গীতা, কোরান ছুঁইয়ে বলছে, বিজেপিকে ভোট দিতে হবে। আমি, তাঁদের বলব, ওখানে আর যেতে হবে না। এখানে থাকুন, কাজ করুন। এখানে অনেক কাজের সুযোগ সুবিধা আছে।

বড়জোড়ার জনসভা থেকে তৃণমূল সরকারের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরলেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি,বাঁকুড়া, ২২ এপ্রিল ঃ প্রথম দফার ভোটের শেষ মুহূর্তে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জনসভা করলেন বাঁকুড়ার ব।জো।ার গঙ্গাজলঘাঁটি ফুটবল ময়দানে। মঙ্গলবার বড়জোড়ার তৃণমূল প্রার্থী গৌতম মিশ্রর (শ্যাম) সমর্থনে সভা করলেন তিনি। এ দিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'শ্যাম মিশ্রকে জেতালে বড়জোড়ার সার্বিক উন্নয়নের দায়িত্ব আমার।' বড়জোড়ার সভা থেকে তিনি তুলে ধরলেন তৃণমূল সরকারের উন্নয়নের খতিয়ান। তাঁর ভাষণে এসেছে বড়জোড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের কথা।তিনি বলেন, এই কেন্দ্রের বাসিন্দাদের গুরুতর রোগের চিকিৎসার জন্য আগে বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজে অথবা দুর্গাপুরে যেতে হতো। এখন বড়জোড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে একাধিক রোগের চিকিৎসা শুরু হয়েছে। রয়েছে কেমোথেরাপি, ডায়ালিসিস ও ব্লাড ব্যাঙ্কের সুবিধাও। ২০২১ সালের নির্বাচনে ফায়ার ব্রিগেড করা হবে বলে কথা দিয়েছিলেন অভিষেক। ওই নির্বাচনে বড়জোড়ায় জয়ী হন তৃণমূলের প্রার্থী। তারপরে সেই আশ্বাস পূর্ণ করা হয়েছে বলে মনে করি দিয়েছেন

ইরান আর্থিকভাবে ভেঙে পড়ছে, দাবি ডোনাল্ড ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন(বিশ্ব সংবাদ সংস্থা), ২২ এপ্রিলঃইরানকে ঘিরে ফের তীব্র বিতর্ক উসকে দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট Donald Trump। তাঁর দাবি, ইরান বর্তমানে ভয়াবহ আর্থিক সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এবং নগদ অর্থের অভাবে কার্যত টালমাটাল পরিস্থিতিতে রয়েছে দেশটি।নিজস্ব সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম Truth Social-এ এক পোস্টে ট্রাম্প লেখেন, ইরান প্রতিদিন প্রায় ৫০ কোটি ডলার লোকসানের মুখে প।ছে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, দেশের সেনাবাহিনী এবং পুলিশ পর্যন্ত বেতন না পাওয়ার অভিযোগ তুলছে, যা পরিস্থিতির ভয়াবহতার ইঙ্গিত দেয়।এখানেই থেমে থাকেননি ট্রাম্প। তিনি আরও দাবি করেন, ইরান আসলে হরমুজ প্রণালী খুলে দিতে আগ্রহী, কারণ সেটি বন্ধ থাকলে তাদের বিপুল আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। তাঁর কথায়, এই প্রণালী দিয়ে প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ তেল ও বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল করে, যা থেকে ইরান উল্লেখযোগ্য রাজস্ব আয় করে। ফলে সেটি চালু রাখা তাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।তবে ট্রাম্পের অভিযোগ, ইরান প্রকাশ্যে ভিন্ন বার্তা দিচ্ছে শুধুমাত্র নিজেদের 'মুখ রক্ষা' করার জন্য। তিনি দাবি করেন, চার দিন আগেই নাকি কিছু প্রতিনিধি তাঁর কাছে এসে জানিয়েছেন যে ইরান অবিলম্বে প্রণালীটি খুলে দিতে চায়। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে কোনও সমঝোতায় পৌঁছনো কঠিন বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি।ট্রাম্পের এই মন্তব্য ঘিরে আন্তর্জাতিক মহলে ইতিমধ্যেই নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, হরমুজ প্রণালী বিশ্ব জ্বালানি সরবরাহের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পথ। ফলে এই অঞ্চল নিয়ে যেকোনও উত্তেজনা সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে আন্তর্জাতিক তেল বাজারে এবং বৈশ্বিক অর্থনীতিতে। যদিও ট্রাম্পের এই দাবিগুলির সত্যতা নিয়ে এখনও পর্যন্ত স্বাধীনভাবে কোনও নিশ্চিত প্রমাণ মেলেনি, তবুও তাঁর বক্তব্য আন্তর্জাতিক কূটনীতির ক্ষেত্রে নতুন করে চাপ তৈরি করতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে।

বৃহস্পতিতে ভোট পশ্চিমবঙ্গে, প্রথম দফায় ১৫২টি আসন

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২২ এপ্রিল ঃপশ্চিমবঙ্গে বৃহস্পতিবার বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণ। প্রথম দফায় ভোটগ্রহণ হবে ১৬টি জেলার ১৫২টি আসনে। এই জেলাগুলি হল - কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম। পশ্চিমবঙ্গে এবার দুই দফায় হবে ভোটগ্রহণ। নির্বাচনকে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। প্রথম দফায় ১,৪৭৮ জন প্রার্থীর রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণ করবেন ৩ কোটি ৬০ লক্ষ ৭৭ হাজারের বেশি ভোটার। ভোটগ্রহণ শুরু হবে সকাল ৭টা থেকে, চলবে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। আজ(বৃহস্পতিবার) ভোটগ্রহণ, তার আগে এখন চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি।একনজরে দেখে নেওয়া যাক জেলাওয়াড়ি বিধানসভা কেন্দ্রগুলিঃ কোচবিহারঃকোচবিহারে ৯টি বিধানসভা আসন। এই কেন্দ্রগুলি হল - মেখলিগঞ্জ, মাথাভাঙা, কোচবিহার উত্তর, কোচবিহার দক্ষিণ, শীতলকুচি, সিতাই, দিনহাটা, নাটাবাড়ি ও তুফানগঞ্জ।আলিপুরদুয়ারঃআলিপুরদুয়ারে বিধানসভা আসনের সংখ্যা ৫। কেন্দ্রগুলি হল - কুমারগ্রাম, কালচিনি, আলিপুরদুয়ার, ফালাকাটা ও মাদারিহাট।জলপাইগুড়িঃজলপাইগুড়িতে বিধানসভা আসনের সংখ্যা ৭। কেন্দ্রগুলি হল - ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, রাজগঞ্জ, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি, মাল, নাগরাকাটা।কালিম্পং ঃ কালিম্পং-এ একটি আসন সেটি হল কালিম্পং।দার্জিলিংঃদার্জিলিং-এ ৫টি বিধানসভা কেন্দ্র। সেই কেন্দ্রগুলি হল - দার্জিলিং, কার্শিয়ং, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি, শিলিগুড়ি, ফাঁসিদেওয়া।উত্তর দিনাজপুরঃএই জেলায় বিধানসভা আসনের সংখ্যা ৯। কেন্দ্রগুলি হল - চোপড়া, ইসলামপুর, গোয়ালপোখর, চাকুলিয়া, করণদিঘি, হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ, রায়গঞ্জ ও ইটাহার।দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরে রয়েছে ৬টি বিধানসভা আসন। সেই আসনগুলি হল - কুশমণ্ডি, কুমারগঞ্জ, বালুরঘাট, তপন, গঙ্গারামপুর ও হরিরামপুর।মালদাঃ মালদায় বিধানসভা আসনের সংখ্যা ১২। সেগুলি হল - হবিবপুর, গাজোল, চাঁচোল, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালতিপুর, রতুয়া, মানিকচক, মালদা, ইংলিশবাজার, মোথাবাড়ি, সুজাপুর ও বৈষ্ণবনগর।মুর্শিদাবাদঃমুর্শিদাবাদে বিধানসভা আসনের সংখ্যা ২২। এই কেন্দ্রগুলি হল - ফরাক্কা, সামশেরগঞ্জ, সুতি, জঙ্গিপুর, রঘুনাথগঞ্জ, সাগরদিঘি, লালগোলা, ভগবানগোলা, রানিনগর, মুর্শিদাবাদ, নবগ্রাম, খড়গ্রাম, বড়ঞাঁ, কান্দি, ভরতপুর, রেজিনগর, বেলডাঙা, বহরমপুর, হরিহরপাড়া, নওদা, ডোমকল ও জলঙ্গি।পূর্ব মেদিনীপুরঃপূর্ব মেদিনীপুরে বিধানসভা আসনের সংখ্যা ১৬। এই কেন্দ্রগুলি হল - তমলুক, পাঁশকুড়া পূর্ব, পাঁশকুড়া পশ্চিম, ময়না, নন্দকুমার, মহিষাদল, হলদিয়া, নন্দীগ্রাম, চণ্ডীপুর, পটাশপুর, কাঁথি উত্তর, ভগবানপুর, খেজুরি, কাঁথি দক্ষিণ, রামনগর, এগরা।পশ্চিম মেদিনীপুরঃপশ্চিম মেদিনীপুরে রয়েছে ১৫টি বিধানসভা আসন। এগুলি হল - দাঁতন, কেশিয়াড়ি, খড়্গপুর সদর, নারায়ণগড়, সবং, পিংলা, খড়্গপুর, ডেবরা, দাসপুর, ঘাটাল, চন্দ্রকোনা, গড়বেতা, শালবনি, কেশপুর ও মেদিনীপুর।ঝাড়গ্রামঃঝাড়গ্রামে বিধানসভা আসনের সংখ্যা ৪। এই কেন্দ্রগুলি হল - নয়াগ্রাম, গোপীবল্লভপুর, ঝাড়গ্রাম ও বিনপুর।পুরুলিয়াঃপুরুলিয়ায় রয়েছে ৯টি বিধানসভা আসন। এগুলি হল - বান্দোয়ান, বলরামপুর, বাঘমুন্ডি, জয়পুর, পুরুলিয়া, মানবাজার, কাশীপুর, পারা ও রঘুনাথপুর।বাঁকুড়াঃবাঁকুড়া জেলায় ১২ টি বিধানসভা আসন রয়েছে। এগুলি হল - শালতোড়া, ছাতনা, রানিবাঁধ, রাইপুর, তালড্যাংরা, বাঁকুড়া, বরজোড়া, ওন্দা, বিষ্ণুপুর, কোতুলপুর, ইন্দাস ও সোনামুখী।পশ্চিম বর্ধমানঃপশ্চিম বর্ধমানে ৯টি বিধানসভা আসন রয়েছে। সেই কেন্দ্রগুলি হল - পাণ্ডবেশ্বর, দুর্গাপুর পূর্ব, দুর্গাপুর পশ্চিম, রানিগঞ্জ, জামুড়িয়া, আসানসোল দক্ষিণ, আসানসোল উত্তর, কুলটি ও বরাবনি।বীরভূমঃ বীরভূম জেলার ১১টি বিধানসভা আসন হল - দুবরাজপুর, সিউড়ি, বোলপুর, নানুর, লাভপুর, সাঁইথিয়া, ময়ূরেশ্বর, রামপুরহাট, হাসন, নলহাটি ও মুরারই।

ধরিত্রী মায়ের রক্ষা শুধু কর্তব্যই নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি পবিত্র অঙ্গীকারওঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২২ এপ্রিল ঃ ধরিত্রী দিবসে বিশেষ অঙ্গীকার করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার সকালে এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, পৃথিবী আমাদের মাতা, মানবজাতির কল্যাণ পৃথিবীর সংরক্ষণের উপর নির্ভরশীল। ধরিত্রীর রক্ষা করা কেবল আমাদের সম্মিলিত কর্তব্যই নয়, বরং ভবিষ্য প্রজন্মের প্রতি আমাদের এক পবিত্র অঙ্গীকারও বটে।প্রতি বছর ২২ এপ্রিল দিনটি বিশ্বজুড়ে 'বিশ্ব ধরিত্রী দিবস' হিসেবে পালিত হয়। পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পৃথিবীকে দূষণমুক্ত ও বাসযোগ্য রাখার লক্ষ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এই দিনটি পালন করা হয়। এটি জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত একটি আন্তর্জাতিক দিবস। এই দিনটি আমাদের মনে করিয়ে দেয়, পৃথিবী আমাদের একমাত্র বাসস্থান এবং একে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদেরই। প্লাস্টিক দূষণ কমানো, গাছ লাগানো, জলবায়ু পরিবর্তন রোধ, এবং সুস্থায়ী পরিবেশ তৈরির জন্য সচেতনতা ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া এই দিবসের মূল লক্ষ্য।

প্রকাশিত 'সিটাডেল সিজন ২'-এর ট্রেলার, ফের অ্যাকশন মুডে প্রিয়াঙ্গা চোপড়া

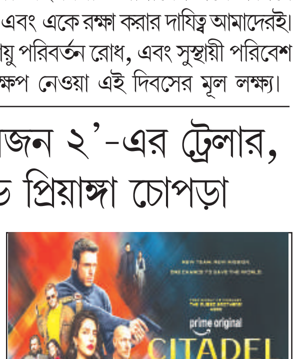

মুম্বই , ২২ এপ্রিল ঃ হলিউডের জনপ্রিয় ওয়েব সিরিজ সিটাডেল-এর দ্বিতীয় সিজন নিয়ে ফের দর্শকদের সামনে আসতে চলেছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। ২০২৩ সালে প্রথম সিজন মুক্তির পর মঙ্গলবার প্রকাশ্যে এসেছে 'সিটাডেল সিজন ২'-এর বহুল বহুল প্রতীক্ষিত ট্রেলার, যেখানে ফের দুর্ধর্ষ গুপ্তচর নাদিয়া সিং-এর ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে তাঁকে। ট্রেলার প্রকাশের পর থেকেই দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও আলোচনা শুরু হয়েছে।রুসো ব্রাদার্স-এর তত্ত্বাবধানে নির্মিত এই সিরিজে আগের মতোই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ফিরছেন রিচার্ড ম্যাডেনের এবং স্ট্যানলি টুচি। নতুন ট্রেলারে দেখা গিয়েছে, এবারের সিজনে নাদিয়া সিং ও বার্নার্ড অরলিকের দলকে এক নতুন ও অত্যন্ত বিপজ্জনক বৈশ্বিক হুমকির মুখোমুখি হতে হবে। পাশাপাশি 'সিটাডেল সংস্থাকে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর 'ম্যান্টিকোর' সংগঠন আগের চেয়ে আরও শক্তিশালী রূপে ফিরে এসেছে। অ্যাকশন, ষড়যন্ত্র এবং রহস্যে ভরপুর এই ট্রেলার ইতিমধ্যেই দর্শকদের আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়েছে।দ্বিতীয় সিজনে মোট সাতটি পর্ব থাকবে এবং আগামী ৬ মে থেকে অ্যামাজন প্রাইম ভিডিও এর প্রিমিয়ার শুরু হবে। নতুন সিজনে যুক্ত হয়েছেন জ্যাক রেইনর , ম্যাট বেরির এবং মেরলে ড্যান্ড্রিজ ফলে গল্পে নতুন মাত্রা যোগ হওয়ার আশা করা হচ্ছে।

মেক্সিকোতে গোলাগুলির ঘটনার পর নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে

মেক্সিকো সিটি, ২২ এপ্রিলঃফিফা বিশ্বকাপের সময় আর দুমাসও নেই। কিন্তু সোমবার টিওটিহুয়াকান পিরামিডে এক বন্দুকধারী পর্যটকদের ওপর গুলি চালালে একজন কানাডিয়ান পর্যটক নিহত এবং আরও ১২ জন আহত হয়েছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে মেক্সিকো জানিয়েছে, তারা পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে নিরাপত্তা জোরদার করবে।মেক্সিকো সিটির কাছে ইউনেস্কো-তালিকাভুক্ত একটি স্থানের পিরামিডগুলোর একটির চূড়ায় গত সোমবার সংঘটিত এই হামলাটি আসন্ন টুর্নামেন্টের আগে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়িয়েছে,এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এবারের বিশ্বকাপ টুর্নামেন্টটি মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা যৌথভাবে আয়োজন করবে বলে মনে করেন আজ।

রাশিফল

মেষঃআজকের দিনটা মেষ রাশির জন্য উৎসাহ আর এনার্জিতে ভরা থাকবে। নিজের ইচ্ছেগুলো পূরণ করার জন্য আপনি খুবই মোটিভেটেড ফিল করবেন।

বৃষঃ আজকের দিনটা আপনার জন্য পজিটিভ প্রমাণিত হবে। পার্সোনাল আর প্রফেশনাল লাইফের মধ্যে ব্যালান্স রাখার চেষ্টা করুন।

মিথুনঃ কোন আধ্যাত্মিক ব্যক্তি আশীর্বাদ করবেন এবং মানসিক শান্তি আনবেন। বিবাহের যোগ হবে

কর্কট রাশি ঃআপনার সন্ধ্যা মিশ্র আবেগ মিশ্রিত হবে যা আপনাকে উত্তেজিত রাখবে। কিন্তু বেশি চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই- কারণ আপনার সুখ আপনাকে হতাশার চেয়ে বেশি আনন্দ দেবে। শুভদিন

সিংহঃ আজকে আপনার জন্য অনেক নতুন সম্ভাবনা আসবে। আজ আপনি আপনার ভাবনা আর ইচ্ছা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারবে। এটা আপনার জন্য আপনার গোলগুলি আবার ঠিক করার সময়। প্রেম আসতে পারে ।

কন্যাঃ আপনার দানী মনোভাব গোপন আশীর্বাদ হতে পারে কারণ আপনি সম্ভবত অনেক বিষয় থেকে মুক্তি পাবেন যেমন সন্দেহ নিরুসাহ বিশ্বাসের অভাব লোভ অঙ্গীকার অহংকার এবং ঈর্ষা। অর্থের ব্যয় ।

তুলাঃ আজকে আপনার জন্য যোগাযোগ করার এবং সম্পর্ক গড়ে তোলার দারুণ সুযোগ আসবে। আপনার স্বাভাবিক বুদ্ধি আর আকর্ষণীয় স্বভাব অন্যদের সঙ্গে কথা বলার সময় কাজে দেবে।

বৃশ্চিকঃ আজকে আপনার জন্য আত্মউন্নয়ন আর ব্যক্তিগত বিকাশের দিন। আপনি একা সময় কাটাতে চাইবেন নিজের ভিতরের কথা বুঝতে। এখনই নিজেকে বোঝার আর নিজের অনুভূতি বিশ্লেষণ করার সময়। আর্থিক উন্নতি হবেই।

ধনুঃ আত্ম-বিকাশের প্রকল্পগুলি একের থেকে বেশি উপায়ে আপনাকে পুরস্কৃত করবে- আপনি নিজের সম্পর্কে ভালো এবং প্রত্যয়ী অনুভব করবেন। কিছু নির্দিষ্ট কাজ হতাশাব্যঞ্জক অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য থমকে যেতে পারে। শুভদিন

মকরঃ একটি আমোদপ্রমোদ এবং মজার দিন। আপনি আজ আপনার মায়ের পক্ষ থেকে আর্থিক সুবিধা পেতে পারেন। ব্যবসায় সাফল্য হবে

কুম্ভঃআজকের দিনটা আপনার জন্য নতুন সুযোগের সূচনা নিয়ে. আসবে। আপনার আইডিয়া প্রকাশ করার জন্য অনুকূল পরিবেশ পাবেন। পারিবারিক শান্তি আসবে।

মীনঃ আজকের দিনটি মীন রাশির জন্য বিশেষ এবং ইতিবাচক অভিজ্ঞতা নিয়ে আসছে। আপনার সংবেদনশীলতা এবং অন্তর্দৃষ্টি কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। মানসিক চঞ্চলতা থাকবে।

আবহাওয়া

গরমে দুর্বিষহ অবস্থা কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। ভ্যাপসা গরমে রীতিমতো অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, দক্ষিণবঙ্গে আগামী রবিবার পর্যন্ত তাপপ্রবাহ ও অস্বস্তিকর গরম বজায় থাকবে। এই মর্মে জারি করা হয়েছে সতর্কতা। আগামী সাত দিন রাজ্যে তাপমাত্রার কোনও হেরফের হবে না বলেও জানানো হয়েছে। রাজ্যের পশ্চিমের জেলাগুলির কিছু অংশে আগামী সাত দিন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে ৩ থেকে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি থাকতে পারে।দক্ষিণবঙ্গের পূর্ব এবং উপকূলীয় জেলাগুলির কিছু অংশে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি থাকতে পারে। উপকূলীয় জেলাগুলিতে আপেক্ষিক আর্দ্রতা থাকবে ৮০ থেকে ৯৫ শতাংশ। রাজ্যের মধ্যভাগের জেলাগুলিতে আপেক্ষিক আর্দ্রতা থাকবে ৭৫ থেকে ৮৫ শতাংশ। ফলে ভ্যাপসা গরম ভোগাবে বঙ্গবাসীকে।পুরুলিয়া এবং পশ্চিম বর্ধমানে তাপপ্রবাহের সতর্কতা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের আরও কয়েকটি জেলায় গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়া থাকবে। বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূমে গরমের জন্য রয়েছে হলুদ সতর্কতা। বৃহস্পতিবার ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমানে গরম এবং অস্বস্তির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। গরমে অবস্থা খারাপ কলকাতাতেও, বুধবার সকালে মহানগরীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২ ডিগ্রি বেশি।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৮শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৫৯ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হতে পারে না হতে আবহাওয়া সূত্র জানা যায়।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৯ টা ৫০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৩টা ৫০মিনিট এবং রাত ১১টা ৫০ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ১৭মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৫৯মিনিটে হতে পারে।

মিট দ্য প্রেস'সাম্প্রদায়িকতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ডাক মহম্মদ সেলিমের

নিজস্বংবাদদাতা,কলকাতা, ২২ এপ্রিল (হি.স.)ঃ রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মঙ্গলবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে ' দ্য প্রেস' শীর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সিপিআই (এম)-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। সেখানে তিনি রাজ্য ও কেঃেদ্রর নীতি, সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং সেই প্রসঙ্গে বামেদের অবস্থান নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন।

অনুষ্ঠানের সূচনায় তাঁকে পুষ্পস্তবক দিয়ে স্বাগত জানান প্রেস ক্লাবের সহ-সম্পাদক নিতাই মালাকার। বক্তব্যের শুরুতেই রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে সেলিম অভিযোগ করেন, মাফিয়ারাজে রাজ্যে রাজনৈতিক কর্মীদের প্রাণহানি ঘটছে, অথচ সেই সব ঘটনা সংবাদমাধ্যমে যথাযথ গুরুত্ব পাচ্ছে না। তিনি দাবি করেন, গত ১৫ বছরে রাজ্যে দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে এবং এর বিরুদ্ধে সরব হলেই বিরোধীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করা হচ্ছে। তাঁর কথায়, প্রশাসনের মদতে অপশাসন ও দুর্নীতি হচ্ছে। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন সেলিম। তিনি অভিযোগ করেন, আদর্শ আচরণবিধি চলাকালীন বিভিন্ন জায়গায় হিংসার ঘটনা ঘটলেও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। বিশেষত ইসলামপুরে এক সিপিএম কর্মী খুনের ঘটনায় কমিশনের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, বিপুল নিরাপত্তা ব্যবস্থা

থাকা সত্ত্বেও বাস্তবে তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। তাঁর দাবি, নিরপেক্ষ ভোটার তালিকা প্রস্তুত করতেও কমিশন ব্যর্থ হয়েছে এবং বৈধ ভোটারদের নাম বাদ পড়ার অভিযোগও সামনে আসছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনায় তিনি বলেন, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা থেকেই নানা বিভ্রান্তিকর মন্তব্য সামনে আসছে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর উক্তি ভুলভাবে উদ্ধৃত করার প্রসঙ্গ টেনে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ওরা প্রায় সব কিছুর সঙ্গেই ' যোগ করে দেন। তাঁর বক্তব্য, বাংলার সাংস্কৃতিক পরিসর স্বতন্ত্র- বাংলার পা।ায় পা।ায় ' থাকতে পারে, কিন্তু ' একটাই। পাশাপাশি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উল্লেখ করে তিনি বলেন, যারা বাংলার ইতিহাস-সাহিত্য সম্পর্কে অবগত নন, তাঁদের পক্ষে নেতাজির ভাবনা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। সংবাদমাধ্যমের একাংশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। সেলিম অভিযোগ করেন, রাজ্যের একাধিক সংবাদমাধ্যমকে ব্যবহার করে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে এবং সাম্প্রদায়িক বিভাজন ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে। একইসঙ্গে তিনি একটি রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থার সঙ্গে রাজ্য সরকারের ঘনিষ্ঠতার প্রসঙ্গও উত্থাপন করেন। রাজ্যের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে সেলিম বলেন, একসময় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও গণআন্দোলনের ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শকের ভূমিকায় থাকা বাংলা আজ কর্মসংস্থান ও শিক্ষার অভাবে পিছিয়ে পড়ছে। সরকারি চাকরিতে বিপুল শূন্যপদের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, নিয়োগে স্বচ্ছতার অভাব এবং দুর্নীতির কারণে সাধারণ মানুষের আস্থা নষ্ট হচ্ছে। কৃষিক্ষেত্রেও সঙ্কটের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি আলুচাষিদের দুরাবস্থা তুলে ধরেন। নারী নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। এই প্রেক্ষিতে আসন্ন নির্বাচনের আগে ব্লক স্তর থেকে রাজ্য স্তর পর্যন্ত উন্নয়নের লক্ষ্যে দলের তরফে তিন দফার ইস্তেহার পেশ করা হয়েছে বলে জানান সেলিম। তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ' তৈরির উদ্যোগকে কটাক্ষ করে বলেন, এটি হিন্দুত্ব নয়, বরং মন্দির কেন্দ্রিক রাজনীতি। তাঁর মতে, সরকারের প্রধান দায়িত্ব হওয়া উচিত শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিকাঠামোর উন্নয়ন-মন্দির বা মসজিদ নির্মাণ নয়। সাংবাদিক সম্মেলনের শেষে সাম্প্রদায়িকতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ল।াইয়ের ডাক দিয়ে সেলিম বলেন, ভাঙা বুক দিয়েই নতুন বাংলা গড়ব। উল্লেখ্য, এর আগে বিগত শনিবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে ' দ্য প্রেস'-এ পৃথকভাবে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার।

তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশুকে অভিযোগ মহিলার

বনস্পতি দে, চুঁচুড়াঃ চুঁচুড়ার তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য প্রচারে যান হুগলি স্টেশন সংলগ্ন কৃষ্ণপুর লাইন ধারে। সেখানে ভাঙাচোরা টালির চাল কিছুটা পলিথিন দেওয়া একটি বাড়িতে ভোট চাইতে যান। সেই বাড়ি প্রয়াত তৃণমূল কর্মী লঙ্কেশ্বর সরকার। তাঁর স্ত্রী ইলা সরকার ছিলেন সে সময় বাড়িতে। তৃণমূল প্রার্থীকে দেখে স্বামীর কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন মহিলা। মারা গেলেও দলীয় কর্মীর খোঁজ নেয় না স্থানীয় নেতা। নেতৃত্বের কথা শুনে মেজাজ হারালেন তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য। ভাইরাল হল সেই ভিডিয়ো। তার দু ঃখের কথা শুনে দেবাংশু কর্মীদের বলেন, ছেড়ে দিন। এই জন্যই এই অবস্থা। সামান্য বুথের সভাপতি আসেননি, এই বুথের লোক কই? কী পার্টি করছেন? কী করতে করছেন? ছেড়ে দিন। দরকার হলে ফাঁকা থাকবে বুথ। সারা জীবন পার্টি করেছে স্ট্রোক হওয়ার পর ১৫ বছর দল করেছে। একমাস আগে মৃত্যু হয় তার। সে মারা যাওয়ার পর কেউ একজন এলো না। শুধু বুকে একটা ব্যাজ আর উত্তরীয় পরে নেতা হওয়ার জন্য দল করার দরকার নেই। সঙ্গে-সঙ্গে মহিলার নম্বর নিয়ে বলেন, আমি যোগাযোগ করব। তৃণমূল কর্মীর স্ত্রীকে বলেন, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে পারি আর কী বলব। মহিলা কাঁদতে কাঁদতে বলেন, আর্শীবাদ করি ভাল থাকো, ভাল হোক।

হোম-ভোটিং'য়ে ব্যালটের সুরক্ষা নিয়ে বালিতে প্রশ্ন তুললো বামেরা, বিষয়টি নিয়ে জেলাশাসককে জানালো তৃণমূল।

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২২ এপ্রিল ঃ 'হোম-ভোটিং'য়ে ব্যালটের সুরক্ষা নিয়ে বালিতে প্রশ্ন তুললো বামেরা, বিষযটি নিয়ে. জেলাশাসককে জানালো তৃণমূল। বিধানসভা নির্বাচনে বয়স্ক এবং অসুস্থ ভোটারদের জন্য নির্বাচন কমিশনের ' বা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটগ্রহণের প্রক্রিয়া নিয়ে বালির সিপিআইএম নেতৃত্ব প্রশ্ন তুললেন। ওই কেঃেদ্রর সিপিআইএম প্রার্থী শঙ্কর মৈত্র এই প্রক্রিয়ায় ব্যালটের সুরক্ষা নিয়ে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন। শঙ্কর মৈত্রের অভিযোগ, গত শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া এই ভোটদান প্রক্রিয়ায় ব্যালট পেপারের গোপনীয়তা বা সুরক্ষা বজায় রাখা হচ্ছেনা। তিনি দাবি করেন, ভোটারদের ভোটদানের পর ব্যালটগুলি একটি সাধারণ টিনের বাক্সে রাখা হচ্ছে, যা যথাযথভাবে সিল করা হয়নি। এমনকি শুরুতে বাক্সের মুখ কেবল তার দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল। রাজনৈতিক এজেন্ট দের আপত্তিতে পরে একটি সাধারণ তালা লাগানো হলেও সেটি সিল করা ছিল না। তাঁর আরও অভিযোগ, ভোটগ্রহণের পর ব্যালটগুলি সাধারণ খামে ভরে সাধারণ আঠা দিয়ে মুখ বন্ধ করা হয়েছে এবং সেগুলি একটি খোলা ক্যানভাস ব্যাগে বহন করা হচ্ছে। অতীতে পঞ্চায়েত নির্বাচনের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, এভাবে ব্যালট বদল হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। তিনি ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশন ও পর্যবেক্ষকদের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। অন্যদিকে, এই বিষয় নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থানও সামনে এসেছে। তৃণমূল প্রার্থী কৈলাস মিশ্র জানান, নির্বাচন কমিশন বয়স্ক ও অসুস্থদের সুবিধার্থে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট নেওয়ার যে প্রক্রিয়া শুরু করেছে তা প্রশংসনীয়। তবে ভোটগ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যালট বক্স বা খামগুলি যাতে সঠিকভাবে সিল করা হয় সে বিষয়ে তাঁরাও সচেতন। কৈলাশ মিশ্র বলেন, আমরা লক্ষ্য করেছি প্রথম দিন থেকেই বয়স্করা উসাহের সাথে ভোট দিচ্ছেন। ব্যালট বক্সের সুরক্ষার বিষয়ে কোনও ত্রুটি থাকলে আমরাও ডিএম এবং ইলেকশন অবজার্ভারকে জানিয়েছি যাতে বক্সগুলি সঠিকভাবে সিল করা হয় এবং আঠা দিয়ে খাম বন্ধ করার পর তাতে সিল মারা হয়। বিষয়টি নিয়ে আমরাও অভিযোগ করেছি যাতে পুরো প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছ থাকে। তবে, নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে অবশ্য এখনও এই অভিযোগগুলি নিয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। বালি বিধানসভা কেঃেদ্রর সিপিএম প্রার্থী শংকর মৈত্র সাংবাদিকদের বলেন, 'b৫ বছরের বেশি বযস্ক মানুষদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। ভোট দেওয়যার পরে সেই ব্যালট পেপার খামের মধ্যে পুরছে। প্রথম দিন একটা বাক্স নিয়ে. গিয়েছিল। কিন্তু সেই বাক্সটা ভোট নেওয়ার পরে সিল করার কোনও ব্যবস্থা নেই। শুধুমাত্র একটা দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে। এব্যাপারে প্রতিবাদ করায় নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয. তাহলে প্রত্যেকের জন্য আলাদা বাক্স আনতে হবে ? দ্বিতীয় দিন বাক্স না নিয়ে হাজির হন। এর প্রতিবাদ করলে একটা ঝোলা ব্যাগ দেখানো হয়। সেখানে খামগুলোকে ফেলা হচ্ছে। এব্যাপারে আরও-কে জানানো হয়। তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয় ইসিআই একটি সার্কুলার জারি করেছে সেখানে বলা হযেছে ঝোলাতেই ওই খামগুলো নেওয়া হবে। আমাদের বক্তব্য, ঝোলা ব্যাগে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা থাকবে কিভাবে ? ওটা কোনওভাবে ক্ষতি যে হবে না তার গ্যারান্টি কে নেবে ? যে খাম ব্যাগের মধ্যে রাখা হলো সেই খাম মাঝরাস্তায় পরিবর্তন হবে কিনা সেই গ্যারান্টি কে দেবে ? এই ২ দিন যে ভোট হল তার ভোটিং সিক্রেট, ভোটিং রাইট এবং এটা প্রটেক্টেড থাকবে কিনা কোনও গ্যারান্টি আমরা পাইনি। এ ব্যাপারে আমরা ইসিআইকে জানিয়েছি।' অন্যদিকে, বালি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কৈলাশ মিশ্র বলেন, 'আমাদের কাছে এই অভিযোগ প্রথম দিনই এসেছিল। সেই ব্যাপারে আরও-কে জানানো হয়েছিল। আরও তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া জানাননি।

ইভিএমে কড়া নজরদারি, বোতামে কিছু লাগলেই বাতিল হতে পারে ভোট

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২২ এপ্রিল ঃ রাত পোহালেই রাজ্যের ১৫২টি বিধানসভা আসনে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ। তার আগেই নির্বাচন প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ রাখতে একাধিক কড়া নির্দেশিকা জারি করেছে নির্বাচন কমিশন। বিশেষ করে ইভিএম বা ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের ব্যবহার ঘিরে এবার নজিরবিহীন সতর্কতা নেওয়া হয়েছে। কমিশনের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, ইভিএমের বোতামে কোনও ধরনের অস্বাভাবিক বস্তু বা রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া গেলে তা ' ট্যাম্পারিং' হিসেবে বিবেচিত হবে এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বুথে ভোট বাতিল করে পুনর্নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। নির্বাচন কমিশনের সাম্প্রতিক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রার্থীদের নামের পাশে থাকা ভোটদানের বোতামগুলির উপর বিশেষ নজরদারি চালাতে হবে। যদি দেখা যায় যে বোতামের উপর পারফিউম, কালি, আঠা বা অন্য কোনও রাসায়নিক পদার্থ লেগে রয়েছে, তাহলে সেটিকে সংঃদহজনক হিসেবে গণ্য করা হবে। কমিশনের মতে, এই ধরনের উপাদান ইভিএমের স্বাভাবিক কার্যপ্রণালীকে প্রভাবিত করতে পারে এবং ভোটদানের প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপের আশঙ্কা তৈরি করে। সেই কারণেই এই বিষয়ে কোনও রকম আপস না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশিকার পাশাপাশি প্রিসাইডিং অফিসারদের উপরও বিশেষ দায়িত্ব আরোপ করা হয়েছে। ভোট শুরুর আগে এবং ভোট চলাকালীন নিয়মিতভাবে ইভিএমের ব্যালট ইউনিট পরীক্ষা করে দেখতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি প্রার্থীর নাম স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান কি না, বোতামগুলি ঠিকমতো কাজ করছে কি না এবং কোথাও কোনও অস্বাভাবিকতা রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে হবে। যদি কোনও অসঙ্গতি চোখে পড়ে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে রিটার্নিং অফিসার বা সেক্টর অফিসারকে তা জানাতে হবে। এরপর কমিশন পরিস্থিতি অনুযায়ী দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবে। উল্লেখযোগ্যভাবে, এবারের নির্বাচনে একের পর এক কড়া ও নজিরবিহীন পদক্ষেপ নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। কমিশনের দাবি, এই সমস্ত সিদ্ধান্তের একমাত্র লক্ষ্য সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করা। ইতিমধ্যেই স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে মোটরবাইক চলাচলের উপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া সন্ধ্যা ৬টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত বাইক চালানোয় নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে। এই সিদ্ধান্ত ঘিরেও রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। এর পাশাপাশি উপকূলীয় পর্যটনকেন্দ্রগুলিতেও কড়া নজরদারি চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। দিঘা, মন্দারমণি এবং তাজপুরের মতো জনপ্রিয় পর্যটনস্থলে ২১ তারিখ বিকেল থেকে ২৩ তারিখ পর্যন্ত বাইরের কোনও ব্যক্তিকে হোটেল বা গেস্ট হাউসে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়নি। এর উদ্দেশ্য হিসেবে কমিশন জানিয়েছে, বাইরে থেকে অচেনা লোকজনের আনাগোনা নিয়ন্ত্রণ করা এবং কোনও রকম বিশৃঙ্খলা বা অনিয়ম রোধ করা। ভোটের দিন বুথ এলাকার নিরাপত্তা নিয়েও কঠোর অবস্থান নিয়েছে কমিশন। নির্দেশ অনুযায়ী, বুথের ১০০ মিটারের মধ্যে শুধুমাত্র ভোটারদেরই প্রবেশাধিকার থাকবে। অন্য কোনও ব্যক্তি সেখানে অবস্থান করতে পারবেন না। এই নিয়ম ভাঙলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও সতর্ক করা হয়েছে। এছাড়া নির্বাচনের আগে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বড় পরিবর্তন আনা হয়েছে। প্রথম দফার ভোটের তিন দিন আগে থেকেই অনেক ক্ষেত্রে থানার নিয়ন্ত্রণ কার্যত আধা সামরিক বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, এলাকায় কোনও অশান্তি বা ঘটনা ঘটলে আধা সামরিক বাহিনী পুলিশ প্রশাসনের অনুমতির অপেক্ষা না করেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারবে। তবে কোনও অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি তৈরি হলে তার দায়ভার বহন করতে হবে সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ আধিকারিককেই।

বাইক নিষেধাজ্ঞা নিয়ে বিতর্ক চরমে! কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২২ এপ্রিল ঃ বাইক নিষেধাজ্ঞা নিয়ে রাজ্যে যে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে, তা কেবল একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের বিরোধিতা নয়-এটি গণতান্ত্রিক অধিকার, জনজীবনের বাস্তবতা এবং নির্বাচনী নিরাপত্তার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার এক জটিল প্রশ্নকে সামনে এনে দিয়েছে। ভোটের মাত্র দু'দিন আগে স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে মোটরবাইক চলাচলের উপর নির্বাচন কমিশনের আরোপিত নিষেধাজ্ঞা একদিকে যেমন আইনশৃঙ্খলা বজায. রাখার উদ্দেশ্যে গৃহীত পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে, অন্যদিকে তা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে গুরুতর প্রভাব ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিযে. কলকাতা হাই কোর্টে মামলা দাযেরের অনুমতি পাওয়া ঘটনাটিকে আরও তাপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের অনুমতির ফলে বিষয়টি এখন বিচারাধীন, এবং এর মাধ্যমে স্পষ্ট যে, প্রশাসনিক সিদ্ধান্তগুলির উপর আইনি পর্যালোচনার সুযোগ গণতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। আদালত এখন নির্ধারণ করবে যে, নির্বাচন কমিশনের এই নির্দেশ কতটা যুক্তিযুক্ত এবং তা নাগরিকদের মৌলিক অধিকারকে লঙ্ঘন করছে কি না। নির্বাচন কমিশনের যুক্তি অনুযাযী, এই নিষেধাজ্ঞার মূল লক্ষ্য হল ভোটের আগে সম্ভাব্য অশান্তি, বাইক বাহিনীর মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শন, কিংবা বেআইনি কার্যকলাপ রোধ করা। অতীতে বহু নির্বাচনে দেখা গেছে, মোটরবাইক ব্যবহার করে দলীয় .কর্মীরা দ্রুত গতিতে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়িয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে বা ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছে।

সেই অভিজ্ঞতা থেকেই কমিশন এই ধরনের কঠোর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে বিরোধীদের দাবি, এই নিষেধাজ্ঞা বাস্তবে সাধারণ মানুষের চলাচলের স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করছে। অন্যদিকে, কিছু মহল আবার মনে করছে যে, নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে গেলে কঠোর পদক্ষেপ কখনও কখনও প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে।

বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়.এবং এটি সাধারণ মানুষের উপর অপ্রযোজনীয. চাপ সৃষ্টি করছে। ডেলিভারি কর্মী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, এমনকি দৈনন্দিন যাতায়াতের জন্য যারা বাইকের উপর নির্ভরশীল-তাঁদের জন্য এই সিদ্ধান্ত বড় ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। সন্ধ্যা ৬টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত বাইক চলাচল বন্ধ রাখার নির্দেশ বিশেষ করে জরুরি প্রয়োজনে বিপাকে ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। যদিও কমিশন কিছু ক্ষেত্রে ছাড়ের কথা বলেছে, তবুও বাস্তবে সেই ছাড় কতটা কার্যকর হবে, তা নিযে.প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াও এই বিতর্ককে আরও উসকে দিয়েছে। শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এই সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করে বলেছে, এটি মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করবে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে। তাঁদের মতে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার নামে এমন এক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যা

এই পরিস্থিতিতে আদালতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আদালতকে একদিকে বিবেচনা করতে হবে নাগরিকদের চলাচলের অধিকার এবং জীবিকার প্রশ্ন, অন্যদিকে নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব-স্বচ্ছ, অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করা। এই দুইয়ের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য খুঁজে বের করাই হবে বিচারব্যবস্থার প্রধান চ্যালেঞ্জ। সব মিলিয়ে বলা যায়, বাইক নিষেধাজ্ঞা ইস্যুটি শুধুমাত্র একটি প্রশাসনিক নির্দেশ নয়, বরং এটি গণতন্ত্রের কার্যকারিতা, নাগরিক অধিকার এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। আদালতের রায় এই বিতর্কের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে এবং একই সঙ্গে ভবিষ্যতের নির্বাচনী নীতিনির্ধারণেও এর প্রভাব পড়তে পারে। এখন দেখার বিষয়, আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে এই জটিল প্রশ্নের কী সমাধান সামনে আসে এবং তা কতটা সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করতে সক্ষম হয়।

আম্বেদকরের স্মরণে পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে আইটি সেবা পশ্চিমবঙ্গ ইউনিট

আম্বেদকর১৩৫তম জয়ন্তী উদযাপন আয়কর ভবনে আয়োজিত হল বিশেষ আলোচনা সভা। ভারতরত্ন বাবাসাহেব ডঃ বি আর আম্বেদকরের ১৩৫তম জন্মবার্ষিকী স্মরণে বুধবার কলকাতার আয়কর ভবনে একটি বিশেষ আলোচনা সভা আয়োজিত হয়ে গেল। অল ইন্ডিয়া ইনকাম ট্যাক্স এসসিএসটি এমপ্লয়িজ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, পশ্চিমবঙ্গ ইউনিটের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।এদিনের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিম সার্কেলের প্রধান মুখ্য আয়কর আয়ুক্ত সুরভি বর্মা গর্গ। অনুষ্ঠানে বাবাসাহেব আম্বেদকরের জীবন ও দর্শনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ রাজাগোপাল ধর চক্রবর্তী এবং আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু কলেজের সহযোগী অধ্যাপক

ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ডঃ সুধাকর সরদার।অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সঞ্জয় আই বাড়া এবং সাধারণ সম্পাদক সুদীপ মজুমদার জানান, বাবাসাহেবের আদর্শকে পাথেয় করে সামাজিক সংহতি বজায় রাখাই এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য । আয়কর দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিক ও কর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি সাফল্যমন্ডিত হয়েছে। শুধু আলোচনা সভাই নয় পাশাপশি সমাজ সেবায় বিশেষ উদ্যোগ নেন তারা । এদিন সন্দেশখালীর হরিগুরু চাঁদ মিশন , পুরুলিয়ার সিধ কানহো বিরসা গুরুগমকে মিশন স্কুল কে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয় সংস্থার পক্ষ থেকে।

উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশ, দিনক্ষণ জানাল পর্ষদ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২২ এপ্রিল ঃ ভোটপর্ব মিটতেই প্রকাশিত হবে উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল। মাধ্যমিকের ফলপ্রকাশের পরেই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল ঘোষণার দিনক্ষণও আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দিল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। বুধবার প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আগামী ১৪ মে ঘোষণা করা হবে এবছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল। সংসদের তরফে জানানো হয়েছে, ওইদিন সকাল সাড়ে ১০টায় একটি সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে ফল প্রকাশ করা হবে। সল্টলেকের বিদ্যাসাগর ভবনে আয়োজিত এই সাংবাদিক সম্মেলন থেকেই প্রকাশ করা হবে মেধাতালিকাও। এরপরই পরীক্ষার্থীরা অনলাইনে নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে নিজেদের ফল দেখতে পারবে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলিতেও পৌঁছে যাবে মার্কশিট, সেখান থেকে মার্কশিট সংগ্রহ করতে পারবে ছাত্রছাত্রীরা। উল্লেখ্য, চলতি বছরে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ১২ ফেব্রুয়ারি এবং শেষ হয় ২৭ ফেব্রুয়ারি। সেই হিসেবে মাত্র ৭৮ দিনের মধ্যেই ফলপ্রকাশ করতে চলেছে সংসদ, যা যথেষ্ট তাপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা

হচ্ছে। তবে এবছর ফলপ্রকাশ নিয়ে একসময় অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল। মূলত বিধানসভা ভোটের কারণে শিক্ষকদের একটি বড় অংশকে বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজে নিয়োগ করা হয়। প্রথমে এসআইআর সংক্রান্ত কাজে এবং পরে নির্বাচনী ডিউটিতে তাঁদের ব্যস্ততা বর্তমান। এই পরিস্থিতিতে নির্ধারিত সময়ে খাতা মূল্যায়ন সম্পন্ন করা যাবে কি না, তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত শিক্ষকরা অতিরিক্ত চাপ সামলেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই খাতা মূল্যায়নের কাজ সম্পন্ন করেছেন। তার ফলেই সময়মতো ফলপ্রকাশ সম্ভব হচ্ছে বলে সংসদ সূত্রে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, আগামী ৪ মে বিধানসভা ভোটের গণনা সম্পন্ন হওয়ার পর নতুন সরকার গঠনের প্রক্রিয়াও শুরু হবে। পাশাপাশি এবছরের মাধ্যমিকের রেজাল্ট আউট, পরের সপ্তাহেই ফলপ্রকাশিত হবে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার।

এক মহিলাকে কুপ্রস্তাব ও হুমকি দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার ১

নিজস্ব সংবাদদাতা,সোনারপুরঃ ভোটার তালিকায় নাম না ওঠা নিয়ে এক মহিলা বিএলও কর্মীকে বারবার ফোন করে উত্যক্ত করার অভিযোগ উঠলো এক বিজেপি কর্মীর বিরুদ্ধে। অভিযোগ, ওই কর্মী ফোন নম্বর ব্লক করে দিলে হুমকি মেসেজ পাঠানো হত।মেয়েকে নিয়ে বাড়িতে একাই থাকতেন ওই বিএলও কর্মী। বারবার হুমকি ও কুপ্রস্তাবমূলক বার্তায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন তিনি। শেষমেশ মঙ্গলবার রাতে সোনারপুর থানার দ্বারস্থ হন। অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সোনারপুর থানার পুলিশ। অভিযুক্ত সমীর বিশ্বাস ওরফে রাজুকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতকে বুধবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।এই ঘটনায় হুমকি ও কুপ্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ভোট দিতে এসে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মৃত্যু পরিযায়ী শ্রমিকের

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২২ এপ্রিল ঃ ভোট দিতে এসে হঠা অসুস্থ হয়ে চলন্ত ট্রেনের মধ্যেই মৃত্যু হলো এক পরিযায়ী শ্রমিকের। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটে ডাউন গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেসে। জানা গেছে, ট্রেনটি যখন খড়গপুর স্টেশনে ঢোকে সেই সময় স্লিপার ক্লাসের ওই যাত্রী সুমিত মাতব্বর (৩১) হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। পেটে অসহ্য যন্ত্রণার কারণে মেঝেতে পড়ে ছটফট করতে থাকেন। ট্রেনের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ। সাঁতরাগাছি স্টেশনে ওই যাত্রীর দেহ নামানো হয়। পরে রেল পুলিশের পক্ষ থেকে রেলের হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত অবস্থায় আনা হয়েছে বলে ঘোষণা করেন। সাঁতরাগাছি জিআরপির পক্ষ থেকে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে দেহটিকে পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠানো হয়। মৃতের ভাই রাজিব মাতব্বর জানান, দাদা পেশায় রাজমিস্ত্রি ছিলেন। আগে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে কাজ করলেও মাস দেড়েক আগে নাগপুরের এক বেসরকারি কনস্ট্রাকশন কোম্পানিতে কাজে যোগ দেন। ভোটের কারণে দাদা বন্ধুদের সঙ্গে বাড়ি ফিরছিলেন। তারপরেই ট্রেনে অসুস্থ হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। সাঁতরাগাছি রেলওয়ে পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

বালি পাচার মামলায় ইডির তলবে অনুপস্থিত ডিসি শান্তনু সিংহ বিশ্বাস

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২২ এপ্রিল ঃ বালি পাচার সংক্রান্ত মামলায় ইডির তলব সত্ত্বেও বুধবার সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিলেন না কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার শান্তনু সিংহ বিশ্বাস। নির্ধারিত দিনে তাঁর উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও তিনি এদিন ইডি দপ্তরে যাননি। পরিবর্তে তাঁর আইনজীবী উপস্থিত হয়ে তদন্তকারী সংস্থার কাছে কিছুটা সময় চেয়ে নেন বলে সূত্রের খবর। জানা গিয়েছে, অন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে এই মুহূর্তে তাঁর পক্ষে হাজিরা দেওয়া সম্ভব নয় বলে চিঠির মাধ্যমে জানিয়েছেন ওই পুলিশকর্তা। ভোটের আবহেই গত রবিবার ভোরবেলা রাজ্যে অভিযান চালাতে আসে এনফোর্সমেঃট ডিরেক্টরেট। একাধিক জায়গায় একযোগে তল্লাশি শুরু হয়, যার মধ্যে ছিল কলকাতার ফার্ন রোডে অবস্থিত ডিসি শান্তনু সিংহ বিশ্বাসের বাসভবনও। ভোর থেকেই সেখানে তল্লাশি শুরু করে ইডির আধিকারিকরা এবং গভীর রাত পর্যন্ত সেই তল্লাশি অভিযান চলে। সূত্রের খবর, সোনা পাপ্পু নামে পরিচিত এক অভিযুক্তের বিরুদ্ধে জমি দখল, তোলাবাজি-সহ বিভিন্ন অভিযোগের সূত্র ধরে এই তল্লাশি চালানো হয়। একই সঙ্গে বেহালার এক ব্যবসায়ী জয় কামদারের বা।িতেও অভিযান চালানো হয়েছিল। ইডির এই তল্লাশির পরদিনই ডিসির দুই পুত্র সায়ন্তন ও মণীশকে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরার জন্য ডাকা হয়। তবে নির্ধারিত দিনে তাঁরাও কেউ উপস্থিত হননি। এর পরেই বালি পাচার মামলার সূত্র ধরে সরাসরি শান্তনু সিংহ বিশ্বাসকে তলব করা হয়। তদন্তকারী সংস্থা তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগের ভিত্তিতে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় বলে জানা গিয়েছে। যদিও এদিন নির্ধারিত সময়েও তিনি হাজির না হওয়ায় তদন্তে কিছুটা জটিলতা তৈরি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে আইনজীবীর মাধ্যমে সময় চেয়ে নেওয়ার ফলে ইডি পরবর্তী পদক্ষেপ কী নেয়, সেদিকেই এখন নজর রয়েছে। রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর এই সময়কালে এক উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিককে ঘিরে এমন অভিযোগ এবং তদন্ত ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে প্রশাসনিক মহলে।তদন্তকারী সংস্থার পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি।

অ্যালকেমিস্ট অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড

(CIN: U74999DL2002PLC117052)

ঠিকানাঃ এ-২৭০, ১ম ও ২য় তলা, ডিফেন্স কলোনি, নিউ দিল্লি - ১১০০২৪, ভারত

ইমেলঃ admin@alchemistarc.com। ওয়েবসাইটঃ www.alchemistarc.com

দখল গ্রহণের নোটিশ

(সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-র ধারা ১৩(২) এর অধীনে)

(অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে)

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যালকেমিস্ট অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড-এর অনুমোদিত কর্মকর্তা (যারা ৩০.০৯.২০২৫ তারিখের অ্যাসাইনমেন্ট চুক্তির মাধ্যমে SBFC Finance Limited-এর নিকট থেকে এই ঋণ অধিগ্রহণ করেছে), SARFAESI আইন, ২০০২ (54 of 2002) অনুসারে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে এবং ধারা ১৩(১২) ও রুল ৩ অনুযায়ী ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে একটি দাবিনামা জারি করেন, যার মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা AK Stores, Anjan Kumar Shaw, Ranju Kumari Shaw-কে তাদের ঋণ হিসাব নং PR00861353 অনুযায়ী মোট টাকা ৩,৪৬,১৩১- (তিন লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার একশ একত্রিশ টাকা মাত্র) পরিশোধ করতে বলা হয়, যা নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধযোগ্য ছিল।

ঋণগ্রহীতারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এই মর্মে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী SARFAESI আইন-এর ধারা ১৩(৪) এবং Rule ৮ অনুযায়ী প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ২১ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে নিচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন।

ঋণগ্রহীতাজামিনদার এবং সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, উক্ত সম্পত্তির সাথে কোনো প্রকার লেনদেন করা যাবে না এবং এই সম্পত্তি সম্পর্কিত যে কোনো লেনদেন অ্যালকেমিস্ট অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড-এর টাকা ৩,৪৬,১৩১- এবং এর উপর প্রযোজ্য সুদের দাবির অধীন থাকবে।

ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে, SARFAESI আইন-এর ধারা ১৩(৮) অনুযায়ী, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করে বন্ধকী সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের সুযোগ এখনও বিদ্যমান।

ঋণগ্রহীতাদের অ্যাকাউন্টের বিবরণ

ক্রম নং	লোন অ্যাকাউন্ট নং	ঋণগ্রহীতা(দের) নাম/ সহ-ঋণগ্রহীতা(দের) নাম/ জামিনদার(দের) নাম	প্রদেয় টাকার পরিমাণ	বিজ্ঞপ্তির তারিখ ১৩(২)	সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ	নির্ধারিত তারিখ
১।	PRO০৮৬১৩৫৩	১. এ কে স্টোর ২. অঞ্জন কুমার সাউ ৩. রঞ্জু কুমারী সাউ	৩,৪৬,১৩১ /-	২১-এপ্রিল ২০২৬	হোল্ডিং নং জি২- ৫৯B/New, নন্দলাল চ্যাটার্জি রোড, পোঃ- রায়পুর,থানা- মহেশতলা, ওয়ার্ড নং ২৩, গনিপুর গার্লস হাই স্কুল-এর অধীন, মহেশতলা পৌরসভা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, পিনকোড- ৭০০১৪১। পূর্ব - অর্জুন হাজরা মহাশয়ের দোকান পশ্চিম - হরণ চন্দ্র সর্দারের জমি। উত্তর - ১২'- ০ ফুট চওড়া সাধারণ চলাচলের পথ। দক্ষিণ - হরণ চন্দ্র সর্দারের জমি।	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা(গণ)জামিনদার(গণ)-কে সতর্ক করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের পূর্বলিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে, উপরে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পদ(সমূহ) বিক্রয়, ইজারা, বন্ধক, দায়বদ্ধকরণ বা অন্য কোনো উপায়ে হস্তান্তর বা নিস্পত্তি করা যাবে না। ঋণগ্রহীতা(গণ), জামিনদার(গণ) এবং সাধারণ জনগণের অবগতির উদ্দেশ্যে, SARFAESI আইন, ২০০২-এর বিধানাবলি মেনে এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করা হলো। এ বিষয়ে কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে, অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাথে নিচের যোগাযোগ-বিবরণীতে যোগাযোগ করুন

কোনও প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসার জন্য যোগাযোগ করুনঃ **ফোনঃ ০১১-৪৬৫৬২৫৮৪**

ইমেলঃ admin@alchemistarc.com, ashutosh@alchemistarc.com

তারিখঃ ২৩.০৪.২০২৬

স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ

স্বাক্ষরিত/-অনুমোদিত কর্মকর্তা

অ্যালকেমিস্ট অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড

(অ্যালকেমিস্ট XLVII ট্রাস্টের ট্রাস্টি হিসেবে কার্যরত)সিকিউরড ক্রেডিটর

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৪২ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৯ বৈশাখ, ১৪৩৩

বাংলার বীর সৈনিক

চার চারটে দিন মাস্কেট্রি রাইলে কাঁধে পাহাড় জঙ্গলে পথ চলতে চলতে, শত্রু নিধনের জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল বছর পনেরোর কিশোর। একদিন সঙ্গীদের কাছে দৃপ্ত কণ্ঠে সে ঘোষণা করেছিল,এখন আমাদের কাজ অসম সাহসের সঙ্গে দ্বিধাহীন চিত্তে যুদ্ধ করা। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে মরণ পণ যুদ্ধে শত্রু-নিধন যজ্ঞ চালিয়ে যাব। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর 'লাইং পজিশন' থেকে বারবার লাফিয়ে দৌড়িয়ে অকুতোভয়ে গুলি চালাচ্ছিল সে। শত্রুপক্ষের লুইস গান থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসা গুলিতে লুটিয়ে পড়ার পর পাশেই যুদ্ধরত নিজের বড়োদাদাকে ক্ষীণকণ্ঠে শেষ বিদায়টুকু জানাতে পেরেছিল, সোনাভাই চললাম...। প্রত্যুত্তরে নিজের 'পজিশন' থেকে এতটুকু না নড়ে,অবিচলিত কণ্ঠে দাদা জানায়, যুদ্ধক্ষেত্রে সোনাভাই কেঁদো নেই। আমরা সৈনিক, আমাদের কর্তব্য 'ডু অ্যান্ড ডাই'! বীরের মত প্রাণ দাও! ছোটভাই হরিগোপাল বল, টেগরা নামেই যে সহ যোদ্ধাদের কাছে পরিচিত ছিল। বড়োদাদা লোকনাথ বল। জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে যিনি ছিলেন ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির সেনাপতি। ১৯২৯ সালে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস যখন চট্টগ্রাম রাজনৈতিক জেলা কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করতে এসেছিলেন তখন সতেরো বছরের স্বপ্নবান, সুপুরুষ কিশোর তাঁর নজর কেড়েছিল। দুর্জয় সাহস এবং বিচক্ষণতার জন্য তাকে নিয়োগ করা হয়েছিল ইন্ডিয়ান রিপাব লিকান আর্মির ব্রিগেডিয়ার পদে। যুদ্ধ চলাকালীন শত্রুপক্ষের গুলিবিদ্ধ হয়ে যে তাকে লুটিয়ে পড়তে দেখে নিজেকে আর স্থির রাখতে পারেনি তার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং সহ যোদ্ধা আর এক কিশোর। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসা গুলি অগ্রাহ্য করে বন্ধুর দিকে দৌড়ে এসেছিল সে। বন্ধুর ইউনিফর্মের বোতাম খুলে বুকের ক্ষত স্থানের দিকে করুণ মুহূর্ত নির্নিমেষ তাকিয়ে থেকে,বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে আবার লাগিয়ে দিয়েছিল বোতাম। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে 'অ্যাটেনশন' পজিশনে সামরিক অভিবাদন জানিয়েছিল শহীদ ব্রিগেডিয়ার ত্রিপুরা সেনকে। আবার নিজের পজিশনে ফিরে গিয়ে দ্বিগুণ উদ্যমে চালিয়েছিল তার হাতের মাস্কেট্টি। চোখের বদলে চোখ, রক্তের বদলে রক্ত চাই! বন্দেমাতরম। লং লিভ রিভলিউশন। গ্রুপ ক্যাপ্টেন দেবপ্রসাদ গুপ্ত প্রতিজ্ঞা করেছিল শত্রুর শেষ দেখে ছাড়বে। আরেক সহযোদ্ধা বছর পনেরোর নির্মল লালা গুলি বিদ্ধ হয়ে যখন লুটিয়ে পড়েছিল মাটিতে, তখন এই দেবপ্রসাদই ফের দৌড়ে এসেছিল নির্মলের কাছে। পরম স্নেহে কোলে তুলে নিয়েছিল মৃত্যু পথ যাত্রী নির্মলের মাথা,হাত বুলিয়ে দিয়েছিল তার মাথায়,বুকে। বিধু ভট্টাচার্য্য এবং নরেশ রায় ছিল দুই অভিন্নহৃদয় বন্ধু। দু'জনেই ডাক্তারি পাশ করেছিল। দু'জনেই ছিল ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির নিবেদিতপ্রাণ সৈনিক। যাঁদের কথা বলার ভঙ্গিমা বা স্রেফ শরীরী ভাষা উল্টোদিকের মানুষটির অট্টহাস্যের কারণ হতে পারে। বিধু ছিল সেই বিরল গোত্রের রসবোধের মানুষ। যুদ্ধ ক্ষেত্রেই গুলি বিদ্ধ হওয়ার পর সহাস্যে সেনাপতিকে জানিয়েছিল লোকাদা এতক্ষণে গুলি লেগেছে! একের পর এক গুলি এসে বিঁধেছিল তার দেহে, আর বিধু তাদের সোল্লাসে আহ্বান জানিয়েছিল আর কত ঢুকবি?

বিজ্ঞানের ছাত্র বাংলা সাহিত্যিক

ইঞ্জিনিয়ার হয়ে নারায়ণ সান্যাল কীভাবে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সেরা ঔপন্যাসিক হয়ে উঠেছিলেন তা ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। বাংলার ভাষার প্রতি তাঁর দখল এবং বাংলা ভাষাকে সাহিত্যের ভাষায় পরিণত করাটা কতখানি দক্ষতা ছিল একজন বিজ্ঞানের ছাত্রের কাছে তা ভাবলে বিশ্ময় সৃষ্টি করে। নারায়ণ সান্যাল রসিক লেখক ছিলেন। নারায়ণ সান্যালের জন্মদিনের ঠিক পাঁচদিন আগে এক মজার ঘটনা মনে পড়ল। বিখ্যাত 'বিশ্বাসঘাতক' উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে ভুলে তিনি লিখে ফেলেছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথ জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে নোবেল প্রাইজ ত্যাগ করেছিলেন।' কোনভাবে লেখক, প্রকাশক, প্রুফ রিডারের চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল। পরের সংস্করণেই তা শুধরে নেওয়া হয়। এই ঘটনা নারায়ণ সান্যাল নিজেই পরে ভূমিকায় লিখেছিলেন। তাঁর অগ্রজ বা অনুজ লেখকরা তাঁকে নিয়ে কুৎসা করেননি, ফোন করে ভুলটা নজরে এনে দিয়েছিলেন। না, তখন সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না। এত শিক্ষিত বুদ্ধিমান বাঙালিও গিজগিজ করত না চারপাশে। তখন মানুষের সহমর্মিতা ছিল। বৃদ্ধের ক্ষণিকের ভুলকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার ঔদার্য ছিল। এই একটা ভুলে নারায়ণ সান্যালের সমস্ত পাণ্ডিত্য ভেসে যায়নি। কারণ মানুষ মাত্রেই ভুল হয়। হ্যাঁ, রোবট বা যন্ত্রের ভুল হয় না। তাদের ডেটাবেস করাপ্ট না হয়ে গেলে কাজ বন্ধ হয় না। স্লিপ অফ টাং তো হয়ই না। আসলে তখন মানুষ মানুষকে মানুষের চোখেই দেখত হয়ত। এখন আর দেখা হয় না। ভুল বললাম, এখন থিওরিটা হল, আমি নিজে ভুল করতে পারি। কিন্তু উল্টোদিকের মানুষটার ভুল করার কোন অধিকার নেই। আমার পাশের বাড়ির বয়সে ছোট মানুষটা ভুল করলেও আমি তাকে বাড়ি গিয়ে বা ফোনে বলব না, হাটের মাঝে ঢাক পিটিয়ে তার ভুলটাকে বলে 'বাজারি' করে তৃপ্তি পাব। ভাগ্যিস তখন মানুষ রোবট ছিল না। নাহলে নারায়ণ সান্যালের মত অতি পণ্ডিত মানুষটিকেও যাচ্ছেতাই ট্রোলে ট্রোলে জর্জরিত হতে হত। বিবিধ বিষয়ে তাঁর প্রচণ্ড পাণ্ডিত্যের তেজে ঝলসে যাই পড়তে পড়তে, বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে ভাবি একই জীবনে একজন মানুষ এত কিছুতে কী ভাবে প্রাজ্ঞ হতে পারেন, তিনি আমার সাহিত্য জগতের ঈশ্বর শ্রী নারায়ণ সান্যাল। নেতাজী থেকে অপরূপা অজন্তা, রূপমঞ্জরী, মেধাবী স্থাপত্য ইঞ্জিনিয়ার ও দিকপাল এই সাহিত্যিকের দেওয়া মণিমাণিক্য আজও বাংলার সম্পদ। সংস্কৃত ভাষায় অপরিসীম জ্ঞান, লেখার সুবিশাল ব্যাপ্তি, ভাষার বুনোট, লেখার অকল্পনীয় বৈচিত্র্য খুব কম লেখাতেই আছে।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

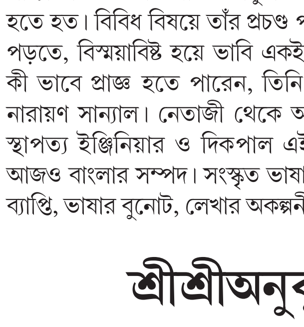

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলতেন, জগতমাতাকে পুজো করতে হবে। জগতমাতার আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তবেই তিনি সাড়া দিয়ে থাকেন। জগত মাতার সাড়া গ্রহণ করতে হবে। তিনি আছেন বলেই সবাই মাতৃভাবে ভাবিত। ঈশ্বরকে এক মনে ডাকতে হবে।পরম আত্না শরীরে অবস্থিত থাকেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জীবন অতিবাহিত হতে থাকে। তিনি হচ্ছেন জগত সেরা। তিনি আছেন বলে সবাই শারীরিকভাবে বেঁচেবর্তে থাকেন। তিনি না থাকলে এই জগতে নিজেকে রক্ষা করা খুবই মুশকিল হতো।

সাধক বামাক্ষ্যাপা

শশ্মানচারিনী মাতা বামাক্ষ্যাপাকে বলেছিলেন, মানুষ দেখলে বুঝতে পারি কে কেমন। তার স্বভাব কেমন? তিনি কি চান? এটা নারীদের একটি অসীম শক্তি। এই শক্তি দিয়ে আমি সব কিছু জানতে এবং বুঝতে পারে। আসলে মা তারাপীঠই হচ্ছে মা। তিনি শক্তি। ভক্তি । তার মতো শক্তি আর কারোর নেই। শ্যামা ভবতারিণীর শক্তি সবচেয়ে বেশি। গোটা বিশ্বকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে মা কালী। তিনি হচ্ছেন আদ্যাশক্তি মাতা।ভয় কি আমি তো আছি। আমি তোকে যে শক্তি দিয়েছি। তুই পারবি বিপদ থেকে মানুষকে উদ্ধার করতে। বামাক্ষ্যাপা তা পেরেছিলেন। অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করতে সক্ষম হন। আমি সব কিছুই জানতে পারি তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আমার ভিতরের শক্তি। এই শক্তি দিয়ে আমি সব কিছু ধরতে পারি। বুঝতে পারি। অপরের মনের কথাকে বলতে পারি। মানুষের মনের কথাকে আমি অন্তর শক্তি দিয়ে অনুভব করতে পারি। আমার যে শক্তি রয়েছে সেই শক্তি দিয়ে আমার বহির্প্রকাশ করতে পারি।

প্রথম দফার ভোটকে কেন্দ্র করে বাংলার ভোটার-ভাবনা

তন্ময় সিংহ

প্রথম দফায় কি ভাবছে বাংলা-নির্বাচনী ইস্যুর প্লেয়িং ইলেভেন'। পশ্চিমবঙ্গে ২০২৬ এর নির্বাচন যেন ভারতীয় রাজনীতিতে এক হটস্পট। বাংলার গরমের সাথে পাল্লা দিয়ে দিল্লির তরফে গরম বাড়ানো হচ্ছে বাংলায়। সেন্ট্রাল বাহিনীর উর্দীধারীদের মিটিং এর ছবি ফলাও করে প্রচার হচ্ছে, রাস্তায় বিভিন্ন ধরনের সাঁজোয়া গাড়ি দেখা যাচ্ছে তবুও মানুষ চুপচাপ। শাসক দলের সভাতে যেভাবে বাংলার মানুষ

আগেও ভিড় করে এসেছে সেই ভিড় এখনো অব্যাহত, ২০১৯ এর পর থেকে বিজেপির পালে যে হাওয়া লেগেছিল ২০২১ এর পরে যে ভাটার হাওয়া চলছে, প্রকাশ্যে এখনো তা অব্যাহত শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রীর সভাতে লোক হচ্ছে যথেষ্ট। এই সব কিছু মিলিয়ে পশ্চিমবাংলা আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এক অভূতপূর্ব নির্বাচনে ভোট দিতে চলেছে। এখন দেখার এবারের এই ভোটের প্রচারে এবং পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের প্রচারে কি নজর কাটলো এবং এই নির্বাচনের যদি আমরা প্লেয়িং ইলেভেন ইস্যুভিত্তিক তুলে ধরি সেগুলি কি ছিল।

পশ্চিমবঙ্গ যে মেরুকরণের রাজনীতির অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হতে চলেছে তা হঠাৎ করে মানুষ বুঝতে পারে ২০১৯ এর নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার সাথে সাথে। প্রথম দফাই যে ১৫২ টি আসনে ১৬ টি জেলায় ভোট হতে চলেছে সেখানে বিজেপি পেয়েছিল ৮৪ টি আসন ২০১৯ সালে, তৃণমূল ৫৯ টি। কিন্তু ২০১৯ এর লোকসভা ভোটের পর বিজেপির দাপাদাপি এবং দিল্লী বাসীদের অতিরিক্ত উৎসাহ ও তৃণমূল ত্যাগ করে নেতাদের বিজেপিতে যোগদান করার হিড়িকে তিতিবিরক্ত মানুষ ২০২১ শে ওই একই ১৫২ টি বিধানসভায় মাত্র ৫৯ টি দিয়েছিল বিজেপিকে এবং ৯২ টি তৃণমূলকে। ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি আরো কমে হয় ৫৭টি এবং তৃণমূল মোটামুটি শক্তি ধরে রাখে জয়লাভ করে ৮৩ টি তে। বিধান সভাতে খাতা না খুলতে পারলেও লোকসভা গুলিতে কংগ্রেস এবং বামফ্রন্ট এগিয়েছিল ১০-১২ টি আসনে। এই পটভূমিকায় পশ্চিম বঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬ এর ফলাফল কি হতে চলেছে তা যে নির্ধারণ করবে এই প্রথম দফার ভোট অন্তত বিজেপি শিবিরের জন্য সে সম্পর্কে কোন শিবির এই সন্দেহ নেই। তাই লাস্ট মুহূর্তে প্রস্তুতি তুঙ্গে সমস্ত দলেরই অন্য দিকে সিপিএমের লড়াই শুধুমাত্র খাতা খোলার এবং কংগ্রেসের ক্ষেত্রে মালদা, উত্তর দিনাজপুর,মুর্শিদাবাদ এবং পুরুলিয়াতে ত্রিমুখী লড়াইয়ে নিজেদের ভোটব্যাঙ্কে ধরে রেখে বিশেষত সংখ্যালঘু মানুষকে কংগ্রেস মুখী করে ডাবল ডিজিটে পৌঁছানো। নির্বাচন ঘোষণার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গের ভোটারদের সাথে দলগুলি যে জন মুখী কর্মসূচি গুলো নিয়েছিল তার ফ্যাক্টরগুলো আলোচনা করলেই আমরা এই প্রথম দফার নির্বাচনে বাংলা কি ভাবছে সেই সম্পর্কে একটা ধারণা পাবো।

ইস্যু ১ ঃ লক্ষীর ভান্ডার বনাম অন্নপূর্ণা ভান্ডার ঃ সারাদেশে একক ভাবে চলা কোন সর্ববৃহৎ সরাসরি অর্থ প্রদানের প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ্মীর ভান্ডার যাতে প্রায় আড়াই কোটি মহিলা মাসে দেড় হাজার টাকা এবং জনজাতি হলে ১৭০০ টাকা পায়। অন্যান্য সময় ভোট এলেই এই টাকাটিকে ভিক্ষা বলে এক শ্রেণীর দল কটাক্ষ করলেও ২০২১ এবং ২০২৪ এ তৃণমূলের ভোট বাক্সে মহিলা ভোট উজাড় করে পড়ে যাওয়া কি আটকাতে বিজেপি এবারে নিয়ে এসেছে জুন মাস থেকে চালু করবে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার যাতে মাসিক ৩০০০ টাকা পাবে মহিলারা এরকম একটি প্রতিশ্রুতি। কিন্তু লক্ষীর ভান্ডার যেভাবে গ্রামের এবং প্রান্তিক শহরের মহিলাদেরও স্বশক্তিকরণ করেছে সেখানে প্রতিশ্রুতি কতটা এই মোবাইল ফোনের জমানায় দাঁড়িয়ে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে, সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে। তৃণমূলের তরফ থেকে প্রচার করা হচ্ছে যে বিজেপির প্রচার করেও বিভিন্ন জায়গাতে এই টাকা দেয়নি এবং তার উদাহরণ হাতের কাছে আছে বিহার, ওড়িশা এবং দিল্লী। দুটি দলেরই আইটি সেলের তরফ থেকে প্রচার এবং পাল্টা প্রচারে পশ্চিমবঙ্গের ভোটের অন্যতম নির্ণায়ক হতে চলেছে মহিলা ভোট কোন দিকে থাকবে তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। অন্তত এই ১৬ টি জেলার ১৫২ টি বিধানসভায় ক্ষেত্রে এই মহিলা ভোট যে এবারেও বেশিরভাগটাই তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে যাবে সে সম্পর্কে বিরোধীদল অবহিত তাই নির্বাচন চলাকালীন তারা অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের জন্য ফর্ম ফিলাপ শুরু করেছে কিন্তু তবু দিনের শেষে অন্নপূর্ণার থেকে অ্যাডভান্টেজ লক্ষীই।

ইস্যু ২ - বাংলার ডোল বনাম ডাবল ইঞ্জিনের ডোল ঃ পশ্চিমবঙ্গের ২০২৬-এর নির্বাচনের প্রথম দফার অন্যতম বড় ইস্যু ছিল শাসকদলের জনমুখী পরিকল্পনা। মমতা ব্যানার্জির সরকারের মানবিক প্রকল্প এবং মানুষের কাছে সরাসরি সরকারি সুযোগ-সুবিধাগুলো পৌঁছে দেওয়া যে সারা পশ্চিমবঙ্গে জনমত দলনির্বিশেষে বাস্তবায়িত হয়েছে সে সম্পর্কে বিরোধী দলগুলোও স্বীকার করে একবাক্যে। কেন্দ্রের সাথে সম্পর্ক ঠিক না থাকার জন্য কৃষক বন্ধু, স্বাস্থ্য সাথী যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের বিকল্প তেমনি সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে বিনামূল্যে চাল দেওয়া কেন্দ্রীয় সরকারকে সাথে নিয়ে রাজ্য সরকারের একটি অভাবনীয় পদক্ষেপ। এর সুফল ভোট বাক্সে পড়বেই এ আশা শাসক শিবির করে। কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা না পাওয়াই রাজ্য সরকার নিজেরাই এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা করে দিয়ে গ্রামে যে বাড়ি তৈরির প্রকল্প নিয়েছে তার সুফল অনেক মানুষ পেলেও এই টাকাতে বাড়ি হচ্ছে না এই ধারণাও সাধারণ মানুষকে খুব একটা সরকারের প্রতি আস্থাশীল রাখতে পারেনি। চাষীদের ফসলের দাম ঠিকঠাক না পাওয়া নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ থাকলেও, সারের দাম বৃদ্ধি নিয়ে এবং কালো বাজারি নিয়ে বাংলার কৃষক সমাজ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আস্থাশীল নয়। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ না থাকায় ১০০ দিনের কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং গ্যাসের দাম বৃদ্ধি সহ অন্যান্য ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি মানুষের আস্থা কম এটা অস্বীকার করার জায়গা নেই। এই সরকারি সুবিধা পাওয়ার জন্য মানুষের ভরসা যে বর্তমান তৃণমূল সরকারের প্রতি বেশি সে সম্পর্কে নিঃসংশয় শাসক শিবির।

ইস্যু৩ - বহিরাগত বনাম ঘুষপেটিয়া ঃ নির্বাচনের ন্যারেটিভ ঠিক করার জন্য নিজস্ব যন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ রোহিঙ্গাতে ভরে গেছে। নির্বাচন তালিকা সংশোধন হলে প্রায় দেড় কোটি রোহিঙ্গা ধরা পড়বে। এস আই আর এর প্রথম পর্বে প্রায় ৬০ লক্ষ মানুষ মৃত অথবা স্থানান্তরিত হিসেবে বাদ যায়, রোহিঙ্গা মুক্ত পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ্যে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই পরবর্তীকালে লজি ক্যাল ডিস্ক্রিমিনেন্সি নিয়ে আসা হয় এবং তাতে আরো ২৭ লক্ষ মানুষকে বাদ দেওয়া হয়। যদিও সবমিলিয়ে দেখা যায় মোট বাতিল ভোটারের প্রায় ৭০ শতাংশই হিন্দু। ৯০ লক্ষ মানুষের মধ্যে ৬৩ লক্ষ হিন্দু এবং ২৭ লক্ষ মুসলমানের নাম বাদ যায়। এই এস আই আর পর্বে সাধারণ মানুষকে যেভাবে তাদের তথ্যের জন্য দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে অথবা নাকানি চোপানি খেতে হয়েছে, তাতে এস আই আর এর শুরুতে যে সমস্ত মানুষজন ভাবছিল যে রোহিঙ্গা ধরা পড়বে কিন্তু দিনের শেষে মতুয়া সম্প্র দায়ের মানুষদের ওপর যেভাবে নাম বাদের খাড়া নেমে এসেছে তাতে ন্যারেটিভ হিসেবে যতই আকর্ষণীয় লাগুক না কেন ঘুস পেটিয়া শব্দটি এস আই আর পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে অযথা হয়রানির দিকে ঠেলে দিয়েছে বলে ওয়াকিবহাল মহলের মত তাই এর সুফল কতটা শাসকদলের বিপক্ষে বিরোধী দলের কাছে যাবে, এ সম্পর্কে সন্দিহান সব পক্ষই। তবে বিভিন্ন বিধানসভা নির্বাচন যেগুলি ২০২১ এ কম মার্জিনে ফলাফল হয়েছিল, সেখানে এই নাম বাদ যাওয়া এবং যদি তা এক শ্রেণীর বিশেষত হয় তাহলে শাসকদলের কাছে চিন্তার এর সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। আবার খড়গপুর এবং উত্তর চব্বিশ পরগনার কিছু আসনে হিন্দু ভোট বেশি মাত্রায় বাদ পড়ে শাসক শিবিরকে যে অ্যাডভান্টেজ দিচ্ছে সে সম্পর্কেও কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

ইস্যু ৪ -কেন্দ্রীয় এজেন্সি বনাম রাজ্য প্রশাসন ঃ পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার সাথে সাথে যেভাবে কেন্দ্রীয় এজেন্সি গুলি ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ার অধীনে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে পশ্চিমবঙ্গে হিংসা মুক্ত নির্বাচন করার কথা বলছে, এবং তা আসলে রাজ্য প্রশাসনকে যে চাপে রাখছে সে সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। অন্যান্য রাজ্যের মতন না হলেও পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলের তৈরি করা রাজ্য প্রশাসনের উপর থেকে নিচ পর্যন্ত যেভাবে বদলি করে নাড়া দিয়েছে নির্বাচন কমিশন এবং তাতে রাজ্য প্রশাসনকে কার্যত অসহায় লেগেছে সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল শাসক শিবির। আঘাত আসতে পারে এ সম্পর্কে আগাম ধারণা থাকা সত্ত্বেও ব্যাপকতা আন্দাজ করতে পারেনি তারা। যদিও কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাঁজোয়া বহরের সাথে সাথে, বিজেপির পালে হাওয়া লাগছে বলে ভাসিয়ে দেওয়ার যত চেষ্টাই হোক না কেন ২০১১ এর পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে ভয় মুক্ত পরিবেশ তৈরি করেছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। তবে প্রশাসন নির্ভর শাসনকার্য পরিচালনা করার পরে নির্বাচনের মুহূর্তে শাসক শিবির কিছুটা ব্যাকফুটে এ সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই।

ইস্যু ৫ -শাসক শিবিরের নেতৃত্বের অভাব বনাম বিরোধী শিবিরের মুখের অভাব ঃ পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে স্থানীয় নেতার অভাব দুই শিবিরেই খুব স্পষ্ট। প্রশাসনে ঝাঁকুনির পরে তাকে সামাল দেওয়ার মতো নেতৃত্ব এই মুহূর্তে বেশিরভাগ ব্লকে জেলাতে শাসক শিবিরে নেই তা বুঝতে পেরেছে শাসক। বিভিন্নভাবে বিভিন্ন প্যাক কে ম্যানেজ করে নেতৃত্বে থাকা অংশ যে আদতে জনবিচ্ছিন্ন এবং সামনে দাঁড়িয়ে কোন সমস্যা সমাধানে অক্ষম, সব কিছুই কলকাতার কেন্দ্রিক আদেশের প্রতিফলন এটা পরিষ্কার। তবু নির্বাচনের দিনের যে মেশিনারি, ভোট দাতাদের সাথে নিরন্তর যোগাযোগের সেখানে শাসনে থাকায় সুবিধা পাচ্ছে তৃণমূল। অন্যদিকে সিপিএমের শেষের জমানাতে তৃণমূলে যেভাবে বিকল্প মুখ এবং মানুষের ভরসার বিকল্প তৈরি হয়ে গিয়েছিল। প্রায় সাত বছর পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম বিরোধী দল হয়েও পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি এখনো তাদের সংগঠন পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারিনি বুথ স্তরে। স্থানীয় .ভাবে আস্থাশীল কোন মুক্তি বিরোধী শিবিরে বেশিরভাগ অংশেই নিয়ে আসতে পারেনি সিপিএমের একটি অংশ আজও সক্রিয় বিরোধী শিবিরে। যাদের ও যার পরিবারের অত্যাচারের ইতিহাস আজও মানুষ ভুলতে পারেনি। তাই এবারের নির্বাচন সংগঠন ভিত্তিক না হলেও শাসনে থাকার সুবিধা পাবে শাসকদল।

ইস্যু ৬ - ঝালমুড়ি বনাম বাঙালি অস্মিতা ঃ বাঙালিরা ঝালমুড়ি খেতে ভালোবাসে না চপ মুড়ি খেতে ভালোবাসে, কাতলা খেতে ভালোবাসে না ইলিশ, পশ্চিম বঙ্গের ২০২৬ এর নির্বাচনের অন্যতম বড় ইস্যু এটি। মাছে ভাতে বাঙালির যে পরিচয়, তা বিজেপি এলে থাকবে না এ প্রচার বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে। ২০২১ এর কুফল ভোগ করা বিজেপি তাই প্রচার করছে, হাতে মাছ নিয়ে। গতবারে বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে নিরামিষ ভোজনের যে জনসংযোগ প্রক্রিয়া চালিয়েছিল বিজেপি, তা সম্পূর্ণ বন্ধ। অন্যদিকে শাসক শিবির বিভিন্ন রাজ্যে বিজেপির জারি করা ফতেয়াগুলি প্রচার করছে আগামীদিনের জন্য। বাঙালি অস্মিতার প্রচার ২০২১ এর মত তাদের দিকে রাখতে বদ্ধপরিকর শাসক শিবির। অন্যদিকে বিজেপিও বহিরাগত বাঙ্গালীদের পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে আসছে ভোট দানের জন্য শাসক শিবির প্রচার করছে বাইরের বিজেপি রাজ্যগুলিতে যে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচারের ঘটনাগুলো। সবে মিলিয়ে কে বেশি বাঙালি হতে পারে সেই নিয়ে জমজমাট নির্বাচন। নির্বাচনের প্রথম দফাতে ঝাড়গ্রামে দাঁড়িয়ে ঝালমুড়ি খেয়ে সেই বাঙালিয়ানা কেই ভালবাসতে চাইলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী।

ইস্যু ৭- যুবসাথী বনাম দুর্নীতি ঃ পশ্চিমবঙ্গে সরাসরি যুব সমাজকে আকৃষ্ট করার জন্য ১৮ থেকে ৪০ বছরের মাধ্যমিক পাস বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য রাজ্য সরকার চালু করেছে যুব সাথী যেখানে দেড় হাজার টাকা মাসিক ভাতা পাঁচ বছর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আসলে শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতির পরে পশ্চিম বঙ্গে দুর্নীতি যেন সমার্থক হয়ে গেছে এটা একটা ধারণা সাধারণ মানুষেরও। রাজ্যে চাকরি নেই বেসরকারি শিল্প গড়ে ওঠেনি স্বয়ং একজন জনপ্রিয় এমপি একটি ইংরেজি ভাষার সাক্ষাৎকারে বলছিলেন যতজন এম এসএমই অর্থাৎ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হিসেবে নিজে দেরকে নথিভুক্ত করেছেন তারা চাকুরিজীবী এই অনুযায়ী ৯৩ লক্ষ বেকার হয়েছে। তার নিজের মুখের এক্সপ্রেশনই বলে দিচ্ছিল এই একটা বিষয়ে তিনি কত অসহায়। অন্যতম বিরোধী শিবিরের প্রচারের মূল অস্ত্র পশ্চিমবঙ্গে বেকারত্ব এবং দুর্নীতি সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। সাধারণ মানুষ এই প্রচার গ্রহণ করছে কিন্তু গ্রামের দিকে প্রান্তিক মানুষদের জন্য সেখানে নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা থাকায় একটি পরিবারের সংসার চালাতে যেটুকু দরকার তা ভাতার থেকে হয়ে যাচ্ছে এটি প্রতিষ্ঠিত সত্য হওয়ায় বেকার যুবকেরা এই দেড় হাজার টাকাকে সরকারের তরফ থেকে তাদের জন্য নিয়মিত মাসোহারা ভেবে সরকারের পক্ষে থাকবে না এই সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি এবং কর্মসংস্থানের ইস্যুতে বিরোধী শিবিরে যাবে, তা নির্বাচনে এস আই আরের প্রভাব কার পক্ষে যাবে তার মতনই জটিল একটি ধাঁধা।

ইস্যু ৮- ভাইজান বনাম নিরাপত্তা ঃপশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে শাসক শিবিরের পক্ষে সব দিন থেকে এসেছে সংখ্যালঘু সমাজ। ২০১৯ এর পর থেকে এই সংখ্যালঘু সমাজকে শাসকদের থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার জন্য কখনো ভাইজান কখনো বাবরি মসজিদ প্রতিষ্ঠা নিয়ে বিভিন্ন ইস্যুতে নতুন সংখ্যালঘু নেতার ও দলের বেড়ে ওঠা দেখেছে পশ্চিমবঙ্গ । সংখ্যা লঘু অধ্যুষিত জেলাগুলিতে প্রায়শই রাজনৈতিক প্ররোচনায় দাঙ্গা সাক্ষী থেকেছে পশ্চিমবঙ্গ। মোথাবাড়ির ঘটনা নির্বাচনের আগে তার একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ অন্যদিকে এস আই আর এর মাধ্যমে সংখ্যালঘু সমাজকে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী তালিকায় বাদ দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ তোলে শাসক পক্ষ। (ক্রমশ)

ভোট মঞ্চে কী পরিবেশকে রক্ষা করা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে?

অনিকেত নস্কর

ভোটের মঞ্চে কি উঠবে পরিবেশ? প্রতিশ্রুতির রাজনীতিতে সবুজ প্রশ্নের ক্রমবর্ধমান চাপ। ভারতের নির্বাচনী রাজনীতি বহুদিন ধরেই নানা ইস্যুকে কেন্দ্র করে ঘুরপাক খেয়েছে;কখনও উন্নয়ন, কখনও জাতপাত, কখনও ধর্মীয় মেরুকরণ, কখনও আবার কল্যাণমূলক প্রকল্পের প্রতিশ্রুতি। কিন্তু একবিংশ শতকের তৃতীয় দশকে এসে একটি প্রশ্ন ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠছে;পরিবেশ কি অবশেষে নির্বাচনের কেন্দ্রীয় ইস্যু হয়ে উঠবে? জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, জলসংকট, বনভূমি ধ্বংস;এই সমস্ত সমস্যাই এখন আর কেবল বিশেষজ্ঞদের আলোচনার বিষয় নয়; এগুলি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সরাসরি জড়িত। ফলে স্বাভাবিকভাবেই জল্পনা বাড়ছে, আসন্ন নির্বাচনে কি পরিবেশগত প্রশ্নগুলি বড় ভূমিকা নেবে?

এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য আমাদের প্রথমেই দেখতে হবে বর্তমান বাস্তবতা। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পরিবেশগত সংকট এখন স্পষ্ট এবং বহুমাত্রিক। মহানগরগুলিতে বায়ু দূষণের মাত্রা বিপজ্জনক স্তরে পৌঁছেছে, গ্রামীণ এলাকায় পানীয় জলের অভাব তীব্র হচ্ছে, নদীগুলি দূষণে জর্জরিত, এবং ক্রমবর্ধমান তাপপ্রবাহ মানুষের জীবনযাত্রাকে কঠিন করে তুলছে। এই সমস্ত সমস্যার প্রভাব পড়ছে স্বাস্থ্য, অর্থনীতি এবং সামাজিক স্থিতি শীলতার উপর।

একসময় পরিবেশকে অনেকেই 'লাক্সারি ইস্যু' বলে মনে করতেন; যা উন্নত দেশগুলির আলোচনার বিষয়। কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলেছে। যখন শীতকালে শহরের আকাশ ধোঁয়ায় ঢেকে যায়, যখন গ্রীষ্মে পানীয় জলের জন্য লাইন দিতে হয়, যখন বন্যা বা খরার কারণে জীবিকা বিপন্ন হয়;তখন পরিবেশ আর বিলাসিতা নয়, এটি বেঁচে থাকার প্রশ্ন।

এই বাস্তবতা রাজনৈতিক দলগুলির কাছেও অজানা নয়। তারা বুঝতে পারছে, পরিবেশগত সমস্যাগুলি উপেক্ষা করা আর সম্ভব নয়। তাই বিভিন্ন নির্বাচনী ইস্তাহারে পরিবেশ সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি ক্রমশ বাড়ছে। কেউ বলছে সবুজ শক্তির প্রসার ঘটাবে, কেউ বলছে দূষণ নিয়ন্ত্রণে কঠোর পদক্ষেপ নেবে, কেউ আবার

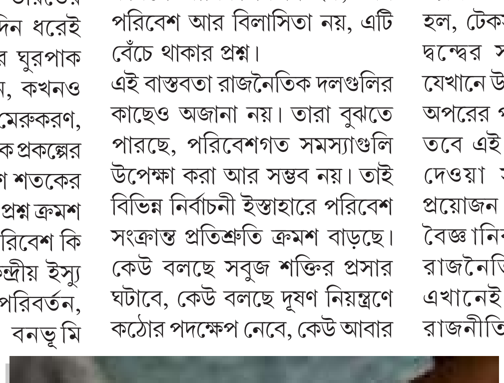

টেকসই উন্নয়নের কথা বলছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই প্রতিশ্রুতিগুলি কতটা আন্তরিক? এগুলি কি শুধুমাত্র ভোটের সময় উচ্চারিত কিছু শব্দ, না কি সত্যিই বাস্তবায়নের ইচ্ছা রয়েছে? এই সন্দেহ অমূলক নয়। অতীত অভিজ্ঞতা বলছে, পরিবেশ প্রায়শই উন্নয়নের কাছে পরাজিত হয়েছে। শিল্পায়ন, অবকাঠামো নির্মাণ, নগরায়ন;এই সব প্রকল্পের জন্য বহুবার পরিবেশগত নিয়ম শিথিল করা হয়েছে। বনভূমি কেটে ফেলা হয়েছে, নদীর গতিপথ পরিবর্তন করা হয়েছে, এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহার করা হয়েছে।

এখানেই আসে উন্নয়ন বনাম পরিবেশের চিরাচরিত দ্বন্দ্ব। রাজনৈতিক দলগুলি প্রায়শই এই দ্বন্দ্বকে এমনভাবে উপস্থাপন করে, যেন একটিকে বেছে নিলে অন্যটি ত্যাগ করতেই হবে। কিন্তু বাস্তবতা হল, টেকসই উন্নয়নের ধারণা এই দ্বন্দ্বের সমাধান দিতে পারে; যেখানে উন্নয়ন এবং পরিবেশ একে অপরের পরিপূরক হয়ে ওঠে।

তবে এই ধারণাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া সহজ নয়। এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছা। এবং এখানেই বড় প্রশ্ন;নির্বাচনী রাজনীতির স্বল্পমেয়াদি লাভ-ক্ষতির হিসাবের মধ্যে কি এই দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি জায়গা পাবে? ভোটের রাজনীতিতে সাধারণত সেই ইস্যু গুলিই বেশি গুরুত্ব পায়, যা দ্রুত ফলাফল দেখাতে পারে এবং সরাসরি ভোটারদের প্রভাবিত করতে পারে। পরিবেশগত সমস্যা অনেক সময় ধীরে ধীরে প্রভাব ফেলে, এবং তার সমাধানও দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ। ফলে রাজনৈতিক দল গুলি অনেক সময় এই ইস্যুকে প্রাধান্য দিতে অনীহা দেখায়।

তবে পরিস্থিতি বদলাচ্ছে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। তারা শুধু ভোটার নয়, তারা মতামত গঠনকারীও। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তারা পরিবেশগত সমস্যাগুলিকে সামনে নিয়ে আসছে, এবং রাজনৈতিক দলগুলির উপর চাপ সৃষ্টি করছে। বিশ্বজুড়েও আমরা দেখছি, পরিবেশ এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন দেশে 'গ্রিন পলিটিক্স' বা সবুজ রাজনীতি ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে আন্দোলন, নবায়নযোগ্য শক্তির প্রসার, এবং পরিবেশবান্ধব নীতির দাবি;এই সবই রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে চলে এসেছে।

ভারতেও এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, যদিও তা এখনও প্রাথমিক স্তরে। কিছু রাজ্যে পরিবেশগত প্রশ্ন স্থানীয় নির্বাচনে প্রভাব ফেলেছে। কোথাও খনি প্রকল্পের বিরুদ্ধে আন্দোলন, কোথাও শিল্প দূষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ;এই সব ঘটনাই দেখায়, মানুষ এখন পরিবেশ নিয়ে আরও সচেতন।

কিন্তু এই সচেতনতা কি জাতীয় নির্বাচনের ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারবে? এটি একটি জটিল প্রশ্ন। কারণ ভারতের মতো বৈচিত্র্যময় দেশে ভোটারদের অগ্রাধিকারও ভিন্ন। কোথাও কর্মসংস্থান প্রধান ইস্যু, কোথাও কৃষি, কোথাও আবার সামাজিক নিরাপত্তা। এই বহুমাত্রিক বাস্তবতার মধ্যে পরিবেশ কতটা জায়গা পাবে, তা নির্ভর করবে রাজনৈতিক দলগুলির কৌশল এবং জনমতের উপর।

এখানে মিডিয়ার ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশগত সমস্যা গুলিকে যদি ধারাবাহিকভাবে সামনে আনা হয়, তবে তা জনমত গঠনে বড় ভূমিকা নিতে পারে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, এই বিষয়গুলি সাময়িকভাবে আলোচনায় এলেও, দ্রুতই অন্য ইস্যুর আড়ালে চলে যায়। একইসঙ্গে, নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রেও পরিবেশকে গুরুত্ব দেওয়া জরুরি। শুধুমাত্র নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি নয়, বাস্তব পদক্ষেপই এখানে মূল বিষয়। দূষণ নিয়ন্ত্রণে কঠোর আইন প্রয়োগ, নবায়নযোগ্য শক্তিতে বিনিয়োগ, বন সংরক্ষণ, এবং জল ব্যবস্থাপনার উন্নতি যা কার্যকর করার প্রয়োজন। তবে এই সমস্ত পদক্ষেপের জন্য অর্থনৈতিক বিনিয়োগ দরকার, যা রাজনৈতিক ভাবে সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে যায়।

রাইটার্সে অলিন্দ যুদ্ধ

বিনয় বাদল দীনের রাইটার্স অভিযান যা বলতে গেলে ভগৎ সিংয়ের সাহসের কথা মনে করায়। ১৯৩০ সালের ৮ই ডিসেম্বর। রৌদ্রোজ্জ্বল দিন। তিন যুবককে সাহেবি পোশাকে সজ্জিত হয়ে রাইটার্স বিল্ডিং এর গেটের সামনে এসে উপস্থিতল হল। বেলা সাড়ে বারোটা। কর্মপ্রবাহ শুরু হয়ে গেছে। কোনও রকম ইতস্তত না করে তিনজন রাইটার্সের সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে গেলেন। তারা কারাবিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্নেল সিমসন সাহেবের সঙ্গে দেখা কররা ইচ্ছা। বাধা দেবার আগেই তিনজন দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়লেন। সিমসন তখন নিজের ঘরে বসে মন দিয়ে ফাইল দেখছিলেন। পায়ের শব্দ পেয়ে মুখ তুলে তাকাতেই তিন যুবকের হাতে পিস্তল গর্জন করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মেখোতে লুটিয়ে পড়লেন অত্যাচারী প্রসাশক সিমসন। এই তিন যুবকের নাম বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত ওরফে সুধীর গুপ্ত এবং দীনেশ গুপ্ত। সংক্ষেপে বিনয়-বাদল-দীনেশ। ডালহৌসি অঞ্চলটিকে এখন বিবাদীবাগ নামে ডাকা হয়। তারা মহাকরণ অলিন্দে যে সম্মুখ সমরে যোগ দিয়েছিলেন, সে কথা আজ ইতিহাস হয়ে গেছে। আজও চোখ বন্ধ করলে আমরা যেন গুলির শব্দ শুনতে পাই।রাইটার্সের অভ্যন্তরে আলোড়ন পড়ে গেল। ছুটে এল রক্ষীর দল। পুলিশ বিভাগের অন্য অফিসাররা এসে ওই তিন যুবককে লক্ষ্য করে গুলি চালান। কিন্তু আশ্চর্য, সবগুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। ততক্ষণে বারান্দা পার হয়ে গুলি চালাতে চালাতে তিন অসম সাহসী যুবক পাসপোর্ট অফিসের সামনে চলে গেছে। শুরু হল গুলির বিনিময় গুলি। জরুরী বার্তা পৌঁছে গেছে পুলিশ হেডকোয়ার্টার লালবাজারে। বিশাল পুলিশবাহিনী এলো। ক্রমাগত গুলি চালিয়ে তিন যুবক শেষ পর্যন্ত একটি ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পুলিশ বাহিনী উপস্থিত হওয়ার আগেই গুলি ফুরিয়ে গেল। এবার ধরা পড়তে হবে। কিন্তু যারা জন্ম বিপ্লবী তারা তো এভাবে আত্মসমর্পণ করতে পারেন না। তাই মৃত্যুবরণ করতে হবে। তার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছিলেন বিনয়-বাদল-দীনেশ দলনেতা বিনয় তার নির্দেশে পকেট থেকে উগ্র বিষ বের করা হল। অবলীলায় তা মুখে পুরে দেওয়া হল। বিনয়ের মাথায় গুলি লেগে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। তিনি আচ্ছন্নের মত বসে পড়লেন টেবিলের উপর। বাদল প্রাণ হারিয়েছিলেন আগেই, দীনেশও আহত, পটাশিয়াম মুখে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন। বীরদর্পে পুলিশ অফিসাররা ওই ঘরে প্রবেশ করল। তারা দেখল একজন যুবকের প্রাণহীন দেহ মেঝের উপর পড়ে। আর একজন সংজ্ঞাহীন। আর একজন আচ্ছন্ন। তিন জনকে হাসপাতালে পাঠানো হল। বাদল হাসপাতালে পৌঁছাবার আগেই প্রাণ হারিয়েছিলেন। বিনয় এবং দীনেশকে সুস্থ করার চেষ্টা করা হল। শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেলেন দীনেশ। বিনয় বেঁচে গেলেন তবে মাথায় আঘাতের জন্য চিকিৎসাধীন রয়েছেন। পুলিশ অনেক চেষ্টা করেছিলেন এই দুই বিপ্লবীর কাছ থেকে গোপন খবর বের করতে। তাদের নানাভাবে আঘাত করা হল। কোন কথা বের করা সম্ভব হলো না। সুস্থ হয়ে উঠেছেন বুঝতে পেরে বিনয় মাথার ব্যান্ডেজ আলগা করে ক্ষতস্থানে আঙুলের খোঁচা দিয়ে তা বিষাক্ত করে তুললেন। তাই গ্রেফতার হবার পাঁচ দিনের মধ্যেই নিশ্চিত মৃত্যু এসে উপস্থিত। সুস্থ হলে পুলিশ অত্যাচার বৃদ্ধি

বর্ধমান দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী মৌমিতার সমর্থনে এসে আই প্যাক কে তোপ অসমের মুখ্যমন্ত্রীর

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২২ এপ্রিল ঃ 'নির্বাচনে বিজেপি, তৃণমূল, কংগ্রেস ইত্যাদি রাজনৈতিক দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। কিন্তু এর মধ্যে আই প্যাক কোথা থেকে এলো। আই প্যাক তো কোন রাজনৈতিক দল নয়। বাংলায় যে তোলাবাজি ও সিন্ডিকেট রাজ চলে তা আই প্যাকের মাধ্যমে হয়'। বুধবার বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্রের সমর্থনে এক মেগা র‍্যালিতে এসে আই প্যাকের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। এদিন বর্ধমান শহরের কার্জন গেট থেকে রাজবাটি পর্যন্ত আয়োজিত ওই বর্ণাঢ্য র‍্যালিতে বিজেপি প্রার্থীকে সঙ্গে নিয়ে প্রচার সারেন তিনি। মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র ছাড়াও এদিনের র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলে বর্ধমান উত্তর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী সঞ্জয় দাস এবং বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিত তা। বর্ণাঢ্য এই রোড শো শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি আরও বলেন, আই প্যাকের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্ত চলাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে ওই প্যাকের কার্যালয়ে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পদের সম্মান হানী করেছেন। এবারের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে ২০০ এর বেশী আসন জিতে সরকার গঠন করবে বিজেপি। বর্ধমান দক্ষিণ ও বর্ধমান উত্তর এই দুটি কেন্দ্রেই বিজেপি বলে এদিন দাবী করেন তিনি। হিমন্ত বিশ্বশর্মার এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাকে ঘিরে এদিন ব্যাপক উৎসাহ দেখা যায় বিজেপি কর্মী সমর্থক ছাড়াও সাধারণ মানুষের মধ্যেও। প্রচন্ড দাবদাহ থাকলেও প্রায় এক কিলোমিটারের বেশী ওই রাস্তার দুপাশে প্রচুর মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। দুই প্রার্থী সহ অসমের মুখ্যমন্ত্রী রাস্তার দুই পাশের অধীর আগ্রহে উপস্থিত থাকা মানুষজনদের হাতজোড় করে অভিবাদন জানান, সাধারণ মানুষও তার প্রতি-বিনিময় করেন। রথের অনুরূপ সাজানো গাড়ি থেকে তারা ফুল ছুঁড়ে, হাত নেড়ে মানুষজনকে আনন্দ দেন। বর্ধমানে রোড শো করার আগে তিনি কালনায় বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে একটি জনসভা করেন। সেখানে তিনি অনুপ্রবেশ নিয়ে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। নির্বাচনের দিন কয়েক আগে বর্ধমানে বিজেপির এই রোড শো সাংগঠনিক দিক থেকে ও জনসংযোগ বাড়ানোর গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। বর্ধমান দক্ষিণের লড়াকু বিজেপি প্রার্থী তথা আইনজীবী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্রের সমর্থনে হিমন্ত বিশ্বশর্মার এই রোড শো নির্বাচনী লড়াইয়ে তাৎপর্যপূর্ন ভূমিকা নেবে বলেও মনে করছেন তারা।

ভোটের মুখে উত্তপ্ত দুর্গাপুর, বিজেপি কর্মীদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে থানা ঘেরাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ২২ এপ্রিল ঃ দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রে প্রথম দফার নির্বাচনের ঠিক আগের দিন রাজনৈতিক উত্তেজনা চরমে পৌঁছাল। মঙ্গলবার বিজেপি ও তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের জেরে তিন বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এই গ্রেফতারের প্রতিবাদে বুধবার দুর্গাপুর থানা ঘেরাও করে বিশাল বিক্ষোভ দেখান বিজেপি নেতৃত্ব। বিক্ষোভে শামিল ছিলেন বিজেপি প্রার্থী চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ও। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার এই কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ। মঙ্গলবার প্রচারের শেষ দিনে জে. সি. বোস এলাকায় বিজেপির প্রচার চলাকালীন দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। অভিযোগ, মুহূর্তের মধ্যে সেই বিবাদ হিংসাত্মক রূপ নেয় এবং দুই পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। তৃণমূলের অভিযোগ, তাদের কর্মীদের মারধর করার পাশাপাশি বেশ কিছু মোটরসাইকেল ভাঙচুর করা হয়েছে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে পুলিশ তদন্তে নেমে তিন বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতার করে। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, সংঘর্ষ দুই পক্ষের মধ্যে হলেও পুলিশ কেন বেছে বেছে শুধুমাত্র তাদের কর্মীদেরই গ্রেফতার করল? এই প্রশ্ন তুলে এদিন দুপুর থেকে থানার সামনে স্লোগান ও বিক্ষোভ শুরু করেন বিজেপি কর্মীরা। পুলিশের বিরুদ্ধে একপেশে পদক্ষেপ নেওয়ার অভিযোগ তুলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিজেপি প্রার্থী চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমরা শান্তিপূর্ণভাবে প্রচার করছিলাম, তখনই তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা আমাদের মিছিলে হামলা চালায়। কর্মীরা কেবল আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পুলিশ প্রকৃত অপরাধীদের আ।ল করে আমাদের কর্মীদের গ্রেফতার করেছে। আমরা এই অন্যায়ের বিচার চাই। অন্যদিকে, তৃণমূল প্রার্থী প্রদীপ মজুমদার সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে পাল্টা দাবি করেন যে, বিজেপি এলাকায় ক্রমাগত সন্ত্রাস ছড়ানোর চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, বাংলার মানুষ বিজেপির এই অত্যাচারের জবাব দেবে। পুলিশ আইন অনুযায়ী কাজ করছে এবং যারা দোষী তাদের শাস্তি হবেই। ভোটের আগের দিন এই গ্রেফতার এবং পাল্টা বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে গোটা শিল্পাঞ্চলে থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী।

নবদ্বীপে তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে রোড শো'তে অংশ নিলেন সাংসদ তথা অভিনেতা দেব

দেবাশিস কংশবণিক, নবদ্বীপ, ২২ এপ্রিল ঃ বুধবার দুপুরে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ৮৪ নম্বর নবদ্বীপ বিধানসভা কেন্দ্রে ষষ্ঠবারের জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের পদপ্রার্থী পুণ্ডরীকাক্ষ সাহার সমর্থনে দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের নিয়ে রোড শো - এর আয়োজন করে তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি। তৃণমূল প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারে নদীয়ার বেতাই থেকে হেলিকপ্টারে ভাগীরথী বিদ্যাপীঠ ময়দানে অবতরণ করেন দলীয় সাংসদ তথা বাংলার চলচ্চিত্র জগতের অভিনেতা দেব ওরফে দীপক অধিকারী। এরপর স্বরূপগঞ্জ ভাগীরথী বিদ্যাপীঠের সামনে থেকে আলাদা আলাদা ভাবে দুটি হুড খোলা গাড়িতে নবদ্বীপ কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী পুণ্ডরীকাক্ষ সাহা ও সাংসদ তথা অভিনেতা দেব ওরফে দীপক অধিকারী প্রচারে বেরিয়ে পড়েন। স্বরূপগঞ্জ থেকে সিএমসিবি এলাকা দীর্ঘ প্রায় তিন কিলোমিটার রোড শোতে অংশ নেন সাংসদ তথা অভিনেতা দেব। অপরদিকে প্রিয় অভিনেতা দেবকে একটি বারের জন্য চোখের দেখা দেখা দেখতে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় হাজার হাজার যুবক-যুবতী সহ বিভিন্ন বয়সী মানুষজনকে। এক মহিলা অনুরাগী বলেন আমাদের প্রিয় অভিনেতা দেবকে একটিবার চোখের দেখা দেখতে পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি। এই কেন্দ্রে কে জিতবে এ প্রশ্নের উত্তরপটে ওই মহিলা জানান, কোনও সন্দেহ নেই এবারও জিতবে নন্দ ওরফে পুণ্ডরীকাক্ষ সাহা। দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে রোড শো কতটা সফল হয়েছে এই প্রশ্নে তৃণমূলের রানাঘাট সাংগঠনিক জেলা দক্ষিণের সভাপতি দেবাশীষ গাঙ্গুলী জানান,দলীয় সাংসদ দেবের রোড শোতে মানুষের উপস্থিতি প্রমাণ করে মানুষ উন্নয়নের সঙ্গে আছেন,

সম্প্রীতি ও শান্তির পক্ষে আছেন। এদিনের রোড শোতে ছিলেন, তৃণমূলের রানাঘাট সাংগঠনিক জেলা দক্ষিণের সভাপতি দেবাশীষ গাঙ্গুলী ও সাধারণ সম্পাদক বিমান কৃষ্ণ সাহা, নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি তাপস ঘোষ, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কল্লোল কর সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এছাড়াও ছিলেন হাজার হাজার কর্মী সমর্থক বৃন্দ।

চূড়ান্ত বর্ষের পড়ুয়াদের জন্য খুলল প্রধানমন্ত্রীর প্রশিক্ষণ প্রকল্পের সুযোগ, বাড়ল যোগ্যতার পরিসর

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল ঃ যুবসমাজের কর্মসংস্থানযোগ্যতা ও শিল্পক্ষেত্রে প্রস্তুতি বাড়াতে বড় পদক্ষেপ নিল কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক। প্রধানমন্ত্রীর প্রশিক্ষণ প্রকল্প (পিএমআইএস)-এর পাইলট পর্যায়ে যোগ্যতার মানদণ্ড সম্প্রসারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ, এই প্রকল্পটি এখন

পরীক্ষামূলকভাবে সীমিত পরিসরে কার্যকর করা হচ্ছে, যাতে এর কার্যকারিতা, বাস্তবায়ন পদ্ধতি এবং অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলোর প্রতিক্রিয়া যাচাই করা যায়। সফলভাবে পর্যালোচনা সম্পন্ন হলে ভবিষ্যতে এটি আরও বিস্তৃতভাবে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে চালু করা হবে। এর ফলে এখন থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্সের চূড়ান্ত বর্ষের পড়ুয়ারাও এই প্রকল্পে আবেদন করতে পারবেন। মন্ত্রক সূত্রে জানানো হয়েছে, ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সি চূড়ান্ত বর্ষের পড়ুয়ারা এখন দেশের শীর্ষ সংস্থাগুলিতে পিএমআইএস পোর্টালে ইন্টার্নশিপের জন্য আবেদন করতে পারবেন। শিক্ষা মন্ত্রক উচ্চশিক্ষা বিভাগের সঙ্গে আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, আবেদন করার সময় শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে 'নো অবজেকশন সার্টিফিকেট' (এনওসি) জমা দিতে হবে। এতে উল্লেখ থাকবে যে, ইন্টার্নশিপ তাদের পড়াশোনায় কোনও বাধা সৃষ্টি করবে না। সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রধান, ডিন, অথবা ট্রেনিং ও প্লেসমেন্ট আধিকারিকের স্বাক্ষর এতে বাধ্যতামূলক। এই উদ্যোগটি ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি-এর লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেখানে অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষা, শিল্পক্ষেত্রের সঙ্গে সংযোগ এবং ব্যবহারিক প্রশিক্ষণকে উচ্চশিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে পড়াশোনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা বাস্তব কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পাবেন, যা তাদের সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, যোগাযোগ ক্ষমতা এবং দলগত কাজের মানোন্নয়নে সহায়তা করবে। প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতি মাসে ন্যূনতম ৯,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। পাইলট পর্যায়ে ইতিমধ্যেই ৩০০-র বেশি সংস্থা যুক্ত হয়েছে, যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইন্টার্নশিপের সুযোগ প্রদান করছে। বর্তমানে এই প্রকল্পের তৃতীয় ধাপ চালু হয়েছে, যেখানে নিয়মিতভাবে নতুন ইন্টার্নশিপ পোস্ট করা হচ্ছে। যোগ্য প্রার্থীরা নির্দিষ্ট পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন করে নিজেদের আগ্রহ ও কেরিয়ার লক্ষ্য অনুযায়ী ইন্টার্নশিপ বেছে নিতে পারবেন।

প্রথম দফার ভোটে কড়া নিরাপত্তা, ৩,২৪৯ বুথে ভোটগ্রহণে প্রস্তুত প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২২ এপ্রিল ঃ আগামীকাল ২৩ এপ্রিল রাজ্যে প্রথম দফার নির্বাচন। মালদা জেলায় ৩,২৪৯ টি বুথে মোট ভোটার ২৭ লক্ষ ৯১ হাজার ৭৩৬ জন। (ট্রাইবুনালের সংযুক্ত তালিকার আগে পর্যন্ত)। এরমধ্যে মহিলা ভোটার সংখ্যা ১৩ লক্ষ ৪৯ হাজার ৬০৯ জন। পুরুষ ভোটার সংখ্যা ১৪ লক্ষ ৪২ হাজার ৬০ জন। মালদায় তিনটি ডিসিআরসি সেন্টার করা হয়েছে। মালদা কলেজ, পলিটেকনিক কলেজ এবং চাঁচল মহকুমার সিদ্ধেশ্বরী হাইস্কুলে। সকাল থেকেই ভোট কর্মীরা ডিসিআরসি সেন্টার গুলিতে এসে পৌঁচেছেন। শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণের জন্য ইভিএম মেশিন, ভি ভি প্যাড সহ অন্যান্য সরঞ্জাম দেওয়ার কাজ। জেলায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি মোকাবিলায় এক কোম্পানি মহিলা জওয়ান সহ মোট ১৭২ কোম্পানি কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী থাকছে। এছাড়াও ভোটের কাজে যুক্ত থাকবেন প্রায় তিন হাজার পুলিশ কর্মী। কেরল, উত্তরপ্রদেশ থেকেও সশস্ত্র পুলিশ আনা হয়েছে মালদা। নির্বাচনের ৩২৭ টি কুইক রেসপন্স টিম। ৩৭ টি নাকা চেকিংয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রতিটি বুথে থাকছে ক্যামেরার নজরদারি।

চলছে শেষ মুহুর্তের প্রস্তুতি মুর্শিদাবাদের পাঁচটি ডিসিআরসি-তে ব্যস্ততা তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২২ এপ্রিল ঃ আজ মুর্শিদাবাদ জেলার ২২ টি বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচন। তার আগে বুধবার থেকে মুর্শিদাবাদের পাঁচটি ডিসিআরসি-তে ব্যস্ততা তুঙ্গে । ইতিমধ্যেই মুর্শিদাবাদ জেলা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী দু-একটি জেলা থেকে ভোট কর্মীরা বিভিন্ন ডিসিআরসি-তে এসে ইভিএম মেশিন এবং অন্যান্য জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে শুরু করেছেন। তবে ভোট কর্মীরা সঠিক ভাতা না পাওয়ায় ব্যাপক বিক্ষোভ ছড়িয়েছে মুর্শিদাবাদের ডোমকল এবং বহরমপুরের

ডিসিআরসি-তে। ডোমকল ডিসিআরসি-তে নদীয়া জেলা থেকে ডিউটি করতে আসা বেশ কিছু ভোট কর্মী অভিযোগ করেন, মুর্শিদাবাদ জেলার যে সমস্ত ভোট কর্মীরা এই জেলাতেই ডিউটি করছেন তাঁরা নিজেদের প্রাপ্য ভাতা পেয়ে গিয়েছেন। অথচ পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে আমরা যারা ভোট করতে এসেছি তাঁরা এখনও সম্পূর্ণ প্রাপ্য ভাতা পাইনি। ভোট কর্মীরা জানিয়েছেন, প্রিজাইডিং অফিসারের প্রাপ্য ২৬৩০ টাকা এবং বাকি ভোট কর্মীদের তার থেকে কিছু কম টাকা প্রাপ্য। যদিও তাদের অনেকেই ১১৭০ বা ১৩৭০ টাকা পেয়েছেন। নদীয়া থেকে ডোমকলে ভোট করতে আসা এক ভোট কর্মী বলেন, আমাদেরকে দু'টি জেলায় ভোটের ডিউটি করতে হচ্ছে। আমাদের অ্যাকাউন্টে কিছু টাকা দেওয়া হয়েছে। বাকি টাকা ডিসিআরসি-তে দিয়ে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছিল। আজ সকালে প্রায় ৪০০ জন ভোট কর্মীকে সেই টাকা দেওয়ার পর বাকিদের টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই টাকা না পেলে আমরা ভোট করতে যাব না। ডিসিআরসি-তে উত্তেজনা ছড়াতেই সেখানে পৌঁছান ডোমকলের মহকুমা শাসক শুভঙ্কর বালা এবং এসডিপিও শুভম বাজাজ। তাঁরা ভোট কর্মীদেরকে বুঝিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে। প্রায় একই রকমের ঘটনা ঘটেছে বহরমপুরের ডিসিআরসি-তেও। সেখানেও ভোট কর্মীরা অভিযোগ করেছেন তাঁরা প্রাপ্য টাকা পাচ্ছেন না। ডিউটি করতে যাওয়ার আগে প্রাপ্য টাকা না পেলে ভোট করতে যাবেন না বলেও অনেক ভোট কর্মী জানিয়ে দিয়েছেন। ইতিমধ্যেই তাঁরা বহরমপুরের ডিসিআরসি-র একটি দরজা বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকেরা ইতিমধ্যেই এলাকায় পৌঁছেছেন। বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদ জেলার ২২ টি বিধানসভা আসনে ২২০ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করা হবে। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলায় মোট বুথের সংখ্যা ৬১৫৯। অতি স্পর্শকাতর বুথ ২৩২৮। জেলায় সামশেরগঞ্জে সব থেকে বেশি 'অতি স্পর্শকাতর' ২১৫ টি বুথ রয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলাতে ২২টি বিধানসভা কেন্দ্র মোট ভোটার ৫০ লক্ষ ২৬ হাজার ২১৩ জন। পুরুষ ভোটার ২৫ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭৬৪ জন। মহিলা ভোটার ২৪ লক্ষ ৩৭ হাজার ৩৭৪ জন। তৃতীয় লিঙ্গের ৭৫ জন ভোটার রয়েছেন। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলায় ২৪০ কোম্পানি সিএপিএফ ও জঙ্গিপুর পুলিশ জেলায় ৭৬ কোম্পানি সিএপিএফ জওয়ান নিরাপত্তার জন্য রাখা থাকছে।

১ মে থেকে কার্যকর হচ্ছে অনলাইন গেমিং সংক্রান্ত নতুন নিয়ম

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল ঃ অনলাইন গেমিং সংক্রান্ত নতুন নিয়ম ১ মে থেকে কার্যকর হতে চলেছে বলে বুধবার জানিয়েছে কেন্দ্রীয় বৈদ্যুতিন ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের। এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিধান গত বছর আগস্ট মাসে সংসদে পাস হওয়া একটি আইনের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য অনলাইন গেমিংয়ের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেনজনিত ঝুঁকি থেকে সাধারণ মানুষকে, বিশেষ করে তরুণ ও শিশুদের সুরক্ষা প্রদান করা। মন্ত্রক সূত্রে জানানো হয়েছে, আন্ত ঃমন্ত্রক পরামর্শ এবং আইন বিষয়ক বিভাগের গভীর পর্যালোচনার পর এই নিয়মাবলি চূড়ান্ত করা হয়েছে। নতুন নিয়মের লক্ষ্য হলো আইন কার্যকর করার জন্য একটি স্পষ্ট ও সময়সীমা নির্ধারিত কাঠামো তৈরি করা। নিয়ম প্রণয়নের সময় বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে নাগরিকদের সুরক্ষার উপর, বিশেষ করে শিশু এবং দুর্বল শ্রেণির মানুষের নিরাপত্তার বিষয়টি। পাশাপাশি অনলাইন গেমিং শিল্পকে পরিষ্কার নির্দেশিকা দেওয়া, নিষিদ্ধ গেমের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন বন্ধ করা এবং ব্যবহারকারীদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার বিষয়েও জোর দেওয়া হয়েছে। নতুন নিয়ন্ত্রক কাঠামোটি ছয়টি অংশ ও ২৬টি নিয়মে বিভক্ত। এতে অনলাইন গেমিং কর্তৃপক্ষ গঠন, গেমের শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি, নিবন্ধন ব্যবস্থা, ব্যবহারকারী সুরক্ষা ব্যবস্থা, দ্বিস্তরীয় অভিযোগ নিস্পত্তি ও আপিল ব্যবস্থা এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মন্ত্রকের মতে, এই কাঠামো স্বচ্ছতা, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ডিজিটাল পরিচালনা এবং কার্যকর নজরদারির মাধ্যমে অনলাইন গেমিং খাতকে সুশৃঙ্খলভাবে বিকাশে সহায়তা করবে।

আবারো উত্তপ্ত নন্দীগ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, নন্দীগ্রাম, ২২ এপ্রিল ঃ রাত পোহালেই নির্বাচন তার আগে আবারো উত্তপ্ত হয়ে উঠল হাইভোল্টেজ বিধানসভা কেন্দ্র নন্দীগ্রাম। নন্দীগ্রামের ভেকুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাড়কাগুপসরা ৫১ এবং ৫২ নম্বর বুথে তৃণমূল এবং বিজেপি উভয়ে উভয়ের দিকে মারধর এবং বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ তুলল। তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, গতকাল রাতে স্থানীয় বিজেপি নেতা মধু সুদন সাহুর নেতৃত্বে বিজেপির দুষ্কৃতীরা কেন্দ্রীয় বাহিনী কে সঙ্গে নিয়ে তৃণমূল কর্মীদের বাড়ি, টোটো ভাংচুর করে, এমন কি বাড়ীর আলমারির লকার ভেঙে গহনা লুট করে। রাস্তায় লাগানো তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা, বন্যার ফেস্টুন, ছিঁড়ে দেয়। ব্যাপক মারধর করে বলে অভিযোগ। অপর দিকে বিজেপি অভিযোগ করছে, মঙ্গল মাইতি নামের এক বিজেপি কর্মীকে কাগুপসরা মালাকার মোড়ে ব্যাপক মার ধর করেছে, তার স্পেইনাল কড ভেঙে গিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী পবিত্রকর অভিযোগ করেন এরা হেরে যাবার ভয়ে আমাদের কর্মীদের ওপর এভাবে অত্যাচার করছে। সব মিলিয়ে আবারও উতপ্ত রাজ্য রাজনীতির হটস্পট কেন্দ্র নন্দীগ্রাম।

করিমপুরে রোডশো করলেন মিঠুন চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২২ এপ্রিল ঃ নির্বাচনের আবহে নদীয়া জেলায় বাড়তি উত্তেজনা ছড়াল তারকা উপস্থিতি। বুধবার করিমপুর বিধানসভা কেন্দ্রে এক জমজমাট রোডশোর নেতৃত্ব দেন বিশিষ্ট অভিনেতা ও বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী । তাঁর উপস্থিতিতে করিমপুরের রাজনৈতিক ময়দান প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যেও ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।বিজেপি প্রার্থী সমরেন্দ্রনাথ ঘোষের সমর্থনে আয়োজিত এই রোডশোটি করিমপুরের নটনা মোড় থেকে শুরু হয়। রাস্তার দু'ধারে ভিড় জমে যায় সমর্থক ও কৌতূহলী মানুষের। দলীয় পতাকা, স্লোগান ও ঢাক-ঢোলের আওয়াজে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। বিভিন্ন রাজনৈতিক শিবিরের কর্মী-সমর্থকরাও এই প্রচারে নজর কাড়েন। প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী রোডশোটি নটিডাঙা মোড় পর্যন্ত যাওয়ার কথা থাকলেও, হঠাৎ শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করায় মিঠুন চক্রবর্তী নির্ধারিত সময়ের আগেই কর্মসূচি শেষ করেন। যদিও সংক্ষিপ্ত সময়ের এই রোডশো ঘিরেই সাধারণ মানুষের উচ্ছ্বাসে কোনও ঘাটতি ছিল না।

ভৈরবী-বদরপুর-পাথরখোলা সেকশনের ব্যাপক সুরক্ষাজনিত পরিদর্শন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজারের

মালিগাঁও, ২২ এপ্রিল ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব ২১ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে লামডিং ডিভিশনের অধীনস্থ ভৈরবী-বদরপুর এবং বদরপুর-পাথরখোলা সেকশনের পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শন চলমান সুরক্ষা অভিযান এবং পরিকাঠামোগত প্রস্তুতির পর্যালোচনার অংশ হিসেবে করা হয়েছে, বিশেষত আসন্ন বর্ষা মৌসুমের প্রতি লক্ষ্য রেখে। পরিদর্শনের সময়, রেললাইনের উপযুক্ততা এবং বিভিন্ন অংশের কাঠামোগত অখণ্ডতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে লাইনগুলির একটি বিস্তারিত 'উইন্ডো ট্রেইলিং' পরিদর্শন সম্পন্ন করা হয়। এই অনুশীলনটি রেলওয়ে পরিকাঠামোর ত্রুটিসমূহ শনাক্ত করতে এবং জলাবদ্ধতা, ভূমি ক্ষয় ও রেললাইনের অস্থিতিশীলতার মতো বর্ষাকালীন প্রত্যাহ্বানগুলির বিরুদ্ধে এর সহনশীলতা নিশ্চিত করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জেনারেল ম্যানেজার সুরক্ষা-সংক্রান্ত মূল মানদণ্ডগুলো পর্যালোচনা করেন এবং আধিকারিকদের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ও যথাসময়ে রক্ষণাবেক্ষণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করার নির্দেশ দেন। এই উপলক্ষ্যে, জেনারেল ম্যানেজার বদরপুরে অবস্থিত নবনির্মিত সাব ডিভিশনাল ট্রেইনিং সেন্টার এবং আল্ট্রাসনিক ফ্লো ডিটেকশন (ইউএসএফডি) গবেষণাগার পরিদর্শন করেন। এই সুবিধাসমূহের লক্ষ্য হলো রেলকর্মীদের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা শক্তিশালী করা এবং রেললাইন পরিদর্শন ও ত্রুটি শনাক্তকরণ ব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা। এই পদক্ষেপগুলি সুরক্ষিত ও অধিক নির্ভরযোগ্য রেল চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণের প্রতি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে। তিনি এই সফরের সময় বদরপুর রেল স্টেশনও পরিদর্শন করেন এবং চলমান বিকাশমূলক কাজগুলির খোঁজখবর নেন। মিজোরামের ভৈরবী থেকে সাইরাং পর্যন্ত বিস্তৃত, কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ রেল সংযোগ প্রকল্পের প্রেক্ষাপটে এই পরিদর্শনটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। ২০২৫ সালে চালু হওয়া এই সংযোগটি আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করেছে এবং দেশের অবশিষ্ট অংশের সাথে মিজোরামের অর্থনৈতিক সংহতিতে অবদান রেখেছে। সাইরাং পর্যন্ত রেল সংযোগ চালু হওয়ার ফলে পর্যটন এবং রাজ্যের অর্থনীতিতে এক বিশাল গতি সঞ্চারিত হয়েছে।

ভৈরবী পর্যন্ত বিদ্যমান অংশের সুরক্ষা ও দৃঢ়তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি এই বিস্তৃত নেটওয়ার্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ হিসেবে কাজ করে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়্গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সামগ্রীর পাশে উল্লিখিত তারিখে **দুপুর ৩টার** আগে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যেটি **দুপুর ৩.৩০ মিনিটে** খোলা হবে। **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ টিআরডি-কেজিপি-ডব্লু-২০২৫-২৬-২১আরটি৩, তারিখঃ ২০.০৪.২০২৬। কাজের বিবরণঃ** পদ্মপুকুর- ১০ নম্বর লাইনের পাশে একটি অতিরিক্ত লুপ লাইনের ব্যবস্থা এবং ডেড-এন্ড ১০ নম্বর লাইনটিকে উভয়দিকে প্রবেশ ও প্রস্থানের সুবিধাযুক্ত লুপ লাইনে রূপান্তর করা এবং কোচিং ফিটের জন্য ৬ নম্বর লাইনের উভয়প্রান্তে ১-ইন-৮.৫ ক্রস-ওভারকে ১-ইন-১২-এ রূপান্তরের উদ্দেশ্যে ইয়ার্ডের মানোন্নয়ন (পদ্মপুকুর ইয়ার্ডের ৬ নম্বর লাইনের উভয়প্রান্তে ১-ইন-৮.৫ ক্রস-ওভারকে ১-ইন-১২-এ রূপান্তর করা, ১০ নম্বর লাইনের পাশে একটি অতিরিক্ত লুপ লাইনের ব্যবস্থা এবং পদ্মপুকুর ইয়ার্ডে ১০ নম্বর লাইনটিকে উভয়দিকে প্রবেশ ও প্রস্থানের সুবিধাযুক্ত পূর্ণ দৈর্ঘ্যের লুপ লাইনে রূপান্তর এবং এটি-এর ব্যবস্থা করা)। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১,০৮,০৫,৯১৮.৩০ টাকা। **ইএমডি ঃ** ২,০৪,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য। **খোলার তারিখঃ** ১৪.০৫.২০২৬। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ (বারো) মাস। **জমার তারিখ ঃ** ১৪.০৫.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা পর্যন্ত। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ, স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে জানতে ও অনলাইনে বিড জমা করতে আগ্রহী টেন্ডারদাতারা ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। এই কাজের জন্য কোন ক্ষেত্রেই ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **দ্রষ্টব্য ঃ** সম্ভাব্য বিডারগণ সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-76)**

গাড়ি না পেয়ে বিক্ষোভে ভোটকর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ২২ এপ্রিল ঃ ভোটের প্রাক্কালে চরম ভোগান্তির অভিযোগ তুলে পথে নামলেন ভোটকর্মীরা। ডিসিআরসি সেন্টারে যাওয়ার জন্য নির্ধারিত যানবাহনের ব্যবস্থা না থাকায় দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর বিক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা। বুধবার দুপুরে মাথাভাঙা-কোচবিহার রাজ্য সড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেন একাংশ ভোটকর্মী। এর জেরে এলাকায় ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় এবং সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছায়। জানা গিয়েছে, সিতাই, দিনহাটা, নাটাবাড়ি-সহ একাধিক এলাকা থেকে ভোটকর্মীরা মাথাভাঙায় এসে জড়ো হন। সেখান থেকে তাঁদের কেউ কোচবিহার, কেউ বা দিনহাটার উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু অভিযোগ, ডিসিআরসি সেন্টার থেকে কোনও গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকেও নির্দিষ্ট গন্তব্যে যাওয়ার জন্য কোনও পরিবহণ না পেয়ে ক্ষোভ বাড়তে থাকে ভোটকর্মীদের মধ্যে। অবশেষে সেই ক্ষোভই রূপ নেয় স।ক অবরোধে। প্রায় দীর্ঘ সময় ধরে চলা এই অবরোধের জেরে গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য সড়কে যান চলাচল কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়ে। রাস্তার দু'ধারে আটকে পড়ে অসংখ্য যানবাহন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় মাথাভাঙা থানার পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে থানার আইসি শুভজিত ঝা ভোটকর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন। পুলিশের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর অবশেষে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়। প্রশাসনের তরফে দ্রুত গাড়ির ব্যবস্থা করা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়। সেই আশ্বাসের ভিত্তিতেই অবরোধ তুলে নেন বিক্ষোভকারী ভোটকর্মীরা। পরে প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, সংশ্লিষ্ট ভোটকর্মীদের জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একজন ক্ষুব্ধ ভোটকর্মী জানান, ডিসির তরফে কোনও বাস বা গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়নি বলেই তাঁদের এই চরম পদক্ষেপ নিতে হয়েছে। তিনি বলেন, দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে থাকার পরেও কোনও ব্যবস্থা না হওয়ায় বাধ্য হয়েই তাঁরা রাস্তা অবরোধ করেন। এই ঘটনায় ভোট পরিচালনার প্রস্তুতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে প্রশাসনিক মহলে।

শিবপুরে সাবেক বিধায়কের অতীত কাজই এবার তুরুপের তাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিবপুর, ২২ এপ্রিল ঃ শিবপুরের সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে চিকিৎসক ডাঃ জগন্নাথ ভট্টাচার্য পৌঁছাচ্ছেন মানুষের বাড়ি বাড়ি! রাজনীতির ময়দানে এমন কিছু মানুষ থাকেন যাঁদের পরিচয় রাজনীতির গণ্ডির ঊর্ধ্বে। সেই সমস্ত বিরল ব্যক্তিত্বদের একজন হলেন হাওড়া ১৭২ শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বামপন্থী প্রার্থী চিকিৎসক জগন্নাথ ভট্টাচার্য। যিনি একাধারে প্রথিতযশা চিকিৎসক অন্য দিকে বামপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী এক জননেতা। শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্র সর্বভারতীয় ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী হয়ে দলীয় নেতা কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছেন তিনি। হাওড়া তথা শিবপুরের সুনির্দিষ্ট উন্নয়নের রোডম্যাপ নিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছেন তিনি। জগন্নাথ ভট্টাচার্যের মতে, বর্তমানে হাওড়া হাওড়া পৌরসভার পরিষেবা বিপর্যস্ত। বেহাল দশা নিকাশি ব্যবস্থার। সামান্য বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয় হাওড়ার বিভিন্ন এলাকার সঙ্গে শিবপুরের কিছু অংশ। এই সমস্যা শিবপুরের দীর্ঘদিনের। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, নির্বাচনে জয়ী হলে তাঁর প্রথম কাজ হবে আধুনিক নিকাশি ব্যবস্থার মাধ্যমে এলাকাকে জলাবদ্ধতা মুক্ত করা। পাশাপাশি মানুষের বাড়িতে পরিশ্রুত পানীয় জল পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া এবং বেহাল রাস্তা সংস্কারে তিনি অগ্রাধিকার দেবেন।

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ০৭ অব ২০২৬; তারিখঃ ২০-০৪-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ

টেন্ডার নং.ঃ ডিসিই এসটিএমএলজি-০৫-২০২৬। **কাজের নাম ও স্থানঃ** এসএসই/ডব্লিউ/নামবাড়ীর অধীনে টাইপ- IV বাংলো নং. ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬ (প্রত্যেকটি দুই ইউনিট), ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫ (প্রত্যেকটি দুই ইউনিট), বিজি/১-২, বিজি/৩-৪, বিজি/৫-৬, বিজি/৭-৮, বিজি/৯-১০ (প্রত্যেকটি এক ইউনিট) মোট-৫৫ ইউনিট সহ আদর্শ কলোনীতে ফ্লোর টাইলস সংস্কার, রান্নাঘর বিশেষ সংস্কার এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ৩,০৭,০৬,৬৩৩.১০ টাকা; বায়নার ধনঃ ৬,১৪,১০০.০০ টাকা।

টেন্ডার নং.ঃ ডিসিই এসটিএমএলজি-০৬-২০২৬। **কাজের নাম ও স্থানঃ** গোশালায়ঃ এসএসই/ডব্লিউ/নামবাড়ী ও এইচএস/মালিগাঁও-এর অধীনে গোশালায় কলোনীতে বেকারেন নালা ১.৫ মি. প্রশস্ত (৬৫০ এম দৈর্ঘ্য) এবং সার্ভিস নালা ৩০০ এমএম প্রশস্ত (১৮৮০ এম দৈর্ঘ্য) মেরামতী কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ৩,৪৯,৭২,৫৩০.৬৫ টাকা; বায়নার ধনঃ ৬,৯৯,৫০০.০০ টাকা।

টেন্ডার নং.ঃ ডিসিই এসটিএমএলজি-০৭-২০২৬। **কাজের নাম ও স্থানঃ** গোশালায় ছিদ্রযুক্ত ছাদের এসি শীট পরিবর্তন করে নতুন কালার কোটেড প্রোফাইল শীট-এর ব্যবস্থা [illegible] ১২৮/এবি, ১২৯/এবি, মোট-১০৬ ইউনিট টাইপ-II সেমি পাক্কা সংস্কার কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৩০,৮০,৭৬৬.৭৬ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,৬১,৬০০.০০ টাকা।

টেন্ডার নং.ঃ ডিসিই এসটিএমএলজি-০৮-২০২৬। **কাজের নাম ও স্থানঃ** এসএসই/ডব্লিউ/নামবাড়ী ও এইচএস/মালিগাঁও-এর অধীনে গোশালায় কলোনীতে টাইপ-II, সেমি পাক্কা স্টাফ কোয়ার্টারের বিশেষ মেরামতী কাজ কোয়ার্টার নং. ১৯১/এবি, ১৯৩/এবি, ১৯৫/এবি, ১৯৬/এবি, ১৯৭/এবি, ১৯৮/এবি, ১৯৯/এবি, ২০০/এবি, ২০১/এবি, ২০২/এবি, ২০৩/এবি, ২০৪/এবি, ২০৫/এবি, ২০৬/এবি, ২০৭/এবি, ২০৮/এবি, ২০৯/এবি, ২১০/এবি, ২১১/এবি, ২১২/এবি, ২১৩/এবি, ২১৪/এবি, ২১৫/এবি, ২১৬/এবি, ২১৭/এবি, ২১৮/এবি, ২১৯/এবি, ২২০/এবি, ২২১/এবি, ২২২/এবি, ২২৩/এবি, ২২৪/এবি, ২২৫/এবি, ২২৬/এবি, ২২৭/এবি, ২২৮/এবি, ২২৯/এবি, ২৩০/এবি, ২৩১/এবি, ২৩২/এবি, ২৩৩/এবি, ২৩৪/এবি, ২৩৫/এবি, ২৩৬/এবি, ২৩৭/এবি, ২৩৮/এবি, ২৪০/এ, ২৪২/বি, ২৪৩/এবি, ২৪৪/এবি, ২৪৫/এবি, ২৪৬/এবি, মোট - ১০৪ ইউনিট। টেন্ডার মূল্যঃ ৩,০২,০২,২২৭.৯৮ টাকা; বায়নার ধনঃ ৬,০৪,১০০.০০ টাকা।

টেন্ডার নং.ঃ ডিসিইএসটিএমএলজি-০৯-২০২৬। **কাজের নাম ও স্থানঃ** গোশালায় ঃ এসএসই/ডব্লিউ/নামবাড়ী ও এইচএস/মালিগাঁও-এর অধীনে গোশালায় কলোনীতে টাইপ-II সেমি পাক্কা স্টাফ কোয়ার্টারের সিলিং-এর মেরামতির কাজ আবাসিক কোয়ার্টার নং.- ১/এবি, ২/এবি, ১৮৭/এবি, ১৮৮/এবি, ১৮৯/এবি, ১৯০/এবি, ১৯৩/এ, ১৯৫/এবি, ১৯৬/এবি, ১৯৭/এবি, ১৯৮/এবি, ১৯৯/এবি, ২০০/এবি, ২০১/এবি, ২০২/এবি, ২০৩/এবি, ২০৪/এবি, ২০৫/এবি, ২০৬/এবি, ২০৭/এবি, ২০৮/এবি, ২০৯/এবি, ২১০/এবি, ২১১/এবি, ২১২/এবি, ২১৩/এবি, ২১৪/এবি, ২১৫/এবি, ২১৬/এবি, ২১৮/৮, ২১৯/এবি, ২২০/এবি, ২২১/এবি, ২২২/এবি, ২২৩/এ, ২২৪/এবি, ২২৫/এ, ২২৬/এবি, ২২৭/এ, ২২৮/এবি, ২২৯/এবি, ২৩০/এবি, ২৩১/এবি, ২৩২/এবি, ২৩৩/এবি, ২৩৪/এবি, ২৩৫/এবি, ২৩৬/এবি, ২৩৭/এবি, ২৭৪/এবি, ২৭৫/এ, ২৭৬/এবি, ২৭৭/এবি, ২৭৮/এবি, ২৭৯/৮, ২৮১/এবি, ২৮২/এবি, ২৮৩/এবি, ২৮৬/এবি, ২৮৭/এবি, ২৮৮/এ, ২৮৯/এবি, ২৯০/এবি, ২৯১/এবি, মোট- ১২০ ইউনিট। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৪৫,৫৩,০৮৫.৭৭ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,৯১,১০০.০০ টাকা।

টেন্ডার নং.ঃ ডিসিইএসটিএমএলজি-১০-২০২৬। **কাজের নাম ও স্থানঃ** সারদা নগর কলোনীতে টাইপ -IV বাংলো নং. ডিএস/২৯৫, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮ ও ২৯৯ (প্রত্যেকটি ৪ ইউনিট) এবং এসএস. বি. নং. ২৮৭ থেকে ২৯৩ (প্রত্যেকটি ২ ইউনিট) (সর্বমোট -৩৪ ইউনিট) ফ্লোর টাইলস সংস্কার, ওয়াশ রুম সংস্কার, ডিএস বিল্ডিং-এর ছিদ্রযুক্ত ছাদের সংস্কার ব্যবস্থা, কমপ্লেক্সের উন্নতিকরণ বাহিরের ফেন্সিং এবং স্বতন্ত্র গেইট সহ তৎসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ২,০৯,২৫,৩৭৩.১৩ টাকা; বায়নার ধনঃ ৪,১৮,৫০০.০০ টাকা।

টেন্ডার নং.ঃ ডিসিই এসটিএমএলজি-১১-২০২৬। **কাজের নাম ও স্থানঃ** এসএসই/ডব্লিউ/নামবাড়ীর অধীনে (৬১টি ব্লক) নামবাড়ীতে আবাসিক কোয়ার্টারের (সেমি পাক্কা) ছিদ্রযুক্ত ছাদের মেরামতী। নামবাড়ী কলোনীর কোয়ার্টার নং. - ২১১, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২৮৪, ২৮৫ (১৬টি ব্লক), ওয়েস্ট গোটানগর কলোনীরঃ ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২০, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৬, ২৩২, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৪, ২৪৫,২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৫০, ২৫১, ২৫২, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৬, ২৫৮, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৮ (৪০টি ব্লক), আদর্শ কলোনীর পাক্কা কোয়ার্টার ১৮৫ (টাইপ-II, ২১৩, ২১৫) (টাইপ- III , বিজি ১ ও ২, বিজি ২ ও ৩ টাইপ-IV) (মোট ৫ ব্লক) কালার কোটেড রুফিং শীট দ্বারা পরিবর্তন মাধ্যমে নামবাড়ী কলোনীতে এসি বোর্ড সিলিং-এর ব্যবস্থা কোয়ার্টার নং. ২১১, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২৮৪, ২৮৫ (মোট ১৬টি ব্লক), ওয়েস্ট গোটানগর কলোনীরঃ ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২০, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৬, ২৩২, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৪, ২৪৫,২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৫০, ২৫১, ২৫২, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৬, ২৫৮, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৮ (৪০টি ব্লক) মোট ৫৬ টি ব্লক। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৯০,৫৮,৯০১.৫৮ টাকা; বায়নার ধনঃ ৩,৮১,২০০.০০ টাকা।

টেন্ডার নং.ঃ ডিসিই এসটিএমএলজি-১২-২০২৬। **কাজের নাম ও স্থানঃ** এসএসই/ডব্লিউ/নামবাড়ীর অধীনে বাংলোর উপরে জলের টেংকের জন্য লোহার ফ্রেমের খাঁচা এভং পাইপ লাইনের সুরক্ষার ক্ষেত্রে বানরদের ভীতি প্রদর্শনের জন্য মেরামতী কাজ। কোয়ার্টার নং.- ৪৯৪, ৪৩৩, ৪৩৫, ৪৮৫, ৫০৫,৫০৭, ৫০৮, ৪৯৬, ৫১৫, ৫০৩, ৪৮৯ ও ৪৮৬ (১২ ইউনিট) টাইপ VI, ৪৩৭, ৪৩৮, ৪৪০, ৪৪২, ৪৪৪, ৪৫২, ৪৫৪, ৪৫৬, ৪৫৮, ৪৬০, ৪৬২, ৪৫৫, ৪৫৭, ৪৫৯, ৪৬১, ৪৬৩, ৪৬৫, ৪৬৬, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৬৯, ৪৭৭, ৪৭৮, ৪৭৯, ৫১০, ৫১১, ৫১২, ৫১৩, ৫১৪, ৫১৬, ৪৮৮এবি, ৪৮১এবিসিডি, ৫২৪এবিসিডি, ৫২৫এবিসিডি, ৪৩১, ৪৬৯এ, ৪২৯, ৪৪৭, ৪৪৫, ৪৪৯, ৪৩৬, ৪৪৮, ৪০০, ৪০১, ৫০১, ৪০৫এবিসিডি, ৪০৩এবিসিডি, ৪০৪এবিসিডি, ৫২৬এবিসিডি, ৫২৭এবিসিডি, (৭৫ ইউনিট) টাইপ V, ২৩ ইউনিট টাইপ IV বাংলো (মোট ১১০ ইউনিট) এবং গেজোবি বি/নং. ৪৩৫, ৫০৩, ৫০৫, ৫০৭, ৪৯৬, ৪৮৫, ৪৮৬, ৫১০, ৫১৪. টাইপ VI এবং বি/নং. ৫১১, ৫১২, ৫১৬, ৪৭৭, ৪৭৮, ৪৭৯, ৪৬৯. টাইপ V এবং ফ্রন্ট কেনোপি বি/নং. ৫১২, ৫১৬, ৫১১, ৪৮৫, ৪৭৭, ৪৭৮, ৪৭৯, ৫০৩, ৫০৭ নামবাড়ী অফিসার্স কলোনীতে মেরামতী কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ২,৩৮,৩৪,৬৪২.২৩ টাকা; বায়নার ধনঃ ৪,৭৬,৭০০.০০ টাকা।

টেন্ডার নং.ঃ ডিসিইএসটিএমএলজি-১৩-২০২৬। **কাজের নাম ও স্থানঃ** নামবাড়ীতেঃ এসএসই/ডব্লিউ/নামবাড়ীর অধীনে ২০ ইউনিট টাইপ-V (বি/নং. ৪৭২, ৫০১, ৪৭৫, ৪৬১, ৪৬৭, ৪২৯, ৪৬৫, ৫২৭সিডি, ৫২৬সি, ৪৩৮, ৪৪২, ৪৪৪, ৪৪৭, ৪৪৫, ৪৬৯, ৪৪৮, ৫১৮৮, ৫২৫এ, ৫২৫সি) ১৬ ইউনিট ডিএস টাইপ- IV, এসপিএল (বি/নং. ৫২৩এবিসিডি, ৫২১এবিসিডি, ৫২০এবিসিডি, ৫২২এবিসিডি), ৬ ইউনিট টাইপ-VI (বি/নং. ৪৮৫, ৪৮৭, ৫০৩, ৪৯৬, ৫০৭,৪৮৯) এবং ১২ ইউনিট ট্রেনজিট বাংলো (বি/নং. ৪৯১এবিসিডি, ৪৯২এবিসিডি, ৪৭৬এবিসিডি) সন্মুখ ও পিছন ভাগে গ্রীল কভারিং সহ বিশেষ মেরামতী কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ৩,৭৮,১০,২৪৬.৭৭ টাকা; বায়নার ধনঃ ৭,৫৬,২০০.০০ টাকা।

ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১১-০৫-২০২৬ তারিখের ১৩:০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ১১-০৫-২০২৬ তারিখের ১৩:০০ ঘন্টায়। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** দেখুন।

ডিওয়াই. চিফ ইঞ্জিনিয়ার/এস্টেট, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

দেশ-বিদেশ

রাহুল গান্ধীর দ্বৈত নাগরিকত্ব মামলা, এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতির সরে দাঁড়ানোয় নতুন বেঞ্চে শুনানি, বাড়ল জল্পনা

প্রয়াগরাজ, ২২ এপ্রিল ঃ কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী-র কথিত দ্বৈত নাগরিকত্ব সংক্রান্ত মামলায় নতুন মোড় তৈরি হয়েছে। এলাহাবাদ হাইকোর্ট-এর এক বিচারপতি এই মামলার শুনানি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ফলে মামলাটি এখন নতুন বেঞ্চে পুনরায় শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করা হবে। এই পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক ও আইনি মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু করেছে। মঙ্গলবার প্রাথমিক শুনানির সময় এই ঘটনা ঘটে, যখন মামলাটি সংশ্লিষ্ট বেঞ্চের সামনে উপস্থাপিত হয়। যদিও বিচারপতি আনুষ্ঠানিকভাবে সরে দাঁড়ানোর নির্দিষ্ট কারণ প্রকাশ করেননি, তবে বিচারব্যবস্থায় এ ধরনের ' বা স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়ানো একটি স্বীকৃত প্রথা। সাধারণত বিচারিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখা, সম্ভাব্য স্বার্থের সংঘাত এড়ানো অথবা ব্যক্তিগত কারণেই বিচারপতিরা এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। এই পরিস্থিতিতে মামলাটি এখন এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে পাঠানো হবে, যাতে তিনি নতুন করে একটি বেঞ্চ গঠন করতে পারেন। আইনি বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের প্রক্রিযাগত পরিবর্তন বিচারপ্রক্রিয়ায় সামান্য বিলম্ব ঘটালেও তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি বিচারব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার প্রতি জনসাধারণের আস্থা বজায় রাখতে সহায়তা করে। রাহুল

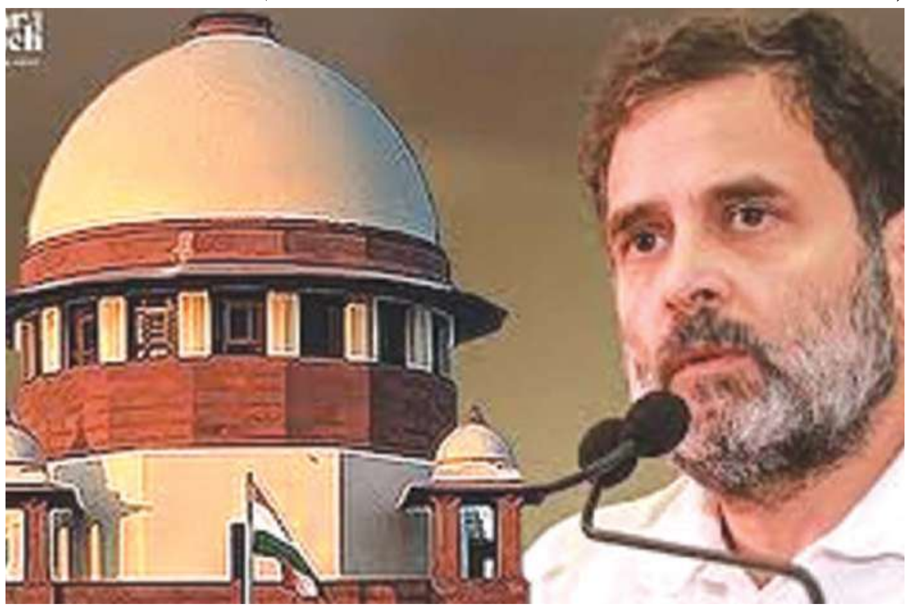

গান্ধীর নাগরিকত্ব সংক্রান্ত এই বিতর্ক নতুন নয়। অতীতেও বিভিন্ন সময়ে এই ইস্যু সামনে এসেছে এবং আইনি ও রাজনৈতিক মহলে আলোচনা সৃষ্টি করেছে। তবে আদালত বারবারই স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, এ ধরনের বিষয় শুধুমাত্র নথিপত্র, আইন এবং সংবিধানের ভিত্তিতেই বিচার করা হবে। রাজনৈতিক বক্তব্য বা জনমত এই ক্ষেত্রে কোনও প্রভাব ফেলতে পারে না। সূত্রের খবর, এই মামলার আবেদনপত্রে রাহুল গান্ধীর কথিত দ্বৈত নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে এবং সেই বিষয়ে স্পষ্টতা চাওয়া হয়েছে। যদিও এই অভিযোগ নিয়ে অতীতে বিভিন্ন ফোরামে আলোচনা হয়েছে, এখনও পর্যন্ত আদালতের তরফে কোনও চূড়ান্ত রায় দেওয়া হয়নি। ফলে বিষয়টি এখনও প্রাথমিক স্তরেই রয়েছে এবং বিচারাধীন। ভারতের বিচারব্যবস্থায় বিচারপতিদের স্বেচ্ছায সরে দাঁড়ানো একটি সুপ্রতিষ্ঠিত প্রক্রিয়া। এর মূল উদ্দেশ্য হল শুধুমাত্র প্রকৃত নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা নয়, বরং বিচারপ্রক্রিয়াকে নিরপেক্ষ বলে জনমানসে প্রতিষ্ঠিত করাও। আইন বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, সামান্য পক্ষপাতিত্বের আশঙ্কা থাকলেও বিচারপতির সরে দাঁড়ানো উচিত, যাতে বিচারব্যবস্থার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে। এই ঘটনার পর মামলার নথি আদালতের প্রশাসনিক বিভাগে পাঠানো হবে এবং সেখান থেকে নতুন বেঞ্চের সামনে তা তালিকাভুক্ত করা হবে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয় যে, বিচারপ্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে এবং একই সঙ্গে বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় থাকবে। রাহুল গান্ধীর মতো একজন জাতীয় স্তরের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে ঘিরে এই ধরনের মামলা স্বাভাবিকভাবেই জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি করে। তবে আদালত বারবার সতর্ক করে দিয়েছে যে, বিচারাধীন বিষয় নিয়ে অনুমান বা অযাচিত মন্তব্য থেকে বিরত থাকা উচিত। কারণ, আইনের দৃষ্টিতে প্রতিটি মামলাই প্রমাণ, নথি এবং সাংবিধানিক বিধানের ভিত্তিতেই বিচার করা হয়। বর্তমানে সবার নজর নতুন বেঞ্চ গঠনের দিকে এবং সেই বেঞ্চ কবে থেকে শুনানি শুরু করবে, তার উপর। এই মামলার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে আদালতের পরবর্তী পদক্ষেপ এবং উভয় পক্ষের উপস্থাপিত তথ্যপ্রমাণের উপর। যতক্ষণ না আদালত চূড়ান্ত রায় দিচ্ছে, ততক্ষণ এই বিতর্কের অবসান হচ্ছে না বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। সব মিলিয়ে বলা যায়, বিচারপতির সরে দাঁড়ানোর ঘটনাটি মামলার গতি কিছুটা পরিবর্তন করলেও এটি বিচারব্যবস্থার স্বচ্ছতা বজায় রাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এখন দেখার বিষয়, নতুন বেঞ্চ এই মামলাকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত কী রায় প্রদান করে।

কিছু সীমা কখনও লঙ্ঘন করা যায় না,পাহেলগাঁও ইস্যুতে পাকিস্তানকে কড়া বার্তা ভারতীয় সেনার

শ্রীনগর, ২২ এপ্রিল ঃ পাহেলগাঁও ঘটনার বর্ষপূর্তির প্রাক্কালে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ও কড়া বার্তা দিয়ে দেশের নজর কেড়েছে ভারতীয় সেনা। সেনার সরকারি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে পোস্ট করা একটি সংক্ষিপ্ত বার্তা-Some boundaries should never be crossed (কিছু সীমা কখনও লঙ্ঘন করা উচিত নয়)-ঘিরে শুরু হয়েছে ব্যাপক আলোচনা। যদিও এই বার্তায় সরাসরি কোনও দেশ বা গোষ্ঠীর নাম উল্লেখ করা হয়নি, তবে এর সময় নির্বাচন এবং প্রেক্ষাপটের কারণে এটি স্পষ্টভাবেই একটি কৌশলগত সতর্কবার্তা হিসেবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই বার্তা মূলত ভারতের সার্বভৌমত্ব, সীমান্ত সুরক্ষা এবং জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায. সেনাবাহিনীর দৃঢ় অবস্থানের প্রতিফলন। বিশেষ করে কাশ্মীর উপত্যকায. সাম্প্রতিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং অতীতের সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রেক্ষিতে এই ধরনের বার্তার গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। শ্রীনগর-সহ গোটা জম্মু ও কাশ্মীর অঞ্চলে ইতিমধ্যেই নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। বিশেষ করে পাহেলগাঁও এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে অতিরিক্ত সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এই অঞ্চলটি একদিকে যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়, অন্যদিকে অতীতে একাধিক জঙ্গি কার্যকলাপের সাক্ষী থেকেছে। ফলে নিরাপত্তা বাহিনী এখানে সবসময়ই উচ্চ সতর্কতায় থাকে। সেনার এই বার্তাটি প্রকাশ্যে আসার পর দ্রুতই তা ভাইরাল হযে.যায.এবং সাধারণ মানুষের পাশাপাশি রাজনৈতিক মহলেও আলোচনার কেঃদ্রবিঃদুতে উঠে আসে। অনেকেই এই বার্তাকে সমযোপযোগী এবং প্রতীকী বলে আখ্যা দিয়েছেন। সোশ্যাল মিডিযায. অসংখ্য ব্যবহারকারী সেনাবাহিনীর এই দৃঢ় অবস্থানের প্রশংসা করেছেন এবং এটিকে

দেশের নিরাপত্তার প্রতি এক স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি হিসেবে দেখেছেন। প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকদের মতে, এই ধরনের বার্তা কেবল সাধারণ জনগণের জন্য নয, বরং একটি বৃহত্তর কৌশলগত যোগাযোগের অংশ। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারতীয. সেনা সোশ্যাল মিডিযাকে শুধুমাত্র তথ্য প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে নয, বরং মনোবল বাড়ানো, জনসাধারণকে আশ্বস্ত করা এবং সম্ভাব্য শত্রুপক্ষকে বার্তা দেওয়ার একটি কার্যকর প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করছে। প্রতিরক্ষা সূত্রে জানা গেছে, এই ধরনের বক্তব্য অত্যন্ত সচেতনভাবে তৈরি করা হয.এবং এর একাধিক উদ্দেশ্য থাকে। এর মধ্যে রয়েছে-মনস্তাত্ত্বিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা, জনগণের মধ্যে নিরাপত্তা সম্পর্কে আস্থা বাড়ানো এবং সেনার অভ্যন্তরীণ মনোবলকে আরও শক্তিশালী করা। কিছু সীমা কখনও লঙ্ঘন করা উচিত নয-এই বাক্যটি ভৌগোলিক সীমার পাশাপাশি আদর্শগত সীমাকেও নির্দেশ করে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। রাজনৈতিক মহলেও এই বার্তার প্রতিক্রিযা লক্ষ্য করা গেছে। বিভিন্ন দলের নেতারা সেনাবাহিনীর প্রতি সমর্থন জানিযেছেন এবং দেশের নিরাপত্তা রক্ষায.তাদের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন। যদিও কোনও সরকারি বিবৃতিতে এই বার্তাকে নির্দিষ্ট কোনও গোয়েন্দা তথ্যের সঙ্গে যুক্ত করা হয়নি, তবুও নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের মতে, এ ধরনের বার্তা সাধারণত সংবেদনশীল সমযে. এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থার অংশ হিসেবেই প্রকাশ করা হয়। পাহেলগাঁও অঞ্চলটি প্রতি বছর হাজার হাজার পর্যটককে আকর্ষণ করে, বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে। তাই এই অঞ্চলে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে এখানে বহুস্তরীয. নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু রযেছে, যার মধ্যে রযেছে সেনাবাহিনী, আধাসামরিক বাহিনী এবং স্থানীয. পুলিশের যৌথ তপরতা। সাম্প্রতিক দিনগুলিতে নিযমিত টহল এবং নজরদারি আরও বাড়ানো হযেছে বলে জানা গেছে। প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই ধরনের সংক্ষিপ্ত কিন্তু দৃঢ় ভাষার বার্তা জনমনে গভীর প্রভাব ফেলে। এটি একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তা সম্পর্কে আস্থা তৈরি করে, অন্যদিকে সম্ভাব্য হুমকির প্রতি একটি স্পষ্ট সতর্কবার্তাও পৌঁছে দেয। গুরুত্বপূর্ণ বিষয.হল, এই ধরনের বার্তা উত্তেজনা না বাড়িযে.বরং পরিস্থিতিকে নিযন্ত্রণে রাখার দিকেই ইঙ্গিত দেয। যদিও সেনাবাহিনী তাদের বার্তার প্রেক্ষাপট নিযে. বিস্তারিত কিছু জানাযনি, তবুও এর সময. নির্বাচন অত্যন্ত তাপর্যপূর্ণ। অতীতে সহিংসতার সঙ্গে জড়িত একটি সমযের ঠিক আগেই এই বার্তা প্রকাশ পাওযায. এটি একদিকে স্মরণ করিযে.দেওযার কাজ করছে, অন্যদিকে ভবিষ্যতের জন্য একটি সতর্ক সংকেত হিসেবেও কাজ করছে। সব মিলিযে.বলা যায, ভারতীয. সেনার এই বার্তা শুধুমাত্র একটি সোশ্যাল মিডিযা পোস্ট নয, বরং একটি সুপরিকল্পিত কৌশলগত পদক্ষেপ। এটি দেশের নিরাপত্তা রক্ষায. সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি, সতর্কতা এবং অটল অবস্থানকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। এখন পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে গোটা দেশ, এবং প্রত্যাশা করা হচ্ছে যে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায.থাকবে, যদিও প্রযোজনে কঠোর পদক্ষেপ নিতে সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ প্রস্তুত। পাহেলগাঁও ইস্যুকে কেঃদ্র করে ভারতের পক্ষ থেকে যে কা। বার্তা পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে, তা শুধু একটি তাক্ষণিক প্রতিক্রিয়া নয়, বরং দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা, সংযম এবং নিরাপত্তা-সচেতন নীতির প্রতিফলন। কিছু সীমা কখনও লঙ্ঘন করা যায় না-এই বক্তব্যের মধ্যে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয় ভারতের সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি অটল অবস্থান।

মুর্শিদাবাদ ৬৪ নম্বর বিধানসভায় আমাদের প্রিয় নেত্রী শাওনি সিংহ রায়ের সমর্থনে মুর্শিদাবাদ জিয়াগঞ্জ ব্লক (নতুন গ্রাম পঞ্চায়েত)। নতুনগ্রাম মধ্যপাড়া সংসদের ১৮৭ নম্বর বুথের সমস্ত কর্মী।

ট্রান্সফরমার স্টকে উত্থানের সম্ভাবনা দেখছে মোতিলাল ওসওয়াল

২২ এপ্রিল ঃ দেশীয় ব্রোকারেজ সংস্থা Motilal Oswal Financial Services একটি শীর্ষস্থানীয় ট্রান্সফরমার নির্মাতা কোম্পানির উপর ইতিবাচক অবস্থান নিযেছে এবং প্রায় ২০ পর্যন্ত দামের উত্থানের সম্ভাবনা দেখছে। সংস্থাটির মতে, বিদ্যুৎ সঞ্চালন এবং নবায়নযোগ্য শক্তি খাতে বাড়তি চাহিদা এই বৃদ্ধির প্রধান চালিকাশক্তি হবে।যে কোম্পানিটির উপর এই মূল্যাযন করা হযেছে, সেটি বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম এবং ট্রান্সফরমার উৎপাদন খাতে কাজ করে-যা ভারতের দ্রুত আধুনিকায়নশীল বিদ্যুৎ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শিল্প, গৃহস্থালী এবং নবায়নযোগ্য শক্তি-সব ক্ষেত্রেই বিদ্যুতের চাহিদা বাড়ার ফলে ট্রান্সফরমার নির্মাতারা ধারাবাহিকভাবে নতুন অর্ডার পাচ্ছে এবং উপাদন ক্ষমতা বাড়াচ্ছে। মোতিলাল ওসওয়ালের মতে, এই বৃদ্ধির চক্র এখনও প্রাথমিক থেকে মধ্য পর্যায়ে রয়েছে, ফলে ভবিষ্যতে আয় এবং মুনাফা আরও বাড়ার সুযোগ রয়েছে। ভারতের বিদ্যু সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থায. দ্রুত বিনিযোগে বৃদ্ধি এই ইতিবাচক প্রবণতার মূল ভিত্তি। সরকার গ্রিড সম্প্রসারণ, নবাযনযোগ্য শক্তির সংযোগ এবং বিদ্যুতাযন প্রকল্পকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে, যার ফলে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সফরমারের চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এর ফলে এই খাতের কোম্পানিগুলির অর্ডার বুক শক্তিশালী হযেছে এবং আগামী কযেক বছরের জন্য কাজের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত হযেছে। বিশ্লেষকদের মতে, সংশ্লিষ্ট কোম্পানিটির বাজারে অবস্থানও বেশ শক্তিশালী। তাদের বৈচিত্র্যময.পণ্য, দেশীয.ও আন্তর্জাতিক বাজারে উপস্থিতি এবং সরকারি ও বেসরকারি গ্রাহকদের সঙ্গে দীর্ঘমেযাদি সম্পর্ক তাদের অর্ডার প্রবাহকে স্থিতিশীল রেখেছে। পাশাপাশি, বিশ্বজুড়ে পরিষ্কার শক্তির দিকে ঝোঁক এবং আধুনিক গ্রিড ব্যবস্থার চাহিদা বাড়ায. রপ্তানির সুযোগও বাড়ছে। মোতিলাল ওসওযাল জানিযেছে, কোম্পানিটির আযের দৃশ্যমানতা এখন অনেকটাই উন্নত হযেছে। বেশি পরিমাণ বিক্রি, উন্নত মূল্য নির্ধারণ এবং কার্যকর পরিচালন ব্যবস্থার ফলে ভবিষ্যতে লাভজনকতা বাড়বে। আগের মতো কাঁচামালের দাম (যেমন তামা ও ইস্পাত) নিযে.চাপ কিছুটা কমতে পারে, যা মার্জিন বাড়াতে সাহায্য করবে। তবে কিছু ঝুঁকিও রযেছে। কাঁচামালের দামের ওঠানামা, বিদ্যু সংস্থাগুলির প্রকল্প বাস্তবাযনে বিলম্ব, সরকারি ব্যযের পরিবর্তন এবং বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থার সমস্যাগুলি ভবিষ্যতে প্রভাব ফেলতে পারে। তবুও, শক্তিশালী পরিচালন দক্ষতা এবং চাহিদার উন্নত পরিবেশের কারণে এই ঝুঁকিগুলি নিযন্ত্রণযোগ্য বলে মনে করা হচ্ছে। ভারতের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম খাত বর্তমানে একটি দীর্ঘমেযাদি বৃদ্ধির পর্যাযে.রযেছে। বিদ্যু ব্যবহারের বৃদ্ধি, শিল্পাযন এবং সৌর ও বাযু. শক্তির মতো নবাযনযোগ্য উসের দ্রুত সংযোজন এই প্রবণতাকে ত্বরান্বিত করছে। ট্রান্সফরমার এই পুরো ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অংশ হওযায.এই খাতের কোম্পানিগুলি দীর্ঘমেযাদে লাভবান হতে পারে। সব মিলিযে, এই খাতে ইতিবাচক মনোভাব বাড়ছে এবং Motilal Oswal Financial Services-এর এই সুপারিশ বিনিযোগকারীদের আস্থা আরও বাড়াচ্ছে। এটি প্রমাণ করে যে, এখন শুধু স্বল্পমেযাদি পুনরুদ্ধার নয, বরং দীর্ঘমেয়াদি কাঠামোগত চাহিদাই ট্রান্সফরমার নির্মাতা কোম্পানিগুলির ভবিষ্যৎ বৃদ্ধির মূল চালিকা শক্তি।

ভোট কর্মীরা বাড়িতে না আসায় ভোট দিতে পারলেন না নবতিপর তিন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা

অভিজিৎ হাজরা, আমতা , হাওড়াঃ পঁচাশি বছরের উদ্ধে বয়সী এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন সক্ষম ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। উলুবেড়িয়া উত্তর বিধান সভা কেন্দ্রের তিন নবতিপর বৃদ্ধ - বৃদ্ধা ভোটার বাড়িতে ভোট দেওয়ার আবেদন করে ও ভোট দিতে পারলেন না।ফলে তারা হতাশা গ্রস্ত হয়ে পড়েছে। জানা যায়,১৭৭ উলুবেড়িয়া উত্তর (তপশিলী) বিধান সভার ১০ অংশ নাম্বারে রসপুর গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা অরুণ কুমার মিত্র (৯৩), বেলারাণী মিত্র(৮৭) এবং গৌরীবালা বসু(৯৫) বার্ধক্য জনিত সমস্যার কারণে হাঁটা চলা করতে না পারায় এবারের বিধান সভা নির্বাচনে বাড়িতে বসে ভোট দেওয়ার আবেদন করার পর তাঁরা আশা করেছিলেন তাঁরা বাড়িতে বসেই ভোট দান করতে পারবেন। মিত্র ও বসু পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য, বাড়িতে বসে ভোট দান করার প্রক্রিযা শুরু হলেও আমাদের আবেদনের ভিত্তিতে আমাদের বাড়িতে ভোট কর্মীরা ভোট গ্রহণের জন্য আসেন নি। ফলে আমাদের মা - বাবা যেমন হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে তেমনি আমরাও হতাশা গ্রস্ত হয়ে পড়েছি ' । অরুণ কুমার মিত্র (৯৩) - র ছেলে অমিত কুমার মিত্র এই প্রসঙ্গে বলেন , আমার বাবা বার্ধক্য জনিত কারণে চলাফেরা করতে পারেন না , শারীরিক নানান সমস্যা ও আছে। গত লোকসভা নির্বাচনে বাবা বাড়িতে বসেই ভোট দিয়েছিলেন। আমার মা বেলারাণী মিত্র (৮৭) -র নাম এবং বাবার নাম বি এল ও বাড়িতে এসে দেখেশুনে বাড়িতে বসেই ভোট দান করার জন্য নাম নথিভুক্ত করে নিয়ে যান । অমিত মিত্র আরও বলেন, বি এল ও এখান থেকে ছয় জনের নাম নথিভুক্ত করে নিয়ে যান। বাড়িতে বসেই ভোট দান করার জন্য দু ' জনের নাম এসেছে। আমার মা - বাবা - র নাম আসে নি। ফলে আমার মা - বাবা এবারের বিধান সভা নির্বাচনে ভোট দিতে পারলেন না। এই প্রসঙ্গে বি এল ও সহ একাধিক প্রশাসনিক ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসা করে ও কোনো সদুত্তর পাওয়া যায় নি । ঐ গ্রামেরই গৌরীবালা বসু - র ছেলে আলয় বসু বলেন, আমার মায়ের বর্তমান বয়স ৯৫ বসর। বার্ধক্য জনিত কারণে বিছানা থেকে নামতেই পারেন না। শারীরিক নানান ধরনের সমস্যা ও আছে। বি এল ও বাড়িতে এসে দেখেশুনে বাড়িতে বসেই ভোট দান করার জন্য নাম নথিভুক্ত করে নিয়ে যান। কিন্তু এখন জানতে পারছি, নাম কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। বি এল ও কে জানালেও কোনো সুরাহা হয় নি। বিষয়টি জানার জন্য সংশ্লিষ্ট বি এল ও বিজয় দাস কে ফোন করা হলে তিনি ফোন কেটে দেন। এই প্রসঙ্গে আমতা ১ নং ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ঋক গোস্বামী বলেন, হতাশার কোনো কারণ নেই।সক্ষম অ্যাপস এর মাধ্যমে ওঁদের ভোট দানের ব্যবস্থা করা হবে ।

পেট্রোলে ৮৫ ইথানল! জ্বালানিতে বড় পরিবর্তনের পথে ভারত

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল ঃভারতে জ্বালানি নীতিতে এক বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলেছে। কেন্দ্রীয় সরকার এমন একটি খসড়া নীতি চূড়ান্ত করার পথে, যার মাধ্যমে পেট্রোলে সর্বোচ্চ ৮৫ শতাংশ পর্যন্ত ইথানল মিশ্রণের অনুমতি দেওয়া হতে পারে। এই প্রস্তাব কার্যকর হলে তা দেশের জ্বালানি ব্যবস্থায় এক ঐতিহাসিক রূপান্তর ঘটাবে এবং নবাযনযোগ্য ও দেশী উৎসভিত্তিক শক্তির দিকে ভারতের অগ্রযাত্রাকে আরও শক্তিশালী করবে। বর্তমানে ভারতে ধাপে ধাপে চালু হয়েছে ক্ক২০ জ্বালানি, যেখানে ২০ শতাংশ ইথানল মেশানো থাকে। এই কর্মসূচি ইতিমধ্যেই একাধিক রাজ্যে বাস্তবাযিত হয়েছে এবং ধীরে ধীরে সারা দেশে ছড়িযে. পড়ছে। তবে প্রস্তাবিত ক্ক৮৫ জ্বালানি-যেখানে ৮৫ শতাংশ ইথানল থাকবে-তা বর্তমান ব্যবস্থার তুলনায.অনেক বড় পদক্ষেপ। এর ফলে ভারত বায়োফুয়েল ব্যবহারে বিশ্বের অগ্রণী দেশগুলির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে।

সরকারি সূত্রে জানা যাচ্ছে, খুব শিগগিরই এই বিষয়ে একটি খসড়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে, যাতে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের মতামত নেওযা যায। চূড়ান্ত বাস্তবাযনের আগে তেল সংস্থা, গাড়ি নির্মাতা, কৃষি খাত এবং পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হল আমদানি করা অপরিশোধিত তেলের উপর নির্ভরতা কমানো, জ্বালানি নিরাপত্তা বাড়ানো এবং পরিবহণ খাত থেকে নির্গত কার্বন কমানো। ইথানল মূলত আখ, ভুট্টা এবং অন্যান্য বাযোমাস থেকে তৈরি হয। এটি প্রচলিত পেট্রোলের তুলনায. তুলনামূলকভাবে পরিষ্কার জ্বালানি হিসেবে বিবেচিত। পেট্রোলে ইথানলের পরিমাণ বাড়ালে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমানো সম্ভব, যা পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। পাশাপাশি, এই উদ্যোগ কৃষিক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে আখ চাষিদের জন্য এটি নতুন আযের সুযোগ তৈরি করতে পারে।তবে ই৮৫ জ্বালানিতে রূপান্তর সহজ হবে না বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এর জন্য গাড়ির ইঞ্জিন প্রযুক্তিতে পরিবর্তন আনা প্রযোজন। ' গাড়ি, যা উচ্চমাত্রার ইথানলযুক্ত জ্বালানিতে চলতে সক্ষম, এই পরিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি হবে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন গাড়ি নির্মাতা সংস্থা ভবিষ্যতের জ্বালানি মান অনুযায়ী তাদের প্রযুক্তি উন্নত করার কাজ শুরু করেছে বলে জানা গেছে। এছাড়াও, জ্বালানি সরবরাহের অবকাঠামোতেও বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে হবে। তেল বিপণন সংস্থা এবং পেট্রোল পাম্পগুলিকে নতুন ধরনের জ্বালানি সংরক্ষণ ও বিতরণের জন্য প্রস্তুত করতে হবে।

NAME CHANGE

I, Gofur Sk (old name) S/o- Ajid Sk residing at Gakunda, Gajdharpara, Berhampore, Dist-Murshidabad, Pin-742102 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from GOFUR SK to GAFUR SEIKH and henceforth I shall be known as GAFUR SEIKH (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 20/04/2026. GOFUR SK (old name) and GAFUR SEIKH (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Harun Rasid (old name) S/o- Faraj Sk residing at Hijuli, Begunbari, Beldanga, Dist-Murshidabad, Pin-742133 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD HARUN RASID to HARUN RASID and henceforth I shall be known as HARUN RASID (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 21/04/2026. MD HARUN RASID (old name) and HARUN RASID (new name) both are same and one identical person..

NAME CHANGE

I, Soma Datta alias Soma Dutta alias Soma Das(Old Name) W/o.- Ratan Kumar Das, D/o. Late Satyabrata Dutta R/o. Ratepara Bongaon, P.O. & P.S.-Bongaon, Dist.-North 24 Parganas, Pin-743235 WB, that have change my name & shall henceforth be known as Soma Das Datta (New Name), vide an Affidavit dtd. 16.05.2025, before the Ld. Addl. Chief Judicial Magistrate 1st Class at Bongaon, North 24 Parganas. That, Soma Datta, Soma Dutta, Soma Das and Soma Das Datta all are same & one identical person.

NAME CHANGE

I, Pali Bera w/o Rabindranath Bera, residing at 261/A, Parnasree Extension KMC, PS- Parnasree, Kolkata-700060, W.B., declare that my actual and correct name is Pali Bera but inadvertently it has been recorded in my son's Birth Certificate Reg. No. 20418/K-64 as Poly Bera instead of Pali Bera. Poly Bera and Pali Bera both are same and one identical person as sworn beforethe Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore vide affidavit No. 38705, dated 22/04/2026.

NAME CHANGE

I, Payel Chakraborty w/o Srijan Chakraborty and d/o Sudhindra Dutta, residing at 57/A/3, Kasthodanga Link Road, Sarsuna, Kolkata-700061, W.B. After marriage to Srijan Chakraborty I was known as Payel Chakraborty but my surname has been recorded in Voter ID Card as Payel Dutta as it was before marriage. Payel Dutta and Payel Chakraborty both are same and one identical person as sworn beforethe Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore vide affidavit No. 38704, dated 22/04/2026.

NAME CHANGE

I, Ashok Kumar Agarwal S/o Vishwanath Agarwal, Residing at Altamira, 11th Floor, 67A/1, Ballygunge Circular Road, Ballygunge, P.O.-Ballygunge, Kolkata-700019, do hereby solemnly affirm and declare That my Correct Name is Ashok Kumar Agarwal instead of Ashok Agarwal, my father's actual name Vishwanath Agarwal instead of Biswanath Agarwal alias B.N. Agarwal, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Calcutta on 05/01/2026. That my name Ashok Kumar Agarwal of Altamira, 11th Floor, 67A/1, Ballygunge Circular Road, Ballygunge, P.O.-Ballygunge, Kolkata-700019 and Ashok Agarwal of 6/1A, Moira Street, Minto Park Crossing, Flat-904, Kolkata-17 is the same and one identical person and my father's name Vishwanath Agarwal, Biswanath Agarwal and B.N. Agarwal all are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Prabir Kr Das (Old Name) S/o Mrigango Das Residing at Kankhuli, Ghoshpara,, District - South 24 Parganas, Pin - 700066 West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Prabir Das (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Kolkata vide affidavit no 8982 Dated 03-12-2019. Prabir Kr Das (Old Name) and Prabir Das (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ajgar Mondal (old name) S/o- Gopal Mondal residing at Kaya, Mamjoan, Taherpur, Dist-Nadia, Pin-741121 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from AJGAR MONDAL to ASGAR MONDAL and henceforth I shall be known as ASGAR MONDAL (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st class) at Ranaghat , Nadia dated 11/11/2025. AJGAR MONDAL (old name) and ASGAR MONDAL (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Kishor Kumar Gourisankar Shaw (Old Name) S/o Late Gouri Shankar Shaw Residing at 37, Kailash Das Road, Naihati, P.o - Gorifa District - North 24 Parganas, Pin - 743166, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Kishore Kumar Shaw (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 10-04-2026. Kishor Kumar Gourisankar Shaw (Old Name) and Kishore Kumar Shaw (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sri Biswajit Ghosh, son of Sri Jaydeb Ghosh, address - Mathapur Road 2nd Lane, Nabadwip, Nadia. On 20/01/26, I lost an important back deed (Deed No - 1-02791 of 2012, Serial No - 02758 of 2012, Mouza-20, Khatian - RS 5235 LR 23411, Plot No - RS 4460/10586 LR 6920) (Nabadwip P.S-GDE No-1725 Date-31/03/26). If anyone has found this back deed of mine, please contact the address mentioned above. M-7797041799

NAME CHANGE

I, Prarimal Chandra Saha (Old Name) S/o Kshirode Chandra Saha Residing at P 244, Lake Town, Block A, P.o - Lake Town, District - North 24 Parganas, Pin - 700089, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Parimal Chandra Saha (New Name) as declared before the Notary public kolkata vide affidavit no 59/2026 Dated 22-04-2026. Prarimal Chandra Saha (Old Name) and Parimal Chandra Saha (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Prajjita Sarkar (old name) Daughter of Debanshu Sen, residing at 19, Gangapuri Annapurna Appartment, Purba Putiyari, Kolkata-700093, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Prajjita Sen (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 20/04/2026. Prajjita Sarkar (old name) and Prajjita Sen (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, ANANDAMOY MUKHERJEE, S/O- Sasadhar Mukhopadhyay, resident of B.M. 329, Jilapi Bagan Road, P.O. -Sripally, P.S.- Burdwan, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN – 713103, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as ANANDAMOY MUKHOPADHYAY vide Affidavit No.- 492 dated 21/04/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman.That ANANDAMOY MUKHERJEE and ANANDAMOY MUKHOPADHYAY both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sandhyadeep Sen S/O Late Swapan Kumar Sen Residing at Vill. Tupamari Para, P.O. Vivekananda Pally, P.S. Kotwali, Dist. Jalpaiguri, Pin-735121 WB, do hereby solemnly affirm and declare my father's actual name Swapan Kumar Sen instead of Swapan Sen which is wrongly mentioned in my Passport Vide No. T7803725 & File No. CA01C5034330719, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Jalpaiguri affidavit No. 7, dated 22.04.2026. Swapan Kumar Sen and Swapan Sen both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I Shikha Ghosh D/O Anil Kumar Ghosh, W/O Sasanka Sekhar Pal residing at 31, Motilal Roy Lane, P.O.-Bhadrakali, P.S.-Uttarpara, Hooghly-712232, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sikha Pal as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Serampore, District-Hooghly vide affidavit No 7633, Dated 07/03/2026. Shikha Ghosh and Sikha Pal both are same and identical person.

ভোট হাসি ফোটালো রাজ্যের ফুল ব্যবসায়ীদের মুখে

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২২ এপ্রিল ঃ এ যেন মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি নামলো ভরা গ্রীষ্মে! এবছর ব্যবসার 'অফ সিজনে' হাসি ফুটেছে রাজ্যে ফুল ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হাজার হাজার মানুষের মুখে - সৌজন্যে ভোট রাজনীতি। আর মাত্র ২৪ ঘন্টা পরই রাজ্যে প্রথম দফার বিধানসভা নির্বাচন। যে সমস্ত কেন্দ্রগুলোতে প্রথম দফায় নির্বাচন রয়েছে সেখানে ইতিমধ্যেই নির্বাচনী প্রচার শেষ হয়েছে। তবে দ্বিতীয় দফায় যে সমস্ত কেন্দ্রগুলোতে নির্বাচন রয়েছে সেখানে এখনও পূর্ণমাত্রায় নির্বাচনী প্রচার চলছে। আর নির্বাচনী প্রচার মানে সেখানে ফুল থাকাটা একপ্রকার অবশ্যম্ভাবী। তবে গরমের সময় প্রাকৃতিক কারণেই যেমন রাজ্য জুড়ে ফুলের উৎপাদন কমে যায়, তেমনই এই সময় বড় কোনও উৎসব অনুষ্ঠান না থাকায় ফুলের চাহিদাও কম থাকে। মুর্শিদাবাদ জেলায় ফুলের উৎপাদন খুব বেশি না হলেও, ভোটের কারণে ফুলের চাহিদা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় এবছর জেলার ফুল ব্যবসায়ীদেরকে ভিন রাজ্য এবং জেলা থেকে বিপুল পরিমাণে ফুল আমদানি করে রাজনৈতিক দলগুলোর ফুলের চাহিদা মেটাতে হয়েছে। তবে বাজারে ফুলের যোগান কম থাকায় রাজনৈতিক দলগুলোর প্রচারে যে সমস্ত ফুল ব্যবসায়ীরা ফুল সরবরাহ করেছেন তাঁরা সাধারণ সময়ের থেকে ৩-৪ গুণ বেশি দামে ফুল বিক্রি করেছেন বলে জানা গেছে। জেলার কয়েকজন ফুল ব্যবসায়ী জানান, বিধানসভা নির্বাচনের জন্য সবথেকে বেশি ফুলের মালা এবং ফুল দিয়ে তৈরি বিভিন্ন ধরনের সাজসজ্জা তৈরির অর্ডার সব থেকে বেশি এসেছিল রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে।

তবে তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে বিন্দুমাত্র পিছিয়ে ছিলেন না গেরুয়া দলের প্রার্থীরা। জেলার ২২ টি বিধানসভা কেন্দ্রে গেরুয়া দলের প্রার্থী এবং তাদের তারকা প্রচারকদের জন্য রোজ প্রচুর পরিমাণে ফুল এবং মালার অর্ডার এসেছে। তবে তুলনায় কিছুটা কম হলেও কংগ্রেস, বাম এবং রাজ্য রাজনীতির নতুন রাজনৈতিক দল, 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র প্রার্থীরাও ফুল এবং ফুলের মালার অর্ডার দিয়েছেন। মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমার এক ফুল ব্যবসায়ী জানান, রাজনৈতিক দলগুলোর ভোট প্রচারে সবসময়ই বিপুল পরিমাণ ফুলের ব্যবহার করা হয়। প্রার্থীরা যে গাড়িতে করে ভোট প্রচারে বার হন সেটিকে ফুলের মালা দিয়ে সাজানো থেকে শুরু করে প্রার্থীর জন্য সুদৃশ্য রজনীগন্ধা বা অন্য কোনও ফুলের মালার দরকার পরে। তবে এ'বছর শুধু ফুল নয় গোলাপ এবং গাঁদা ফুলের পাপড়ির চাহিদাও বিপুল পরিমাণে ছিল। বিভিন্ন এলাকায় প্রার্থী এবং তারকা প্রচারকরা ফুলের পাপড়ি ভোটারদের উপর ছড়াতে ছড়াতে গিয়েছেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় ভোট প্রচারে এ'বছর শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে দলের সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি ছাড়াও তারকা প্রচারক তথা রুপোলি পর্দার অভিনেতা দেব-শ্রাবন্তী চ্যাটার্জীর মতো অভিনেতা -অভিনেত্রীরা এসেছেন। অন্যদিকে বিজেপি দলের হয়ে মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রচার করে গিয়েছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব, বিজেপির প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা, দলের সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াত সহ আরও কয়েকজন। সূত্রের খবর যেদিন যে এলাকায় 'স্টার ক্যাম্পেনার'দের প্রচার ছিল সেখানে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের তরফ থেকে বিপুল পরিমাণ ফুল এবং মালা কেনা হয়েছে। তবে প্রার্থীর গাড়ি সাজানোর জন্য গাঁদা ফুলের মালা ব্যবহার করা হলেও রজনীগন্ধা ফুলের মালা মূলত প্রার্থী এবং যে সমস্ত 'ভিআইপি স্টার ক্যাম্পেরিনা'রা ভোট প্রচারে এসেছিলেন তাঁদের জন্যই ব্যবহার করা হয়েছে। বহরমপুরের এক ফুল ব্যবসায়ী জানান, মুর্শিদাবাদ জেলায় খুব বেশি ফুল উৎপাদন হয় না। সেই কারণে এই জেলার ব্যবসায়ীরা ভোটের প্রচারের সময় ফুলের যে বিপুল চাহিদা ছিল তা অন্য জেলা থেকে নিয়ে এসে মিটিয়েছেন। মূলত কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, মেদিনীপুর এবং হাওড়া জেলা থেকে ভোট প্রচারের দিনগুলোতে বিপুল পরিমাণ ফুলের আমদানি করা হয়েছে। সূত্রের খবর, ভোটের প্রচারে ফুল এবং মালা কিনতে তৃণমূল এবং বিজেপির মতো রাজনৈতিক দলগুলো বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছে। ফুল ব্যবসায়ীদের আশা- ভোট প্রচার শেষ হওয়ায় আপাতত ফুলের চাহিদা কমলেও আগামী ৪ মে নির্বাচনী ফল প্রকাশের দিন ফের একবার ফুলের চাহিদা বাড়বে। মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরের ফুল ব্যবসায়ী কুতুবউদ্দিন মন্ডল বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোকে ফুলের জোগান দেওয়ার জন্য আমরা কলকাতা, কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, মেদিনীপুর সহ আরও কয়েকটি জেলা থেকে এ'বছর প্রত্যেকদিন বিপুল পরিমাণ ফুল আমদানি করেছি। তিনি জানান, প্রাকৃতিক কারণেই বছরের এই সময় ফুলের উৎপাদন কম হয়। তবে চাহিদা বেশি থাকায় ফুলের দাম বেড়েছে। সূত্রের খবর, বিজেপি প্রার্থীদের মধ্যে যেমন গোলাপ ফুলের চাহিদা বেশি ছিল তেমনই তৃণমূল দলের প্রার্থীদের মধ্যে গাঁদা এবং রজনীগন্ধার মালার বিপুল পরিমাণ চাহিদার ছিল। কেবলমাত্র প্রার্থীদের প্রচারে ফুল এবং ফুলের মালার দরকার পড়েছে তা নয়। ভোটের আবহে যাঁরা দল বদল করেছেন তাঁদের সকলকে নতুন দলে আমন্ত্রণ জানানোর জন্যও প্রচুর ফুলের মালার প্রয়োজন পড়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় এক প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্ট নাম না প্রকাশের শর্তে বলেন, ফুলের দাম বেশি থাকায় এ'বছর আমাদের প্রচুর টাকা ফুল এবং মালা কিনতে ব্যয় হয়ে গেছে। সাধারণ সময়ে একটি গাঁদার মালা আমাদের এলাকায় ১০-১২ টাকা দরে বিক্রি হয়। ভোটের আবহে সেই মালাই ৩০ -৪০ টাকা দরে বিক্রি হয়েছে। তিনি বলেন। সাধারণ সময়ে একটু মোটা রজনীগন্ধার মালার দাম ১৫০ টাকার মধ্যে থাকে। কিন্তু ভোটের আবহে সেই মালা ৩৫০-৪০০ টাকার কম দামে একদিনও আমরা পাইনি। যদিও জেলার ফুল ব্যবসায়ীদের দাবি, ফুল এবং মালা তাঁরা বেশি দামে বিক্রি করলেও মুনাফার খুব কম অংশই তাঁদের পকেটে ঢুকেছে। তাঁদের দাবি, ফুল চাষি এবং এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত 'মিডিল ম্যান'রাই মুনাফার বড় অংশ নিয়ে নিয়েছে।

প্রথম দফা ভোটের আগে বালুরঘাট কলেজ ডিসিআরসিতে প্রস্তুতি তুঙ্গে, জেলায় ৮৩ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট, ২২ এপ্রিল ঃ রাত পোহালেই প্রথম দফার বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট কলেজ ডিসিআরসি সেন্টারে ভোট কর্মীদের চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে। জেলা নির্বাচন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, জেলার ছয়টি বিধানসভার জন্য দুটি ডিসিআরসি কেন্দ্র করা হয়েছে। তপন, কুমারগঞ্জ, বালুরঘাট ও গঙ্গারামপুর বিধানসভার ডিসিআরসি করা হয়েছে বালুরঘাট কলেজে। কুশমন্ডি ও হরিরামপুর বিধানসভার ডিসিআরসি করা হয়েছে বুনিয়াদপুর কলেজে। এবারে জেলায় মোট ভোটার সংখ্যা প্রায় ১১ লক্ষ ৬০ হাজার। মোট বুথের সংখ্যা ১,৩১৮ টি। এর মধ্যে অক্সিলারি বুথ রয়েছে ৫৫ টি। ভোটের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জেলায় মোতায়েন করা হয়েছে ৮৩ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। এছাড়াও জেলার প্রায় ২ হাজার পুলিশকর্মী ভোটের কাজে যুক্ত রয়েছেন। ভোট প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে প্রায় সাড়ে সাত হাজার ভোট কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। বুধবার সকাল থেকেই বালুরঘাট কলেজ ডিসিআরসি সেন্টারে ভোট কর্মীরা নিজেদের ভোট সরঞ্জাম, ইভিএম-ভিভিপ্যাট মেশিন-সহ প্রয়োজনীয় কিট বুঝে নিচ্ছেন। কিট নেওয়ার পর নির্ধারিত বুথের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছেন তাঁরা। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি বুথে ওয়েব কাস্টিং, মাইক্রো অবজারভার এবং সেক্টর অফিসার মোতায়েন থাকছে।

ডিসিআরসিতে অব্যবস্থা, তমলুকে গরমে অসুস্থ একাধিক মহিলা ভোট কর্মী!

নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক, ২২ এপ্রিল ঃ রাত পোহালেই ২৩ এপ্রিল। ২৩ এপ্রিল রাজ্যজুড়ে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ। রাজ্যের উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গের জেলায় জেলায় মোট ১৫২ আসনে ভোট গ্রহণ পর্ব শুরু হবে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ১৬ টি বিধানসভা আসন রয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় মোট পাঁচটি ডিসিআরসি ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছে। তমলুক, কাঁথি, হলদিয়া, এগরা সহ জেলার বাজকুলে ডিসিআরসি ক্যাম্প করা হয়েছে। তমলুক মহকুমার ছয়টি বিধানসভার ডিসিআরসি ক্যাম্প করা হয়েছে জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের অদূরে শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরা গভর্নমেন্ট মহিলা কলেজে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এবারের মোট বুথ ৫০৪০ টি। প্রতি বুথেই পুলিশ সহ কেংদ্র বাহিনীর জওয়ান মোতায়েন থাকবে। বুথে বুথে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। এদিন দুপুরের পর ডিসিআরসি ক্যাম্প থেকে ভোট কর্মীরা রওনা দেন। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় মোট ১ হাজার ২৫৩টি মহিলা পরিচালিত বুথ রয়েছে এবার বিধানসভা নির্বাচনে। ফলে ডিসিআরসি ক্যাম্পে মহিলা ভোট কর্মীদের সংখ্যা অনেকটাই বেশি। তমলুক মহকুমার ডিসিআরসি ক্যাম্পে তীব্র গরমে অসুস্থ হয়ে পড়লেন মহিলা ভোট কর্মীরা। আর তাদের সাহায্যে এগিয়ে এলেন পুরুষ ভোট কর্মীরা। ভোট কর্মীরা ডিসিআরসি ক্যাম্পে চরম অব্যবস্থার অভিযোগ তুললেন। ভোট কর্মী দীপা জানা বলেন, তীব্র গরম ডিসিআরসি ক্যাম্পে চারপাশ ঘিরে দেওয়া হয়েছে। ভেতরের গরম বাতাস বেরোতে পারছে না। ফলে ক্যাম্পের ভিতর মহিলা ভোট কর্মীরা অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। মেডিক্যাল ইউনিট থাকলেও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। মহিলাদের জন্য টয়লেটেরও ব্যবস্থা নেই। পুরুষ ভোট কর্মী তারকনাথ মাজী জানান, তীব্র গরমে ডিসিআরসি ক্যাম্পে মহিলা ভোট কর্মীরা অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। পর্যাপ্ত মেডিক্যাল ইউনিট নেই। অ্যাম্বুলেন্স থাকলেও দেরিতে আসছে।

ভোটের আগে শিলিগুড়িতে অমিল বাস, সমস্যায় যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল ঃ ভোটের কাজে ব্যবহারের জন্য যানবাহনের সংখ্যা মাত্রাতিরিক্তভাবে কমে গিয়েছে বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার ভোট। তার আগে বাড়ি ও গন্তব্যে পৌঁছতে বহু মানুষের সমস্যা হচ্ছে বলে অভিযোগ। দীর্ঘ সময় বাস না পেয়ে শেষপর্যন্ত প্রবল উত্তেজনা ছড়ায় শিলিগুড়ির তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে। খবর পেয়ে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘটনাস্থলে যায়। অভিযোগ, ভোটের কাজে বাস ও অন্যান্য গাড়ি নিয়ে নেওয়ায় যানবাহনের সংখ্যা মাত্রাতিরিক্তভাবে কমে গেছে। এদিকে জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়িতে প্রচুর সংখ্যায় পরিযায়ী শ্রমিক বাড়ি ফিরছেন ভিনরাজ্য থেকে, ভোট দেওয়ার জন্য। বুধবার সকাল থেকে শিলিগুড়ির তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসের সামনে প্রচুর মানুষের ভিড় দেখা যায়। সকাল থেকেই জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার-সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ফেরার জন্য বহু যাত্রী টার্মিনাসে ভিড় জমিয়েছিলেন। কিন্তু বাসের দেখা মেলেনি। কাউন্টার থেকেও কিছু বলা হচ্ছিল না বলে অভিযোগ। দীর্ঘ সময় বাস না পাওয়ায় ক্রমশ ক্ষোভ বাড়তে থাকে সাধারণ যাত্রীদের মধ্যে। খবর পেয়ে বিশাল বাহিনী নিয়ে পুলিশের আধিকারিকরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরাও সেখানে পৌঁছায়। দীর্ঘ সময়ের চেষ্টায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়।

নির্বাচনের আগের দিন হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভায় প্রকাশ্যে বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২২ এপ্রিল ঃ নির্বাচনের আগের দিন মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভায় প্রকাশ্যে বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল। বুথের নির্বাচনী খরচ নিয়ে গেরুয়া শিবিরের দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি। ব্যাপক উত্তেজনা এলাকায়। মন্ডল সভাপতি ও তার স্বামীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ অপর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভায় বিজেপি আর জিততে পারবে না। ভোটের আগের দিন বিস্ফোরক দাবি বিজেপিরই মন্ডল সভাপতির। সমগ্র ঘটনায় অস্বস্তিতে গেরুয়া শিবির। কটাক্ষ তৃণমূলের। হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভার ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনার গ্রামের এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। অভিযোগ বিজেপির মন্ডল সভাপতি পুষ্পা সিংহ বাড়িতে বুথে পোলিং এজেন্টের জন্য ফর্ম ফিলাপ করছিলেন। সেই সময় কনভেনার প্রাণকৃষ্ণ এবং তার দলবল বাড়িতে চড়াও হয়। নির্বাচনী খরচ নিয়ে বচসা শুরু হয়। তার স্বামী সঞ্জীব সিং সেই সময় বাড়িতে এলে তাকে মারধর করে জামা ছিড়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। আক্রান্তদের দাবি ভোট এলেই দলের মধ্যে এই ধরনের দালালরা আসে। তারা আর এই বুথে পোলিং এজেন্ট দেবেন না। এই বিধানসভায় বিজেপি হারবে। অন্যদিকে মানুষ জবাব দেবে কটাক্ষ তৃণমূলের।

বিপুল অর্থের মদ বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ২২ এপ্রিল ঃ প্রথম দফার ভোটের আগে মঙ্গলবার রাতে পূর্ব বর্ধমান জেলায় বড়সড় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ মদ উদ্ধার করল আবগারি দফতর। নির্বাচনের আগে অবৈধ প্রলোভন রুখতেই এই অভিযান বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গভীর রাতে বর্ধমান শহরের একটি ফাঁকা বাড়িতে হানা দেয় আবগারি দফতরের দল। জেলা আবগারি সুপারের নেতৃত্বে চালানো এই অভিযানে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকার মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। প্রাথমিক অনুমান, ভোটের আগে এই মদ প্রলোভন হিসেবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা ছিল। মঙ্গলবার রাতে গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযান চালায় আবগারি দফতর। জেলা আবগারি সুপারিনটেনডেন্টের নেতৃত্বে আবগারি দল বর্ধমানে একটি খালি বাড়িতে অভিযান চালায়। সেই অভিযানে ২৫ লক্ষ টাকার মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

সংশোধনী

বैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
Relationship beyond Banking

গত ২২.০৪.২০২৬ দুরন্ত বার্তা'র ৭ নম্বর পাতায় ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বিজ্ঞাপনে 'কাশিনগর শাখা'র বদলে 'কৃষ্ণনগর শাখা' ছাপা হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত এই ভুলে জন্য দুঃখিত।

পরিচ্ছন্ন রেল, সবুজ প্রাণঃ পূর্ব রেলের মাসব্যাপী পরিচ্ছন্নতা বিপ্লব জোনজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে

কলকাতা, ২২ এপ্রিল ঃ পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেউস্করের দূরদর্শী নেতৃত্বে, এই জোনটি মাসব্যাপী স্বচ্ছতা অভিযান পালনের মাধ্যমে নাগরিক সক্রিয়তার এক প্রাণবন্ত কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। পরিচ্ছন্নতার মানকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করার লক্ষ্যে শুরু হওয়া এই গণ-আন্দোলনটি ২০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে তার পঞ্চম দিনে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে। ভোর থেকেই স্টেশন এবং কোচের ভেতরে স্বচ্ছ ভারত, স্বচ্ছ রেল-এর আদর্শ প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। পূর্ব রেলওয়ে ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডসের নিবেদিতপ্রাণ স্বেচ্ছাসেবীরা স্বাস্থ্যবিধি ও পরিবেশগত সচেতনতা প্রচারের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন। এদিন বেশ কিছু উচ্চ-প্রভাবশালী কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। ব্যারাকপুর গ্রুপ এবং শিয়ালদহ জেলা স্কাউটস অ্যান্ড গাইডসের পক্ষ থেকে একটি মেগা র‍্যালির মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন ও সবুজ সমাজের ডাক দেওয়া হয়। এই ধারা বজায় রেখে প্রথম শিয়ালদহ গ্রুপ, শিয়ালদহ স্টেশন এবং কাইজার স্ট্রিটের রেলওয়ে চত্বরে নিবিড় সচেতনতা অভিযান চালায়। আরও উত্তরে, হালিশহর রেলওয়ে স্টেশন এবং দেশবন্ধু রেলওয়ে কলোনিতে (ভূতবাগান এলাকা) কাঁচরাপাড়া জেলা অ্যাসোসিয়েশনের অধীনে দেশবন্ধু গ্রুপের ৩৫ জন স্কাউট, গাইড, রোভার এবং রেঞ্জার একটি ব্যাপক অভিযান পরিচালনা করেন। তারা প্ল্যাটফর্ম, ওয়েটিং হল এবং টিকিট কাউন্টারে ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড নিয়ে প্রচার চালান এবং সাধারণ মানুষকে ডাস্টবিন ব্যবহার ও যত্রতত্র আবর্জনা না ফেলতে উৎসাহিত করেন। মালদা ডিভিশনেও অত্যন্ত শৃঙ্খলার সাথে আজিমগঞ্জ ও রামপুরহাটে পরিচ্ছন্নতার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। আজিমগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে স্কাউটসের একটি ৬ সদস্যের দল পরিচ্ছন্নতা ও সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করে যা স্থানীয় বাসিন্দা ও যাত্রীদের অনুপ্রাণিত করেছে। একইভাবে, রামপুরহাট জংশনে স্কাউটস ও গাইডরা মানুষের সাথে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও নাগরিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করেন। এদিকে, নৈহাটি রেলওয়ে স্টেশনে নৈহাটি গ্রুপের সদস্যরা 'পরিচ্ছন্ন স্টেশন, সুস্থ জাতি'! স্লোগানে উদ্দীপনামূলক প্রচার চালান। তারা কেবল স্টেশন চত্বরই পরিষ্কার করেননি, বরং ট্রেনের ভেতরে উঠে যাত্রীদের সাথে কথা বলেন, যেখানে স্থানীয় বিক্রেতা ও রেলকর্মীদের কাছ থেকেও ব্যাপক সমর্থন পাওয়া যায়। এই অভিযান রেললাইনের ওপর দিয়েও এগিয়ে চলেছে, যাতে যাত্রাপথেও স্বাস্থ্যবিধির বার্তা পৌঁছানো যায়। আসানসোল ডিভিশনে, ডোমোহানি গ্রুপের ১৫ জন সদস্য আসানসোল-বর্ধমান মেমু প্যাসেঞ্জার এবং ফিরতি পথে জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেসে দুই পর্যায়ের সচেতনতা অভিযান চালান। এই স্বেচ্ছাসেবীরা যাত্রীদের কোচ পরিষ্কার রাখতে এবং প্লাস্টিকের ব্যবহার কমাতে উদ্বুদ্ধ করেন। এই চলন্ত মিশন চিত্তরঞ্জন ও মধুপুরের মধ্যে পাটনা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (১৩৩৩১) এবং বক্সার টাটানগর এক্সপ্রেসের (১৮১৮৪) মতো গুরুত্বপূর্ণ রুটেও অব্যাহত ছিল। এমনকি কুলিক এক্সপ্রেসও (১৩০৫৪) মালদা ডিভিশনের পরিচ্ছন্ন যাত্রার প্রতিশ্রুতির এক অন্যতম মঞ্চ হয়ে ওঠে। এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার সাফল্য প্রসঙ্গে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি বলেন, আমাদের উদ্দেশ্য কেবল একদিনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় আমরা পুরো জোন জুড়ে নাগরিক গর্বের এক সংস্কৃতি গড়ে তুলছি। শিয়ালদহের মেগা র‍্যালি থেকে শুরু করে ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে যাত্রীদের সাথে কথা বলা পর্যন্ত-আমাদের তরুণ স্কাউট এবং গাইডদের সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে দেখা সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক। আমরা আমাদের যাত্রী, বিক্রেতা এবং কর্মীদের অভূতপূর্ব সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞ। সকলে মিলে আমরা নিশ্চিত করছি যে পূর্ব রেল যেন 'স্বচ্ছ রেল'-এর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে।

পূর্ব রেলওয়ের বিশেষ ট্রেনের সাথে গরমের ছুটির আনন্দ উপভোগ করুন

কলকাতা, ২২ এপ্রিল ঃ স্কুলের ছুটির মরসুম পুরোদমে চলায় পরিবার এবং পর্যটকরা তাদের ছুটির গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য আরামদায়ক উপায়ের সন্ধান করছেন। এই উচ্চ চাহিদা মেটাতে এবং প্রত্যেকের মসৃণ যাত্রা নিশ্চিত করতে, পূর্ব রেলওয়ে ২২ এপ্রিল, ২০২৬ থেকে ৩০ এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত বিশেষ ট্রেনের (ট্রেন অন ডিমান্ড) একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক পরিচালনা করছে। এই বিশেষ ট্রেনগুলি হাওড়া, কলকাতা, আসানসোল, মালদা টাউন এবং ভাগলপুরের মতো প্রধান কেন্দ্রগুলিকে নয়াদিল্লি, কানপুর, গোরক্ষপুর, জয়পুর এবং শিলিগুড়ি সহ ভারতের বিভিন্ন জনপ্রিয় গন্তব্যের সাথে সংযুক্ত করছে। যেসব যাত্রীরা ২২ থেকে ২৪ এপ্রিলের মধ্যে ভ্রমণের পরিকল্পনা করছেন, তারা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবায় নিশ্চিত আসন পেতে পারেন। ০৪০৬১ ভাগলপুর - দিল্লি স্পেশাল, ০৬৫৬৬ মালদা টাউন - স্যার এম. বিশ্বেশ্বরায় টার্মিনাল স্পেশাল এবং ০১৭০২ হাওড়া - জবলপুর স্পেশাল বিভিন্ন এসি ক্লাস অফার করছে। অন্যদিকে, ০৯২০৬ আসানসোল - পোরবন্দর স্পেশাল এবং ০৯১৭৬ দুর্গাপুর - উধনা স্পেশালে স্লিপার এবং সেকেন্ড সিটিংয়ের সুবিধা রয়েছে। যারা ২৩ এপ্রিল সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে ভ্রমণ করছেন, তাদের জন্য ০৫৭৫৩ মালদা টাউন - নিউ জলপাইগুড়ি স্পেশাল এবং ০৯৬২৪ আসানসোল - উদয়পুর সিটি স্পেশাল উপলব্ধ রয়েছে। এছাড়া ০৭৫৮১ মধুপুর - চোপন স্পেশাল এবং ০৯৪৮২ হাওড়া - বটবা স্পেশাল অতিরিক্ত সংযোগ প্রদান করছে, যা বিভিন্ন ডিভিশনের যাত্রীদের ভ্রমণের জন্য প্রচুর বিকল্প নিশ্চিত করছে। মাস যত এগোবে, ২৬ থেকে ২৮ এপ্রিলের মধ্যে আরও ভ্রমণের বিকল্প পাওয়া যাবে। যাত্রীরা ০২০২৩ হাওড়া - পাটনা স্পেশাল, ০৯৪৩৬ আসানসোল - সবরমতী স্পেশাল এবং ০৯৬০৬ কলকাতা - মাদার স্পেশালে আসন বুক করতে পারেন। গোরক্ষপুর বা ছাপড়ার দিকে যাত্রীদের জন্য কলকাতা থেকে ০৫০৩১ এবং ০৫১৫৫ নম্বর ট্রেনগুলি ফার্স্ট এসি, সেকেন্ড এসি এবং থার্ড এসি সুবিধা প্রদান করছে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পরিষেবাগুলির মধ্যে রয়েছে ০৮৪০২ কলকাতা - ভুবনেশ্বর স্পেশাল, ০৬০৩৮ ডানকুনি - চেন্নাই সেন্ট্রাল স্পেশাল এবং ০৪০৫১ হাওড়া - নয়াদিল্লি স্পেশাল। মাসের শেষ দিনগুলিতে, অর্থাৎ ২৯ থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত, যাত্রীরা ০৯১৮০ দুর্গাপুর - উধনা স্পেশাল, ০৪৮২০ আসানসোল - যোধপুর স্পেশাল এবং ০৫০৬৩ কলকাতা - গোমতী নগর স্পেশাল ট্রেন পরিষেবাগুলি ব্যবহার করতে পারেন, যেগুলিতে সেকেন্ড এসি, থার্ড এসি এবং স্লিপার ক্লাসের বার্থ রয়েছে। এই ব্যবস্থা প্রসঙ্গে পূর্ব রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি বলেন যে, এই ব্যস্ত ছুটির মরসুমে কোনো যাত্রী যেন পিছিয়ে না থাকেন তা নিশ্চিত করাই প্রশাসনের অগ্রাধিকার। তিনি উল্লেখ করেন যে, এই স্পেশালগুলি চালানোর মাধ্যমে পূর্ব রেলওয়ে সমস্ত বিভাগে হাজার হাজার অতিরিক্ত বার্থ প্রদান করছে। তিনি যাত্রীদের অবিলম্বে তাদের নিশ্চিত আসন বুক করতে এবং গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণ উপভোগ করতে অফিসিয়াল RailOne App ও IRCTC ওয়েবসাইট দেখার অথবা রিজার্ভেশন কাউন্টারে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন। এই বিশেষ পরিষেবাগুলির বিস্তারিত সময়সূচী এবং স্টপেজ সম্পর্কে জানতে যাত্রীদের অফিসিয়াল রেলওয়ে ইনকোয়ারি সিস্টেম দেখার অনুরোধ করা হয়েছে।

বাঁকুড়ায় সমানে-সমানে লড়াইয়ের ইঙ্গিতঃ কোথাও দাপট বজায়, কোথাও পরিবর্তনের হাওয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২২ এপ্রিল ঃ বাঁকুড়া জেলায় এবার নির্বাচনের আগে সরকারবিরোধী মনোভাবের ইঙ্গিত মিলছে বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে। এর জেরে প্রধান বিরোধী দল বিজেপি কিছু ক্ষেত্রে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকতে পারে বলেও আলোচনা চলছে। তবে অধিকাংশ আসনে লড়াই হাড্ডাহাড্ডি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি বলে স্থানীয় বাসিন্দা ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মত। বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের অধীনে থাকা বিধানসভাগুলির ক্ষেত্রে গত ২০২১ সালের নির্বাচনের ফলাফলের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা রয়েছে। বিষ্ণুপুর, কোতুলপুর, ইন্দাস, সোনামুখী ও ওন্দা- এই পাঁচটি কেন্দ্রে তখন বিজেপি জয়ী হয়েছিল। পরবর্তীতে বিষ্ণুপুর ও কোতুলপুরের বিধায়করা দলবদল করে তৃণমূলে যোগ দেন। এই দলবদলের কেন্দ্র করে এলাকায় কিছু ভোটারের অসন্তোষের কথাও শোনা যাচ্ছে। তবুও সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের পুনরায় টিকিট দেওয়ায় বিভিন্ন মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে দাবি, বিষ্ণুপুরে পৌরসভার কাজকর্ম নিয়ে একাংশ মানুষের অসন্তোষ রয়েছে। অন্যদিকে ওন্দা ও সোনামুখীতে বিজেপি বিধায়কদের এখনও জনপ্রিয়তা বজায় রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ইন্দাসেও বিজেপির সংগঠনগত ভিত্তি মজবুত রয়েছে বলে মত রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের। অন্যদিকে বড়জোড়া কেন্দ্রে গতবার জয়ী হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। এবার সেখানে প্রার্থী পরিবর্তন করেছে শাসকদল। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এড়াতে বিদায়ী বিধায়ককে সরিয়ে সদ্য দলে যোগ দেওয়া এক পরিবহন ব্যবসায়ীকে প্রার্থী করা হয়েছে। তিনিও এলাকায় পরিচিত মুখ হওয়ায় এই কেন্দ্রে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা রয়েছে। বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের ছয়টি বিধানসভা আসনের মধ্যে পাঁচটিতে বিজেপি আসন ধরে রাখতে পারে বলে একাংশের ধারণা। বাকি একটি আসনে জোর লড়াইয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ছয়টি বিধানসভা আসনের চিত্র কিছুটা ভিন্ন। রাইপুর কেন্দ্রে তৃণমূল তুলনামূলকভাবে সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। বাঁকুড়া, ছাতনা, শালতোড়া ও রানীবাঁধ-এই চারটি কেন্দ্রে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের সম্ভাবনা প্রবল। ২০২১ সালে বাঁকুড়া, ছাতনা ও শালতোড়ায় বিজেপি এবং রানীবাঁধে তৃণমূল জয়ী হয়েছিল। বিজেপি এই তিনটি কেন্দ্রে বিদায়ী বিধায়কদেরই পুনরায় প্রার্থী করেছে এবং তাঁদের স্থানীয় জনপ্রিয়তা এখনও রয়েছে বলে মত রাজনৈতিক মহলের একাংশের। অপরদিকে তৃণমূলও এই কেন্দ্রগুলিতে বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে সংগঠন মজবুত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। শালতোড়া কেন্দ্রেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা জোরদার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সম্প্রতি একটি জনসভায় শিল্প পুনরুজ্জীবনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও তা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। কর্মসংস্থান ইস্যুও এখানে প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। একইসঙ্গে বিদায়ী বিধায়িকার সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড তাঁকে এখনও প্রাসঙ্গিক রেখেছে বলেও আলোচনা রয়েছে। শাসকদল এই কেন্দ্রেও সামাজিক সমীকরণ মাথায় রেখে প্রার্থী বাছাই করেছে। রানীবাঁধ কেন্দ্রে তৃণমূল এবার প্রার্থী পরিবর্তন করেছে। বিদায়ী বিধায়িকা তথা রাজ্যের এক মন্ত্রীকে সরিয়ে নতুন মুখ হিসেবে এক অধ্যাপিকাকে প্রার্থী করা হয়েছে। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব সামাল দিতেই এই সিদ্ধান্ত বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। তবে এই পরিবর্তনের প্রভাব কতটা পড়বে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। জেলার সদর বাঁকুড়া কেন্দ্রটি প্রশাসনিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় এই আসন ঘিরেও বাড়তি নজর রয়েছে। তবে এখানেও এই আসন বিজেপির দখলে থাকলেও শাসকদল তা পুনর্দখলের জন্য সক্রিয় প্রচার চালাচ্ছে। ফলে এখানেও জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। সব মিলিয়ে, বাঁকুড়া একাধিক কেন্দ্রে সমানে সমানে লড়াইয়ের ইঙ্গিত মিলছে। তবে সামগ্রিকভাবে আসনসংখ্যার দিক থেকে বড় ধরনের পরিবর্তন না হতে পারে বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত।

কলকাতা - জম্মু তাওয়াই - কলকাতা এক্সপ্রেসে অতিরিক্ত স্লিপার ক্লাসের কোচ সংযোজন

কলকাতা, ২২ এপ্রিল ঃ জনপ্রিয় এক্সপ্রেস ট্রেনগুলিতে অতিরিক্ত কোচ সংযোজন একটি চলমান উদ্যোগ, যার মূল লক্ষ্য হলো যাত্রীদের সামগ্রিক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা উন্নত করা। সেই লক্ষ্যে, যাত্রীদের অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে এবং অতিরিক্ত ভিড় সামলাতে, রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ১৩১৫১ / ১৩১৫২ কলকাতা - জম্মু তাওয়াই - কলকাতা এক্সপ্রেসে সাময়িকভাবে একটি অতিরিক্ত স্লিপার ক্লাসের কোচ সংযোজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২৩.০৪.২০২৬ থেকে ৩০.০৬.২০২৬ তারিখের মধ্যে কলকাতা থেকে এবং ২৫.০৪.২০২৬ থেকে ০২.০৭.২০২৬ তারিখের মধ্যে জম্মু তাওয়াই থেকে ছেড়ে যাওয়া ১৩১৫১/ ১৩১৫২ কলকাতা - জম্মু তাওয়াই - কলকাতা এক্সপ্রেসে এই একটি অতিরিক্ত স্লিপার ক্লাসের কোচ যুক্ত থাকবে। এই ট্রেনটি মোট ২২টি কোচ নিয়ে চলাচল করবে।

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (IV), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/ এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ-এর সাথে রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতাদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **সিনিয়র ডিইএন/৪/ এইচডব্লুএইচ:ই-টেন্ডার নং : ২০_২০২৬-২৭, তারিখ ২০.০৪.২০২৬। কাজের বিবরণ:** সিনিয়র ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ-এর অধিকারক্ষেত্রের অধীনে আরপিএইচ-ডিইউএমকে শাখার দুমকা জেলায়, কিমি ১১৪/০-১৬২/২০০, পূর্ব বর্ধমান জেলায় কেএএন-আরপিএইচ শাখায়, কিমি ১/০-৩৩/৩৪০, বীরভূম জেলায় কেএএন-আরপিএইচ শাখায় কিমি ৩৩/৩৪০-৮৮/০, এসএনটি-জিএমএএন শাখা কিমি ৮৮/০-১৪২/৫০০ ও আরপিএইচ-ডিইউএমকে শাখায় কিমি ১০০/০-১১৪/০, পাকুর জেলায় এসএনটি-জিএমএএন শাখায়, কিমি ১৪২/৫০০-১৬১/৫০০ এবং সাহেবগঞ্জ জেলায় এসএনটি-জিএমএএন শাখায় কিমি ১৬১/৫০০-১৭২/২০০-তে ল্যান্ড প্ল্যানের ডিজিটাইজেশন ও সার্টিফিকেশন। **আনুমানিক ব্যয়:** ১,৬৭,০৩,৭১৫ টাকা। **বায়নামূল্য:** ৩,৩৪,১০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য :** শূন্য। **কাজ শেষের মেয়াদ:** অ্যাক্সেপটেন্স লেটার ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ১৩.০৫.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, পরের দিন অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার সংক্রান্ত বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য হবে। দ্রষ্টব্য : আইআরইপিএস-এ (ই-টেন্ডার পোর্টাল) আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর) গ্রহণযোগ্য হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।

(HWH-31/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

TENDER NOTICE
Election (URGENT)

Tender Invited by the Assistant Engineer, PWD, Barrackpore Sub- Division-I, Govt. of W.B. vide Short **NIT No. 01/AE/ BKPSD-I Of 2026-27** for the work of "Making of 02 (Two) sets of step Ladder for V.I.P Helicopter H-145 (VT-HLP) to be used in Helipad for V.I.P movement under Barrackpore Police Commissioner during the year 2026-2027." Intending tenderers are requested to visit the website **http:// https:// wbpwd.gov.in/tender/ page.html**

Sd/-
Assistant Engineer, PWD
Barrackpore Sub-Division-I

Govt. of West Bengal.

Short Quotation is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, South 24 Parganas Electrical Division, 57/2, Diamond Harbour Road, Kolkata-700023 from the eligible contractors for the following works. Name of Works: i) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis at diiferent locations under Diamond Harbour PS for deployment of CAPF/SAPFs for General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026 (Phase-II). (w.e.f. 24.04.2026)
(Tender Ref: NIQ No. 161/Q of S24PED of 2026-27)
Date of Permission: : 23.04.2026 Upto 01.00 P.M
Bid Submission closing: 23.04.2026 Upto 01.30 P.M
Bid opening Date: 23.04.2026 after 02.00 P.M.

Sd/- A. Haldar
Executive Engineer, PWD
South 24 Parganas Electrical Division

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: [illegible] নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। [illegible] বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য: ১৫,৪১,১৬৩.৩৩ টাকা, **বায়নার ধনঃ** ৩০,৮০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ১১-০৫-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে** এবং ১১-০৫-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট. (জি)/ আলিপুরদুয়ার জং. কার্যালয়ে **খোলা হবে।** উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http:// www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম/ইলেক্ট. (জি)/আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহদের সেবায়

সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/ ২২_২০২৬/কে/৬৩ তারিখঃ ১৫-০৪-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেণ্ডার আহ্বান করছেঃ **টেণ্ডার সংখ্যা. ২২_২০২৬। কাজের নামঃ** (ক) ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ "কার্শিয়াং-মহানদী-ধারণাওডা-কার্শিয়াং-মহানদীতে কার্যালয় সহিত ব্যারাকের নির্মাণ"। (খ) ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ। "কাটিহার মণ্ডলের দার্জিলিঙে আধিকারিকের বিশ্রাম গৃহের উন্নতকরণ (পুরোনো ভবন)"। (গ) ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ "কাটিহার মণ্ডলের দার্জিলিঙে আধিকারিকের বিশ্রাম গৃহের উন্নতকরণ (নতুন ভবন)"। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৭৩,৭১,৬৯৫/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,৪৭,৪০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হবেঃ** ০৬-০৫-২০২৬ তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র **www.ireps.gov.in** এ উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/জিএণ্ডসিএইচজি/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/ ২৪_২০২৬/কে/৭৭ তারিখঃ ১৭-০৪-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেণ্ডার আহ্বান করছেঃ **টেণ্ডার সংখ্যা. ২৪_২০২৬। কাজের নামঃ** হলদিবাড়িতে-"স্ট্যাণ্ডার্ড টাইপ-II (১৬ ইউনিট) কোয়ার্টারের দ্বারা ইকরা ওয়াল কোয়ার্টারের প্রতিস্থাপন" এর সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১৩,৬৩,৬৯৫/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২৭,৩০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হবেঃ** ০৯-০৫-২০২৬ তারিখের **১৪.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ১৪.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র **www.ireps.gov.in** এ উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/জিএণ্ডসিএইচজি/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

ই- টেন্ডার নোটিশ

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে PCMM/CLW/HWH, প্রতিষ্ঠিত ও নির্ভরযোগ্য নির্মাতাদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত সামগ্রীসমূহ সরবরাহের জন্য ইলেকট্রনিক দরপত্র আহ্বান করছে। এই ই-দরপত্র(সমূহ) মূলত বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভ নির্মাণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহের উদ্দেশ্যে আহ্বান করা হয়েছে। সম্ভাব্য সরবরাহকারীদের বিস্তারিত নির্দেশাবলির জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি পরিদর্শন করার অনুরোধ জানানো হচ্ছে। এগুলি সম্পূর্ণভাবে ই-দরপত্র সুতরাং, কেবল ইলেকট্রনিক মাধ্যমেই দাখিলকৃত দরপত্র বা প্রস্তাবসমূহ গ্রহণ করা হবে। (ক) দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং. PCMM/CLW/HWH/ E-Procurement/ 26/12, তারিখঃ ১৬.০৪.২০২৬। ক্রমিক নং দরপত্র নং. সামগ্রীর বিবরণ, পরিমাণ, জমার শেষ তারিখ, দরপত্রের মূল্য-নিচে উল্লেখ করা হলোঃ [০২৭], ২১২৬২৭৭৫ ইস্পাতের পাইপ, স্পেসিফিকেশনঃ IS: 1239 (Part-1) 2004 (Medium), আকার- ৩২ NB x 3.2 পুরু x ৩৫০০ দীর্ঘ। পরিমাণের সহনশীলতা (+/-) ৫ শতাংশ, সামগ্রীর বিভাগঃ সাধারণ, মোট ক্রয়াদেশ মূল্যের অনুমোদিত তারতম্যঃ সর্বোচ্চ ৮ লক্ষ দরপত্র / দলিল অনুযায়ী ১২.০৫.২০২৬ ₹০.০০। **[028] 25255145A,** হিস্টেরোস্কোপি যন্ত্রাদি, দরপত্র / দলিল অনুযায়ী ১১.০৫.২০২৬ ₹০.০০।

(খ) দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং. PCMM/CLW/HWH/E-Procurement/26/13, তারিখঃ১৮.০৪.২০২৬। ক্রমিক নং দরপত্র নং. সামগ্রীর বিবরণ, পরিমাণ, জমার শেষ তারিখ, দরপত্রের মূল্য-নিচে প্রদত্ত হলোঃ [০২৯] 31252689B, স্কচ ডেঞ্জার কশন টেপ -স্পেসিফিকেশন নং CLW/ES/3/0161/A অথবা সর্বশেষ সংশোধনী অনুযায়ী (সেটের বিস্তারিত বিবরণ 'Doc. Tab'-এ সংযুক্ত আছে) [পরিমাণের সহনশীলতা (+/-), ৫ শতাংশ, সামগ্রীর বিভাগঃ সাধারণ, মোট ক্রয়াদেশ মূল্যের অনুমোদিত তারতম্যঃ সর্বোচ্চ ৮ লক্ষ টাকা] দরপত্র / দলিল অনুযায়ী ০৯.০৫.২০২৬ ₹০.০০। [০৩০] 23265013A ১. ৩-পিন বিশিষ্ট সম্পূর্ণ কাপলার (মেল ও ফিমেল অংশসহ)-(পার্ট নং KPSE7E12-3P DZ এবং KPSE6E12-3 S DZ অথবা সমতুল্য) যা সিএলডব্লু-এর ড্রইং নং CLW/ES/3/SK-2/0153, Rev-04 এবং স্পেসিফিকেশন নং CLW/ES/3/0528, Alt. A অনুযায়ী সেন্সর প্লেটে সংস্থাপনের জন্য ব্যবহৃত হবে। ২. ৫-পিন বিশিষ্ট সম্পূর্ণ কাপলার (মেল ও ফিমেল অংশসহ)-(পার্ট নং KPSE7E14-5P DZ এবং KPSE6E14-5S DZ অথবা সমতুল্য) যা সিএলডব্লু-এর ড্রইং নং CLW/ES/3/SK-2/0153, Rev-04 এবং স্পেসিফিকেশন নং CLW/ES/3/0528, Alt. A অনুযায়ী সেন্সর প্লেটে সংস্থাপনের জন্য ব্যবহৃত হবে দরপত্র / দলিল অনুযায়ী ০৭.০৫.২০২৬ ₹০.০০।

PR2/330 **PCMM/CLW/Howrah**
"Like us on: www.facebook.com/clwrailways"

ড্রাগ টেস্টে ধরা পড়লেন পাক তারকা মহম্মদ নওয়াজ

সংবাদ সংস্থা, ইসলামাবাদ, ২২ এপ্রিলঃ টি-২০ বিশ্বকাপ চলাকালীন সংগৃহীত নমুনায় ধরা পড়েছে নিষিদ্ধ রিক্রিয়েশনাল ড্রাগের ব্যবহার। যার জেরে পাকিস্তানের অলরাউন্ডার মহম্মদ নওয়াজকে ঘিরে শুরু হয়েছে তদন্ত। পাক ক্রিকেট বোর্ড এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি, কিন্তু অভিযোগের আঁচ ইতিমধ্যে তাঁর কেরিয়ারে পড়েছে। ইংল্যান্ডের কাউন্টি দল সারের সঙ্গে চুক্তি ভেস্তে গিয়েছে নাওয়াজের। চলতি বছর টি-২০ বিশ্বকাপ চলাকালীন নওয়াজের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। তাতেই ড্রাগ ব্যবহারের প্রমাণ মিলেছে। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই তদন্ত শুরু করেছে পিসিবি। যদিও এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি সামনে আসেনি। ৩২ বছরের অলরাউন্ডার বিশ্বকাপে দলের নিয়মিত সদস্য। সাতটি ম্যাচেই খেলেছেন। বড় রান না

এলেও, হাত ঘুরিয়ে ছিনিয়ে নেন সাত উইকেট। এই ঘটনার সরাসরি প্রভাব পড়েছে নাওয়াজের ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে। ইংল্যান্ডের টি-২০ ব্লাস্টে খেলার জন্য এনওসি দেওয়া হয়েছিল। সারের হয়ে খেলার কথা ছিল তাঁর। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হওয়ার আগেই সেই চুক্তি বাতিল হয়েছে। যে কারণে ইংল্যান্ডে খেলার সুযোগ হারালেন তিনি। তদন্তের ফলাফল ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে বড়সড় শাস্তির মুখে পড়তে পারেন। ময়দানের বাইরে বিতর্ক চললেও পাকিস্তান সুপার লিগে খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন নওয়াজ। মুলতান সুলতান্সের হয়ে নিয়মিত মাঠে দেখা যাচ্ছে। সর্বশেষ ম্যাচেও অংশ নিয়েছেন। যদিও বল হাতে তেমন প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ। এই পরিস্থিতিতে তাঁর পিএসএলে অংশগ্রহণ নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত অনিশ্চয়তা জারি থাকবে। পাকিস্তান ক্রিকেটে এহেন বিতর্ক নতুন নয়। অতীতেও একাধিক খেলোয়াড় এই ধরনের ঘটনায় জড়িয়েছেন। এখন নজর তদন্তের দিকে। বোর্ড কী সিদ্ধান্ত নেয়, তার উপরই নির্ভর করছে নওয়াজের কেরিয়ারের পরবর্তী পর্ব।

হার্দিকের সঙ্গে সম্পর্কে ফাটল ধরেছে? মুখ খুললেন ক্রুনাল

নিজস্ব প্রতিবেদন

জাতীয় দল হোক বা আইপিএল, একটা সময়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে খেলতে দেখা গিয়েছে তাঁদের। কিন্তু 'পান্ডিয়া ব্রাদার্স'-এর সম্পর্ক ঘিরেই বাড়ছে চর্চা। চলতি আইপিএল-এ আরও স্পষ্ট হয়েছে সেটা। আরসিবি বনাম এমআই ম্যাচে হার্দিকের আউট হওয়ার পরে যে ভাবে উচ্ছ্বাসে মেতেছিলেন ক্রুনাল, তা নজর এড়ায়নি কারও। সম্প্রতি আরসিবি-র এক পডকাস্টে ক্রুনালের মন্তব্যে ইঙ্গিত মিলেছে, দুই ভাইয়ের মধ্যে কিছুটা দূরত্ব তৈরি হয়েছে। আর মুখে স্বীকার না করলেও, হার্দিককে যে মিস করেন ক্রুনাল, এমনটাই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। আরসিবি-র এক পডকাস্টে এই নিয়ে দানিশ সাইত প্রশ্ন করেন ক্রুনাল পান্ডিয়াকে। তিনি প্রশ্নটা করেন কিছুটা মজার ছলে- ''সব ঠিক আছে তো, না কি ঝগড়া চলছে?'' ক্রুনাল তখন গোটাটাই হেসে উড়িয়ে দেন। মাঝখানে দানিশ মজা করে বলেন, ''কেন আর আন্ডারটেকারও তো মাঝে মাঝে লড়াই করে।'' তাতেও হেসে প্রতিক্রিয়া দেন ক্রুনাল। শেষে এই নিয়ে মুখ খোলেন। বলেন, ''সব ঠিক আছে।'' কিন্তু এই হাসির আড়ালে অন্য ইঙ্গিত খুঁজে পেয়েছেন অনেকেই। কথোপকথনের এক পর্যায়ে দানিশ জানান, গত বছর তিনি ক্রুনালকে আরসিবি-র পডকাস্টে ডাকলেও তিনি আসেননি। উত্তরে ক্রুনাল মজার ছলে বলেন, তিনি তখন আরসিবি পরিবারের সঙ্গে ছিলেন। দানিশ তখন বলেন, ''পরিবারের সঙ্গে থেকেও তুমি আর এক আরসিবি সদস্যের সঙ্গে দেখা করতে পারোনি।'' এই প্রসঙ্গেই ক্রুনাল বলেন, ''যখন আপনি আরসিবি পরিবারের সঙ্গে থাকেন, তখন অনেক সদস্য থাকে। তবুও কিছুজনকে মিস করেন।'' এর পরেই দানিশ দ্রুত যোগ করেন, ''যেমন তোমার ভাই।'' দু'জনেই তখন জোরে হেসে ওঠেন। কিন্তু এই হাসির আড়ালে কি দূরত্বের ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে? ক্রুনাল সরাসরি কিছু না বললেও, তার প্রতিক্রিয়া ঘিরে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে 'পান্ডিয়া ব্রাদার্স'-এর সম্পর্ক নিয়ে।

বৈভব ক্রিকেটের পরবর্তী উপদেবতা

শচীনের সঙ্গে তুলনা টানলেন শ্রীকান্ত

সংবাদ সংস্থা, চেন্নাই, ২২ এপ্রিলঃ বৈভব জ্বর ক্রমশ চড়ছে। তাঁকে দেশের জার্সিতে দেখার জন্য তর সইছে না ভারতের প্রাক্তনীদের। কয়েকদিন আগেই সূর্যবংশীকে প্রশংসায় ভরিয়ে দেন শ্রেয়স আইয়ার। বলেন, ''বৈভব ভবিষ্যতের তারকা।'' এবার তাঁকে দরাজ সার্টিফিকেট দেন কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত। তাঁকে অবিলম্বে ভারতীয় দলে নেওয়ার দাবি জানান কপিল দেবের এককালীন সতীর্থ। শ্রীকান্ত বলেন, ''সূর্যবংশী দুর্দান্ত সব শট খেলে। ছেলেটা অসাধারণ এবং অনবদ্য। ওকে দ্রুত জাতীয় দলে সুযোগ দাও অজিত। পরের সিরিজে ওর সুযোগ পাওয়া উচিত।'' প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকরের উদ্দেশে এই বার্তা দেন শ্রীকান্ত। অনেকেই মনে করছেন, বৈভবকে নিয়ে কোনও তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়। ধীরে চলো নীতি নেওয়ার পরামর্শ দেয়। কিন্তু শ্রীকান্ত মনে করেন, অপেক্ষার দরকার নেই। সূর্যবংশী ম্যাচ উইনার। শ্রীকান্ত বলেন, ''আমার মনে হচ্ছে অবিলম্বে বৈভবকে ভারতীয় দলে নেওয়া উচিত। আরও সময় নেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। অনেক ধারাবাহিকতার পরীক্ষা হয়েছে। এই ছেলেটা ম্যাচ জেতানোর জন্য তৈরি।'' সূর্যবংশীর ভয়ডরহীন ক্রিকেটের উল্লেখ করেন। যশপ্রীত বুমরা এবং জস হ্যাজেলউডের বিরুদ্ধে তাঁর ছক্কার প্রশংসা করেন। শ্রীকান্ত বলেন, ''বুমরার প্রথম বলেই ছয় মারে। কে বল করছে, সেই নিয়ে ও ভাবে না।'' সচিন তেন্ডুলকরের সঙ্গে আগে থেকেই তুলনা টানা হচ্ছে বৈভবের। তাঁকে দেখে মাস্টার ব্লাস্টারকে মনে পড়ছে শ্রীকান্তের। পুরোনো দিনের কথা মনে করালেন। শ্রীকান্ত বলেন, ''আমি ১৯৮৯ সালে যখন অধিনায়ক ছিলাম, সচিন তেন্ডুলকারের বয়স তখন ১৬ ছিল। এখন ও ক্রিকেটের ঈশ্বর। একইভাবে এই ছেলেটা ক্রিকেটের পরবর্তী উপদেবতা হতে পারে। অনবদ্য প্রতিভা। ও ভবিষ্যতের তারকা।''

'৫০ কোটি জলে দিয়েছে পন্থ-পুরান'

দুই এলএসজি তারকাকে কড়া ভাষায় আক্রমণ কিউয়ি পেসারের

নিজস্ব প্রতিবেদন

আইপিএল-এ খারাপ পারফরম্যান্সের জন্য লখনৌ সুপার জায়ান্টসের অধিনায়ক ঋষভ পন্থ ও তারকা ব্যাটার নিকোলাস পুরানকে কড়া ভাষায় সমালোচনা করলেন প্রাক্তন কিউয়ি পেসার সাইমন ডুল। তাঁর দাবি, এই দুই ক্রিকেটারের জন্য প্রায় ৫০ কোটি টাকা খরচ করেও দল মাত্র একটি ম্যাচ জিততে পেরেছে। বর্তমানে লখনৌ পয়েন্ট টেবিলের নবম স্থানে রয়েছে, ছয় ম্যাচের মধ্যে জিতেছে মাত্র দু'টিতে। সাইমন ডুল বলেন, ''পন্থ ব্যাট হাতে দলকে মাত্র একটি ম্যাচ জিতিয়েছে, এর বাইরে কিছুই করতে পারেনি। তোমরা পন্থ আর পুরানের জন্য ৫০ কোটি টাকা খরচ করেছ, অথচ তারা ২জন মিলে মাত্র একটি ম্যাচ জিতিয়েছে। দলের প্রায় অর্ধেক বাজেট খরচ হয়েছে দু'জনের পিছনে, যাঁর নিটফল একটাই ম্যাচ জেতানো।'' তিনি আরও বলেন, দলের বড় সমস্যা বিদেশি ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্স। তাঁর দাবি, ''তোমাদের প্রথম পাঁচে তিন জন বিদেশি ব্যাটার আছে। তাদের মধ্যে মার্করাম কিছুটা ভালো খেলেছে, মার্শ তেমন কিছু করেনি, আর পুরান একেবারেই কিছু করতে পারেনি। এটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা।'' দলের ব্যাটিং নিয়ে বারবার পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে বলেও জানান ডুল, যেটাও একটি সমস্যা। পন্থ, মার্শ, মার্করাম, আয়ুষ বাদোনি ও পুরান- সবাইকে ওপেনিংয়ে ব্যবহার করে দেখা হয়েছে। ডুল বলেন, ''ওরা ঠিক করেছে, এখন বাদোনি ওপেন করবে। ওকে উপরে তুলে দিয়ে একটু স্বাধীন ভাবে খেলানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।'' শেষে তিনি যোগ করেন, ''দলটা নিজেদের ব্যাটিং অর্ডার নিয়েই নিশ্চিত নয়। শুরুতেই এত বদল করা মানে আত্মবিশ্বাসের অভাব। একের পর এক ম্যাচে ভালো না করলে তখন ভাবতেই হয়। তাই দ্রুত বদল আনা হচ্ছে। কিন্তু যে সব দল ভালো করছে, তারা ভারতীয় ব্যাটারদের উপর ভরসা করছে, সেটাই বড় পার্থক্য।''

নাটকীয় জয়ে ফাইনালে ইন্টার মিলান

সংবাদ সংস্থা, মিলান, ২২এপ্রিলঃ সান সিরোয় মঙ্গলবার রাতে সেমি-ফাইনালের দ্বিতীয় লেগে ৩-২ গোলে জিতেছে ইন্টার। কোমোর মাঠে প্রথম লেগ গোলশূন্য ড্র হয়েছিল। ইন্টারের রোমাঞ্চকর জয়ের নায়ক হাকান কালহানোগ্লু। জোড়া গোল করেন তিনি। প্রথমার্ধে বাতুরিনা ও ৪৮তম মিনিটে দা কুঁহার গোলে বেশ শক্ত অবস্থানে ছিল কোমো। ৬৯তম মিনিটে প্রথমবার তাদের জালে বল পাঠিয়ে দলকে পথে ফেরান কালহানোগ্লু। ৮৬তম মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোলে সমতা টানেন এই তুর্কি মিডফিল্ডার। আর নির্ধারিত সময়ের এক মিনিট বাকি থাকতে ব্যবধান গড়ে দেন ক্রোয়াট মিডফিল্ডার সুচিচ। সেরি আ শিরোপা জয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাওয়া ইন্টার কাপ ফাইনালে খেলবে লাসিও কিংবা আতালান্তার বিপক্ষে।

কোহলির সঙ্গে খেলার ইচ্ছা জকোভিচের

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিলঃ একজন টেনিস জগতের কিংবদন্তি নোভাক জকোভিচ। অন্যজন ক্রিকেট জগতের রাজা বিরাট কোহলি। তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব অনেক আগে থেকেই ছিল। এবার এক অনুষ্ঠানে ভারতে এসে কোহলির সঙ্গে খেলার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন এই সার্বিয়ান তারকা। নোভাক জকোভিচ জানান, সার্বিয়ায় ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা নেই বললেই চলে। কিন্তু যখন থেকে ভারতীয় মহাতারকা বিরাটের সঙ্গে পরিচিতি হয়, তখন থেকে তাঁর ক্রিকেটের প্রতি ঝোঁক হয়। নোভাক বলেন, ''কোহলি আমার বন্ধু। ওকে আমি শ্রদ্ধা করি। সত্যি বলতে, ওর জন্যই আমার ক্রিকেট দেখা শুরু!''

টেনিস কিংবদন্তি নোভাক জানান, তাঁদের খেলার মঞ্চ আলাদা হলে তাঁদের প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে। তবে এবার তিনি স্বয়ং ভারতে এসে কোহলির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। এবিষয়ে তিনি বলেন, ''আমি যখন ভারতে আসব, আশা করি ও আমার সঙ্গে থাকবে। আমরা একটু টেনিস খেলব, একটু ক্রিকেট খেলব। মজা করব।'' পাশাপাশি এই অনুষ্ঠানে জকোভিচ তাঁর ভারত সফরে আসার দীর্ঘদিনের ইচ্ছের কথা জানান। তাঁর কথায়, ''ভারতের মানুষের সঙ্গে আমার একটা আলাদা যোগ। অনেক সমর্থনের ভালোবাসা পেয়েছি। খুব তাড়াতাড়ি আসতে চাই।''

লেস্টার সিটি নেমে গেল ইংলিশ ফুটবলের তৃতীয় ডিভিশনে

সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ২২ এপ্রিলঃ একসময় রূপকথা লিখেছিল যে দল, এখন তাদের ঠিকানা তৃতীয় ডিভিশন। হাল সিটির বিরুদ্ধে ড্রয়ের জেরে লেস্টার সিটির অবনমনে সিলমোহর পড়ে গেল। এক দশকে শীর্ষ থেকে তলানিতে নেমে আসার বিরল উদাহরণ তৈরি করল এই ক্লাব। সেকেন্ড ডিভিশনের লিগে টিকে থাকতে গেলে গতরাতে জিততেই হত। কিন্তু হাল সিটির বিরুদ্ধে ম্যাচ ২-২ স্কোরলাইনে শেষ হয়। এর জেরে আর কোনও

সমীকরণই কাজে দিল না। দুই ম্যাচ হাতে থাকলেও নিরাপদ জায়গা থেকে সাত পয়েন্ট পিছিয়ে লেস্টার। যা নিশ্চিত করল অবনমন। ম্যাচে লড়াই ছিল, ফিরে আসার চেষ্টাও ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে গোল খেয়ে আশাভঙ্গ! বিশেষজ্ঞদের মতে, এ কোনও আকস্মিক পতন নয়। গত মরসুমেই প্রিমিয়ার লিগ থেকে নেমে যায় লেস্টার। এবার চ্যাম্পিয়নশিপ থেকেও রেলিগেশন। টানা দুই বছরে দুই ধাপ নেমে যাওয়া-স্খলনের এই ধারা যথেষ্ট উদ্বেগজনক! অর্থনৈতিক নিয়ম ভাঙার কারণে ছয় পয়েন্ট কাটা যায়। সেই ধাক্কা থেকে আর ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব হয়নি। পুরো মরসুমেই ব্যাকফুটে থাকতে হয়েছে। কয়েক বছরের ভুল সিদ্ধান্ত এখন প্রকট। দল গঠনে ধারাবাহিকতা ছিল না। বিনিয়োগও কমেছে। ম্যানেজার বদল হয়েছে একাধিকবার। কোনও স্থায়ী পরিকল্পনা তৈরি হয়নি। ক্লাবের ভিতরে স্থিরতার অভাব স্পষ্ট। উপরন্তু নেতৃত্বের জায়গাতেও অনিশ্চয়তা ঘনিয়েছে। ২০১৮ সালে ক্লাব মালিক ভিচাই শ্রীবধনপ্রভার মৃত্যুর পর পরিস্থিতি আরও জটিল হতে শুরু করে। ২০১৫-১৬ মরসুমে প্রিমিয়ার লিগ জিতে অসম্ভবকে সম্ভব করেছিল লেস্টার। সেই দলই আজ তৃতীয় ডিভিশনে। তারপর এফএ কাপ হাতে এসেছে। বিশ্বজুড়ে সমর্থনও জুটেছে। এখন পরিস্থিতি পুরো বদলে গিয়েছে। সামনে বড় চ্যালেঞ্জ পুনর্গঠন। আপাতত আর্থিক দিক থেকে জোর ধাক্কা আসতে চলেছে। রাজস্ব কমবে। নতুন করে দল গড়া সহজ নয়। এক সময় যে দল বিশ্বাস আর স্বপ্নের প্রতীক ছিল, তাদের চূড়ান্ত পতন আজ অন্য বার্তা দিচ্ছে।

এমবাপে-ভিনিসিউসের গোলে বার্সেলোনার সঙ্গে ব্যবধান কমাল রিয়াল মাদ্রিদ

ম্যাচের শুরুর দিকে কিলিয়ান এমবাপে ও ভিনিসিউস জুনিয়র বল স্পর্শ করতেই গ্যালারি থেকে ভেসে এলো সমর্থকদের কটাক্ষ। পরে এই দুজনই করলেন গোল। আলাভেসকে হারিয়ে লিগ টেবিলে ব্যবধান কমাল রিয়াল মাদ্রিদ।

সংবাদ সংস্থা, মাদ্রিদ, ২২ এপ্রিলঃ সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে মঙ্গলবার রাতে লা লিগার ম্যাচটি ২-১ গোলে জিতেছে রিয়াল। তারা দুই অর্ধে করেছে একটি গোল করে। সৌভাগ্যের ছোঁয়ায় গোল পেয়ে দলকে এগিয়ে নেন এমবাপে। বিরতির পর চোখধাঁধানো গোলে ব্যবধান বাড়ান ভিনিসিউস। শেষ দিকে ব্যবধান কমান তনি মার্তিনেস। লা লিগায় দুই ও সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে চার ম্যাচ পর জয়ের দেখা পেল আলভারো আরবেলোয়ার দল। ঘরোয়া লিগে মায়োর্কার বিপক্ষে হারের পর, জিরোনার সঙ্গে ড্র করে তারা। আর চ্যাম্পিয়ন্স লিগে কোয়ার্টার-ফাইনালের দুই লেগেই বায়ার্ন মিউনিখের বিপক্ষে হেরে বিদায় নেয় প্রতিযোগিতাটির রেকর্ড চ্যাম্পিয়নরা। এই জয়ে বার্সেলোনার সঙ্গে ব্যবধান ৬ পয়েন্টে নামিয়ে আনল রিয়াল। ৩২ ম্যাচে ২৩ জয় ও চার ড্রয়ে ৭৩ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে তারা। এক ম্যাচ কম খেলে ৭৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে বার্সেলোনা। রিয়াল আক্রমণে একটু এগিয়ে থাকলেও, তাদের চোখে চোখ রেখেই খেলেছে অবনমন অঞ্চলের কাছে থাকা আলাভেস। সফরকারীদের দুটি প্রচেষ্টা পোস্টে বাধা পায়, রিয়ালের একটি শট লাগে ক্রসবারে। প্রায় ৬২ শতাংশ পজেশন রেখে গোলের জন্য রিয়ালের ২৪ শটের আটটি ছিল লক্ষ্যে। আলাভেসের ১৮ শটের চারটি লক্ষ্যে ছিল। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বায়ার্নের বিপক্ষে ৪-৩ গোলে হারা ম্যাচ থেকে একাদশে তিনটি পরিবর্তন আনেন রিয়াল কোচ আরবেলোয়া। ওই ম্যাচে নিষেধাজ্ঞার কারণে খেলতে না পারা মিডফিল্ডার অহেলিয়া চুয়ামেনির সঙ্গে ফেরেন দুই ডিফেন্ডার ডিন হাউসেন ও আলভারো কাররেরাস। তৃতীয় মিনিটেই বিপদে পড়তে

বসেছিল রিয়াল। সতীর্থের পাস ধরে বক্সে ঢুকে পড়েন আলাভেসের আনহেল পেরেস। সামনে তখন শুধু গোলরক্ষক। কিন্তু পেরেস নিজে শট না নিয়ে পাস দেন লুকাস বোয়েকে। তার প্রচেষ্টা প্রতিহত হয় রক্ষণে। বল দখলে আধিপত্য করে কিছু হাফ-চান্স পেলেও, পরিষ্কার সুযোগ তৈরি করতে পারছিল না রিয়াল। ৩০তম মিনিটে লক্ষ্যে নিজেদের প্রথম শটে ভাগ্যের ছোঁয়ায় এগিয়ে যায় তারা। বক্সের বাইরে থেকে এমবাপের শট প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডারের গায়ে লেগে দিক পাল্টে জালে জড়ায়, দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া কিছুই করার ছিল না গোলরক্ষকের। এবারের লা লিগার সর্বোচ্চ স্কোরার এমবাপের গোল হলো ২৭ ম্যাচে ২৪টি, মরসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৪০ ম্যাচে ৪১টি। ৪২তম মিনিটে ব্যবধান বাড়ানোর ভালো সুযোগ পান এমবাপে। ভিনিসিউস জুনিয়রের পাস বক্সে পেয়ে বাইরে মারেন তিনি। দুই মিনিট পর এদের মিলিতাওয়ের শট লাগে ক্রসবারে। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে আলাভেসের মার্তিনেসের শট পোস্টে লাগে। ফিরতি বলে তার নিচু শট ঠেকিয়ে দেন গোলরক্ষক আন্দ্রি লুনিন। যোগ করা সময়ে একটি ধাক্কা খায় রিয়াল চোট নিয়ে মাঠ ছাড়েন মিলিতাও। তার বদলি নামেন আরেক ডিফেন্ডার আন্টোনিও রুডিগার। দ্বিতীয়ার্ধের পঞ্চম মিনিটে দর্শনীয় গোলে ব্যবধান বাড়ান ভিনিসিউস। ফেদেরিকো ভালভের্দের পাস বক্সের বাইরে পান তিনি। তার সামনে ছিল আলাভেসের একাধিক ডিফেন্ডার। তাদের মাঝ দিয়েই প্রায় ২৫ গজ দূর থেকে জোরাল শট নেন ব্রাজিলিয়ান তারকা, ঝাঁপিয়েও বলের নাগাল পাননি গোলরক্ষক। গোলের পর দুই হাত উঁচিয়ে সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গি করেন ভিনিসিউস। ৬১তম মিনিটে ব্যবধান আরও বাড়তে পারত। তবে মুহূর্তের ব্যবধানে এমবাপের দুটি শট ঠেকিয়ে দেন গোলরক্ষক। শেষ দিকে রিয়ালের ওপর চাপ বাড়ায় আলাভেস। ৮২তম মিনিটে বক্সে ভিক্তর পারাদার হেড পোস্টে লাগে। ৮৬তম মিনিটে কাছ থেকে পেরেসের শট আটকে দেন হাউসেন। তিন মিনিট যোগ করা সময়ের শেষ মিনিটে ব্যবধান কমায় আলাভেস। তাদের ডিফেন্ডার জনির শট লুনিন ঠেকানোর পর, বল ক্লিয়ার করতে ব্যর্থ হয় রিয়ালের ডিফেন্ডাররা। বক্সের বাইরে থেকে সতীর্থের জোরাল শট চমৎকার ফ্লিকে জালে পাঠান মার্তিনেস। ৩২ ম্যাচে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে ১৭ নম্বরে আছে আলাভেস। অবনমন অঞ্চল থেকে ১ পয়েন্ট ওপরে তারা।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com